সরোজিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, বহুবাজার, শরৎকুমার বাবুর বাসাবাটী।

শরৎকুমার বাবু টেবিলে বসিয়া পত্র লিখিতেছেন।

শরৎ। (পত্র লিখন সমাপ্ত করিয়া) বড় তাড়াতাড়ি লেখা হয়েছে, একবার পড়ে দেখি কি লিখলেম।

(পত্র পাঠ।)

কলিকাতা,

২ রা ফাল্গুন, সন ১২৮০ সাল।

সরোজ,

তোমরা ভাল আছ শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমিও এক প্রকার ভাল আছি। আগামী শনিবারে আমাদের বিজ্ঞানালোক-বিস্তারিণী সভার অধিবেশন। সেই দিন হরিদাস বাবু—ইনি কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ বিদ্বান্—"মনুষ্য কপিবংশোদ্ভূত" এই বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ রচনা পাঠ করিবেন। অনেক তর্ক বিতর্ক হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের মান্যবর সভাপতি মহাশয় এই মতের ভয়ানক বিরোধী। আমার নিজের মতের কিছু স্থির নাই। তর্কে কি সিদ্ধান্ত হয় পরে লিখিব। ইহার পরের অধিবেশনে বোধ হয় আমাকে রচনা পাঠ করিতে হইবে।

আমার পাগলী ভগ্নীটি কি এখন ও সেই রকম আছে? সেই প্রকার পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চল?

দুর্ভিক্ষ, বোধ হয়, আমরা যত ভয়ঙ্কর হইবে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তত ভয়ঙ্কর হইবে না। ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সাতিশয় চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু যেরূপ আড়ম্বর ও অর্থব্যয় হইতেছে, তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের গ্রামে যদি লোকের অন্নাভাবে কষ্ট হয়, যতদূর পার সাহায্য করিবে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের এবং বালকদিগের। আমি ভগবান্ সরকারকে লিখিয়াছি, তুমি তাহাকে যেরূপ করিতে বলিবে, সে তাহাই করিবে।

নিত্য শুভানুকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা,

শরৎকুমার দত্ত।

পুনঃ চুঃ। আমি এখানে প্রায় সর্ব্বদাই নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি। সকল কথা, সব সময়ে, মনে নাও থাকিতে পারে। তোমাদের যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাইবে, আমি পত্র পাইবামাত্র ক্রয় করিয়া পাঠাইয়া দিব।

শরৎ।

(পত্র বন্ধ করণ।)

বেহারা?

বেহারার প্রবেশ।

শরৎ। এই চিঠ্‌ঠো ডাকমে দে আও।

বেহারা। বহুৎ আচ্ছা।

[বেহারার পত্র লইয়া প্রস্থান।

শরৎ। সরোজ বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে জানবার জন্য বড়ই উৎসুক। ছ সাত বৎসর দেখে দেখে আমার ওর উপর সত্য সত্যই ভাইএর স্নেহ জন্মে গিয়েছে। আমি সুকুমারীকে যেমন ভাল বাসি, সরোজকেও তেমনি ভাল বাসি। দুজনেই ভাল, তবে সুকুমারী কিছু চঞ্চল, সরোজ ধীর ও শান্ত।

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। দুজন বাবু দেখা করতে এসেছেন।

শরৎ। নিয়ে আয়।

[বেচারামের প্রস্থান।

বিপিন ও নন্দ বাবুর প্রবেশ।

শরৎ। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আস্তে আজ্ঞা হয়, আস্তে আজ্ঞা হয়, বসুন। আপনারা ভাল আছেন ত?

(সকলের উপবেশন।)

শরৎ। তবে, আজ অনুগ্রহ কি মনে করে?

নন্দ। না, এমন কিছু মনে করে নয়। আজ অভিনয় দেখ্‌তে যাবেন কি? বিপিন বাবুতে আর আমাতে ত যাচ্ছি।

শরৎ। আজ্ঞা না, আজ যেতে পারব না। একটা কাজ আছে। আপনারা কোথায় অভিনয় দেখ্‌তে যাচ্ছেন? অভিনয়ের ত আজ কাল ছড়াছড়ি।

বিপিন। কোন্‌টায় যাব তা এখনও ঠিক নেই। যেটায় ভাল বোধ হয়, সেই টেতেই যাব।

নন্দ। আমাদের দেশে অভিনয় দেখ্‌তে যাওয়া না কি নূতন প্রথা আরম্ভ হয়েছে, লোকে মনে করে যে যেটায় হোক্ একটায় গেলেই হল। ভাল মন্দ বিবেচনা নাই। কোনটায় হয়ত দৃশ্যপট নেই বল্লেই হয়, খান কতক ছেঁড়া নেকড়া মাত্র। কোন খানে বা ঐক্যতান বাদ্যের এমনি সুমধুর ধ্বনি উঠছে, যে কাণে গেলে, আমরা ত আমরা, মড়া মানুষ, পর্য্যন্ত সেখান থেকে উঠে পালায়। আবার কোনটায় হয়ত অভিনেতা এক জন এমনি মদ খেয়ে আসরে নেবেছেন, যে মুখ দিয়ে বাবুর কথা সরছে না, ঢ'লে পড়্‌তে পড়্‌তে রহে যাচ্ছেন। এ পাশ ও পাশ থেকে অন্য অন্য অভিনেতারা কত ধমকাচ্ছে, আর গালাগালি দিচ্ছে, কেবল মারতে বাকী রেখেছে বল্লেই হয়—দর্শকেরা পর্য্যন্ত তা শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু বাবুটির কিছুতেই সংজ্ঞা হচ্ছে না। (শরৎ বাবুর প্রতি) ছবিটে বেশি ভুল হল কি?

শরৎ। আমার, মহাশয়, অভিনয় দেখ্‌তে বড় একটা যাওয়া আসা নেই.

আমি বল্‌তে পারিনে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কি কার কি দোষ।

বিপিন। কেন, আপনি কি অভিনয় দেখতে যাওয়া একেবারেই মন্দ বলেন নাকি?

শরৎ। না, একেবারে মন্দ তা বলিনে বটে, কিন্তু তারই কাছাকাছি। আমাদের নাটক-লেখকেরা আর অভিনেতারা এক প্রণয় নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাঁদের আদিতে প্রণয়, মধ্যে প্রণয়, অন্তে প্রণয়। প্রণয়, প্রণয়, প্রণয়।

বিপিন। কেন বিশুদ্ধ প্রণয়ের অভিনয় কি মন্দ?

শরৎ। প্রণয়ের অভিনয় কেন, আমার মতে প্রণয়ই মন্দ।

নন্দ ও বিপিন। (সবিস্ময়ে) সে কি, আপনি বলেন কি! আশ্চর্য্য করলেন যে! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি কখন বিবাহ করবেন না?

শরৎ। না, কখন না, জীবন থাকতে না। আচ্ছা, সে কথা এখন যাক্, আপনাদের প্রশ্ন করি, যে পচা পুরান প্রণালীতে অভিনয়ে আজ কাল প্রণয়ের শ্রাদ্ধ করা হয়, তাতে কি উপকার দর্শে? সেই কোকিল, সেই চন্দ্র, সেই রতিপতি, সেই পঞ্চস্বর, সেই বসন্ত কাল, সেই মলয় পবন—আর যার নাম শুন্‌লে গায়ে জ্বর আসে, সেই মানভঞ্জন। বন্ধুবর নবগোপাল বাবুর কথাটা মনে পড়ে গেল, বলতে হাঁসি পায়। তিনি বলেন কি যে আজ কাল কি অভিনয় হয়, না—"বিধুমুখি! তোমার মুখ-চন্দ্র দেখে আমার মনঃপুষ্প প্রস্ফুটিত হল।" মহাশয়েরা, এ দেখে কি হয়?

নন্দ। নাটকে প্রণয়ের মূর্ত্তি যে এত অধিক অঙ্কিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তার নিগূঢ় কারণ আছে। আপনার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রণয় আমাদের সর্ব্বপ্রধান মনোবৃত্তি।

শরৎ। পশুদের হতে পারে, মানুষের নয়—অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়। আর তাই যেন হল, প্রণয়ে মত্ত হবার কি এই সময়? আমাদের ঘৃণা নাই? গরু গাধার মত দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তাকি মনে থাকে না? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হয় না? শরীর উত্তপ্ত হয় না? মনে ধিক্কার জন্মায় না? এখন অন্য ইচ্ছা? অন্য অভিলাষ?

নন্দ। তবে বন্দুক ধরুন না কেন?

শরৎ। এখন সময় হয় নি।

নন্দ। শীঘ্র হবে?

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) আমরা যে হতভাগা কাপুরুষের জাত, একশ দুশ বৎসরের মধ্যে যে হবে এমন আশাও মনে স্থান পায় না। কিন্তু যত দিন না ভারতে স্বাধীনতা-সূর্য্য পুনরুদয় হয়, যতদিন না অত্যাচারের লোহিত মুণ্ড আমরা পদতলে লুণ্ঠিত, দলিত, করতে পারি, ততদিন যে প্রণয়, কি অন্য কোন পশুবৃত্তির অনুসরণ করবে, সে কৃতঘ্ন—পামর—নরাধম—দেশের কুসন্তান।

বিপিন। আপনার একটা দেখ্‌ছি বিষম ভ্রম আছে। যার স্ত্রী পুত্র আছে, তার দেশের প্রতি যতটা মমতা জন্মায়, রাজা কোন অত্যাচার কর্‌লে, অন্যায় রকম কোন কর স্থাপন কর্‌লে, তার যতটা আন্তরিক, মর্ম্মভেদী কষ্ট হয়, এক জন অপ্রণয়ী, অবিবাহিত পুরুষের ততটা হয় না, হতে পারে না।

শরৎ। আপনাকে—

নন্দ। (ঘড়ি দেখিয়া, ব্যস্তভাবে, বিপিনের প্রতি) ভাই, ৬॥০ টা হল, আজ এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম হোক্, আমাদের আবার নীলকমল বাবুর বাড়ি হয়ে অভিনয় দেখতে যেতে হবে। আর এক দিন এসে শরৎ বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে ভাল করে তর্ক করা যাবে।

শরৎ। আমাদের সভায় এক দিন এই বিষয়টা উত্থাপন করলে হয় না?

নন্দ ও বিপিন। সেই ভাল কথা, তা আজ আম্‌রা এখন আসি। (উত্থান)

শরৎ। (উত্থান পূর্ব্বক) আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—ইডেন্ গার্ডেন্।

এক জন লোকের প্রবেশ।

লোক। (গীত।)

রাগিণী পুরবী—তাল খেমটা।

উদ্যানের কিবা শোভা মনোলোভা সায়াহ্নে হয়।
যে দিকে নিরখে আঁখি, নূতন নূতন দেখিতে পায়॥
নানা ফুল ফুটিয়াছে, সৌরভে বায়ু বহিছে, একতানে
গান করিছে, অনুপম সুখের উদয়॥
দিব্য সরোবর আছে, সুধাকর তায় পড়িছে, আকাশে
তারা শোভিছে, প্রকৃতি সব সৌন্দর্য্যময়॥

[লোকের প্রস্থান।

শরৎ বাবুর প্রবেশ।

শরৎ। বেস বাতাস আস্ছে, এই খানে একটু বেড়াই। নন্দ আর বিপিনটার সঙ্গে তর্ক করে মাথা ধরে গিয়েছে। (পরিক্রমণ)। বাঃ, কি মনোহর! (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) কিন্তু এ সব মহাপুরুষদের অনুগ্রহে ভোগ করছি মাত্র। ইচ্ছা হলেই দেবতারা নিয়ম করতে পারেন, বেলা ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত ধবল-মূর্ত্তি ভিন্ন এখানে আর কেউ বেড়াতে পারবে না।—চতুর্দ্দিকেই বিজাতীয় প্রভুত্বের চিহ্ন দেদীপ্যমান। (দক্ষিণমুখ হইয়া) সম্মুখে ফোর্ট্ উইলিয়মের ভীষণ মূর্দ্ধা——বঙ্গের জীবন্ত পরীবাদ—বিরাজমান। যেন কাপুরুষ বঙ্গ-

সন্তানদের তারস্বরে বলছে, "সাবধান, ভ্রমে, স্বপ্নে ও স্বাধীন হতে অভিলাষ কর না,——কি যদিও কর, প্রকাশ কর না। আমার নির্ম্মাতারা বিশ্বদর্পহারী—ভুবনবিজয়ী—বজ্রবিদ্যুৎপাণি। যদি প্রহারিত সারমেয়ের ন্যায়, যদি ক্রীতদাসের বেশে আমার নিকট আসিতে চাহ, আইস,—আপত্তি নাই। কিন্তু বিদ্রোহীভাবে—অস্ত্রহস্তে—আমার নিকট আসিতে কদাচ সাহস করিও না। নিমেষমধ্যে তোমাদের সন্তপ্ত রক্ত শীতল হইবে, এই রমণীয় মাঠ তোমাদিগের মৃত দেহে আচ্ছাদিত হইবে।" (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) ফোর্ট্ উইলিয়ম্, যদি আমরা নিতান্ত স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হয়ে, কিয়ৎপরিমাণেও মনুষ্য নামের অধিকারী হতেম, তা হলে তোমার এই উদ্ধত বাক্য এতদিন সহ্য করতে হত না, তুমি কোন্‌কালে ভূমিশায়ী হতে,—তোমার এক খানি ইষ্টকের উপর আর এক খানি থাকত না। কিন্তু যাঁরা দেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয় সপ্তাহান্তেও একবার করে ভেবে থাকেন্, তাঁদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা করা যায় বল্লেও বোধ হয় বড় অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষার অভাবে আর কুসংস্কারবশে ভারতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একেবারে স্পন্দহীন হয়ে পড়েছে। এ উৎকট রোগের প্রতিবিধান করতে যে কত বৎসর, কত শতাব্দী লাগবে, তা বলা যায় না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।

হরিদাস বাবুর প্রবেশ।

শরৎ। আস্তে আজ্ঞা হয়, বেড়াতে আসা হয়েছে?

হরি। আজ্ঞা হাঁ তাও বটে, আর আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যও বটে।

শরৎ। আমি এখানে এসেছি, তা আপনি জান্‌লেন কেমন করে?

হরি। আপনার বাসায় গিয়েছিলেম, আপনার এক জন চাকর বলে দিলে।

শরৎ। আপনার রচনা কতদূর প্রস্তুত হল?

হরি। প্রায় শেষ হয়েছে।

শরৎ। বাস্তবিকই কি, মহাশয়, আমরা বাঁদরের বংশ?

হরি। তার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এর স্বপক্ষে এক সহস্র প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে, বিপক্ষে একটিও না। আপনাকে আমি এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানুষ যে বাঁদর——

শরৎ। (স্বগত) বাবারে তরঙ্গ ওঠে বুঝি! (প্রকাশ্যে) আজ আমায় ক্ষমা করুন, আমার বড় মাথা ধরেছে, আর এক দিন শুনব।

হরি। ও কিছু নয়। আপনার মস্তিষ্কে একটু অধিক রক্ত গিয়েছে মাত্র, খানিক বেড়ালেই নেবে যাবে এখন। মনুষ যে—

শরৎ। মহাশয়, ইংরাজেরা বাঁদর এইটে প্রমাণ করে দিতে পারলে, আপনার কাছে বড় বাধিত হই।

হরি। এর আর আশ্চর্য্য কি? এত পড়েই রয়েছে?

মনুষ্য মার্কট-গোত্র।

ইংরাজেরা মনুষ্য।

অতএব,

ইংরাজেরা মার্কট-গোত্র।

এত যুক্তি-শাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত দ্বারাই জানা যাচ্ছে। এখন শুনুন——

শরৎ। আবার একটা "গোত্র" রেখে দিলেন কেন? ইংরাজেরা "মার্কট-গোত্র" না বলে, তারা মর্কট, এইটে সপ্রমাণ করতে পারলে আরও ভাল হয়।

হরি। আপনার ইংরাজদের উপর এত বিদ্বেষ কেন? ইংরাজেরা উৎকৃষ্ট সভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত, বিশেষ তাঁরা বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি সাধন করেছেন।

শরৎ। আজ্ঞা হাঁ, ভারতবর্ষের শাসন ইংরাজি সভ্যতার আর ইংরাজি বিজ্ঞানের জাজ্বল্যমান উদাহরণ—স্বর্ণময় ফল। সে দিন কি হয়ে গিয়েছে, শোনেন নি? অনন্তপুরে এক জন শ্বেত-কান্তি জজ্ আছেন। তাঁর কাছারির সম্মুখে একটি পুষ্করিণীতে একজন স্ত্রীলোক নিত্য জল নিতে আস্ত। স্ত্রীলোকটি দেখ্তে বড় সুন্দরী নয়, কিন্তু যুবতী। মহাপুরুষের প্রতিদিন তাকে দেখে দেখে এক দিন হঠাৎ ধৈর্য্যক্ষয় হয়ে গেল। (ক্রোধবিকম্পিত-স্বরে) তার পর বুঝতে পাচ্ছেন কি হল। হতভাগা স্ত্রীলোকটার স্বামী জজ্ বাহাদুরের নামে উচ্চতর বিচারালয়ে অভিযোগ করলে। অভিযোগ অগ্রাহ্য হল—প্রমাণাভাব। শুদ্ধ তাই হয়ে শেষ হল না। সত্যপরায়ণ, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, নিষ্পাপদেহ—সাহেব—জজের নামে মিথ্যা অভিযোগ করেছে বলে, সেই

স্ত্রীলোকটার আর তার স্বামীর তিন মাস করে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হল।

হরি। আমি জানি না, আপনি যা বল্লেন তা সত্য কি মিথ্যা। কিন্তু সত্য হলেও, এক জনের দোষের জন্য সমস্ত জাতিকে কিম্বা সমগ্র গবর্ণমেণ্টকে দোষী করা অন্যায়। যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ।

শরৎ। আচ্ছা আরও শুনুন—

হরি। বিজ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি হলেই ও সব সেরে যাবে। এখন শুনুন, মনুষ্যে আর শাখামৃগে—

শরৎ। মহাশয়, রাত্রি হল, এখন বাড়ি যাওয়া যাক্, চলুন।

হরি। আচ্ছা চলুন, পথে যেতে যেতেই আপনাকে বুঝিয়ে দেব এখন। মানুষ যে প্লবঙ্গের অবতার, এটি একটি জগতের গুরুতম সত্য, আর এর প্রথম প্রমাণ এই যে—

শরৎ। যে মানুষে বাঁদরের মত কলা খেতে ভালবাসে ?

হরি। মহাশয়, এ সব উচ্চ বিজ্ঞানের প্রশ্ন, পরিহাসের উপযুক্ত নয়।

[সরোষে প্রস্থান।

শরৎ। আজ্ঞা না, আমার অপরাধ হয়েছে-----

[হরিদাস বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনরপুর, মতিলাল বাবুর বাটী।

মতিলাল বাবু খাট্টোপরি শয়ন করিয়া আলবালায় ধূমপান করিতেছেন। এক জন ভৃত্য পদসেবা করিতেছে—নিকটে বিনয় দণ্ডায়মান।

মতি। এই পাটা টেপ্, এই পাটা টেপ্—আরে বেটা ভাল করে টেপ্। ভাত খাসনে না কি ?—উহুঃ হুঃ, বেটাচ্ছেলে মেরে ফেলেছে গো, বেটাচ্ছেলে

মেরে ফেলেছে। (ভৃত্যকে এক চপেটাঘাত পূর্ব্বক) বেটাচ্ছেলে, পাজি, দুবছর আমার বাড়ি রয়েছিস্, এখনও পা টিপ্‌তে শিখলি নে? বেটাচ্ছেলে পাজি? (ভৃত্যের অশ্রুমোচন)। হাঁ, হাঁ, অমনি করে টেপ্, তোর মাইনে বাড়িয়ে দেব। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) আঃ বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে। ঐ খান্‌টা টেপ্। আঃ। (সুখানুভব ও মধ্যে মধ্যে আলবালা টানন্।) (কিয়ৎবিলম্বে) অরে ঘটকী মাগী ঋষড়ে গিয়েছে?

ভৃত্য। আজ্ঞে হাঁ, সেত অনেকক্ষণ গিয়েছে।

বিনয়। আমার উপর কি আজ্ঞা হয়? আমাকে কি কালই যেতে হবে?

মতি। হাঁ, কাল প্রাতেই তোমাকে যেতে হবে। তোমাকে আমি এত দিন খেতে পরতে দিয়েছি, আর অনর্থক তোমাকে পুষ্‌তে পারি নে। তোমার জন্য আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে। তোমার বাপের সঙ্গে আমার একটু আলাপ ছিল বইত নয়? মরবার সময় তিনি ত আর তোমার জন্য টাকা কড়ি কিছু রেখে যান নি? তা কাঁদলে আর কি হবে, বাপু, কাঁদলেত আর টাকা আপনি এসে তোমার পায় গড়িয়ে পড়বে না?

বিনয়। আজ্ঞা না, তার জন্য কাঁদছি না। (অশ্রুমোচন।) আপনার আশ্রয়ে এতদিন প্রতিপালিত হয়েছি, এখন আপনাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তাই মন কেমন করছে।

মতি। তা, বাপু, এখন বিদায় হও। কাল সকালে দেখা না হলেও হতে পারে, আমার ঘুমটা কিছু বেলায় ভাঙ্গে, জানইত। সর্ব্বদা কাগজ পত্র দেখতে হয়, আর তা ছাড়া অন্য কার্জ কর্ম্মও আছে।

ভৃত্য। (স্বগত) কাজকর্ম্মত কতই, কেবল বসে বসে ভড়র ভড়র করে গুড়্‌কে টানা, সন্ধে হলেই পা টেপান, আর সমস্ত রাত্তির——যে চড়টা মেরেছে, গালটা একেবারে ফুলে উঠেছে।

বিনয়। (সাশ্রুনয়নে) তবে আমি বিদায় হই। আপনার কাছে যত শত অপরাধ করেছি মার্জ্জনা করবেন্।

[বিনয়ের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও প্রস্থান।

মতি। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) মাংস তয়ের হল কি না দেখে আয়। যা, শিগ্‌গির যা, যা না বেটা।

ভৃত্য। (প্রস্থান করিতে করিতে স্বগত) লুকিয়ে যাব না কি? বড়মানুষ বাবুদের একবার বিধেতা পুরুষ গরিব করে ফেলে, আর আমাদের মত খেটে খেতে হয় ত বাবুভেয়েরা টেরটা পান। এই রকম করে দিন রাত্তির খাটায়, মুখ খিঁচোয় আর মার ধর করে বলেইত আমাদের মন ভেঙ্গে যায়, আপনার মনীব বলে একটা মায়া থাকে না, জিনিষ্ টিনিষ্ অপ্‌চ আর চুরি চামারি করতে ইচ্ছে যায়?

[প্রস্থান।

অপর পার্শ্ব হইতে গোপীনাথের প্রবেশ।

মতি। (তীব্রভাবে) কিরে গুপে, দেখেছিস ত ভাল করে? চিনে নিতে পারবি?

গোপী। (শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক) হাঁঃ। যাকে আমি একবার ফুচোক দিয়ে দেখেছি, তাকে হজম করেছি।

মতি। নজরে রাখিস্, কোথায় যায়, কিরে। বুঝেচিস ত?

গোপী। হুঁ, হুঁ।

মতি। দুদিন চার দিন অন্তর আমাকে খবর দিবি। কিন্তু আমার হুকুম না পেলে কিছু বাড়াবাড়ি করিস নে। যা যা বলে দিয়েছি সব যেন মনে থাকে। (গোপীকে অর্থপ্রদান পূর্ব্বক) এখন এই নে। যেমন কাজ দিবি, তেমনি পাবি।

গোপী। আচ্ছা, তার জন্যে ভাবনা নেই, আমার ঠেঁয়ে ব্রহ্মাস্তর্ আছে। (হস্তস্থিত লগুড়া প্রদর্শন)।

মতি। তবে এখন যা, চাকর বেটারা আবার কে কখন এসে পড়বে।

[গোপীর প্রস্থান।

মতি। (সাহ্লাদে) ছোঁড়াটার টাকা খুব হাত করেছি, যাহোক্।—কি করবে আমার ছোঁড়া? হুঁঃ। যাই এখন, দুরাত্রি হবিষ্যি করে আছি বল্লেই হয়, আজ একবার কামিনীর কুঞ্জে যেতে হবে। ভুবনমোহিনীকে আর ভাল লাগে না,

টক্ হয়ে পড়েছে। রোজ কি এক জিনিষ খাওয়া যায়? (পরিক্রমন ও চিন্তা)। কিন্তু আগুন নেবে না কেন? সুখ হাতে পেয়েও পাইনে কেন? ওয়ার্ডস্ ইনিষ্টিটিউসনে যখন ছিলেম, সেই সময় থেকেই ত সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছি, সুখের সাগর ক্রমাগত মন্থন করছি, কিন্তু পিপাসা নিবৃত্তি হয় কই? আর তা ছাড়া মনটা কখন কখন এরকম চঞ্চল হয় কেন? কিছুই যেন ভাল্ লাগে না?—আঃ, দূর ছাই, আর ভাবতে পারিনে। দারু পিয়ো, বাবা, সব চলা যাগা। কালিদাস ভায়া ঠিক বলে গিয়েছেন,

"শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধং।"

মদ আর মেয়েমানুষেই ব্যাধি চিন্তা জন্মায়, আবার তাতেই যায়।—সবই ফক্কিকার, বাবা, চক্ বুজলে আর কিছুই নয়। কেবল মাত্র সত্য—সংখ্যা এক। দু এক বেটা লেখা পড়া শিখে আবার "দেশহিতৈষী" হতে আরম্ভ করেছেন! আরে আমার দেশহিতৈষীরে; মরে গেলে বুঝি "দেশহিতৈষিতা" সঙ্গে যাবে? "জলবত্তরলং।" যতক্ষণ আছ, বাবা, খাও দাও, মজা করে নেও।—কিন্তু তার পর?—তার পর আবার কি? যত গেঁজার ভেল্‌কী। আমি ওসব মানিনে। কিন্তু বাস্তবিক কি আমি সুখ ভোগ কর্‌ছি, না কেবল সুখ পাবার আশায় এদিক্ ওদিক্ ছট্ ফট্ করে বেড়াচ্ছি?—নাঃ, মিছি মিছি কতকগুল ভাবলে আর কি হবে? পেটে "অগ্নিজল" পড়লেই সব সেরে যাবে এখন। যাই বল আর যাই কও, বাবা, এমন ওসুদ আর কিছু নেই।

(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী লুম্‌ঝিঁঝিট্—তাল মধ্যমান।

প্রাণ যা চায় তা সাধিলে, বলে যদি লোকে মন্দ,
তাতেও কিছু ক্ষতি নাই॥
পাপাদি পুণ্য কর্ম্ম, ইহার নাই কোন মর্ম্ম,
মিছে লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বলে বেড়ায় সর্ব্ব ঠাঁই॥

বেদ পুরাণ বাইবল কোরাণ, ছেলে-ভুলান গল্পের সমান,
সুখই পৃথিবীর প্রধান, বুঝিয়া বোঝে না সবাই।
অঙ্গনাগণ এক জাতি, যাতে যার হয় প্রীতি, পূর্ব্বাপর
এই রীতি, সম্পর্ক বিচার নাই॥

মতি। বাঃ, বেড়ে গাণ ত হে! কে গাইলে?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আনন্দপুর—মতিলাল বাবুর বাটীর অন্তঃপুর।

বিনয় ও বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিনয়। মা, আমি আপনার কাছে বিদায় হতে এসেছি।

বিন্দু। (দুঃখিতস্বরে) বাবা, নিতান্তই যাবে? কবে যাবে, বাবা?

বিনয়। মা, এখনই যাব।

বিন্দু। এখনই যাবে, বাবা?

বিনয়। হ্যাঁ মা।

বিন্দু। (অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া) তুমি আমাকে কেমন করে ছেড়ে যাবে, বাবা? তুমি ছাড়া আমাকে মা বলে ডাকবার আর কেউ নেই যে, বাবা?

বিনয়। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) মা, বছর দুই পরে আবার আপনার সঙ্গে এসে দেখা করব।

বিন্দু। বাবা, ততদিন আর আমি বাঁচলে ত? বাবা, আমাকে মা বলে ডাকার বুঝি এই শেষ হল। আমার ছেলে পিলে কিছু হয় নি। (অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক) তোকে মানুষ করে বিনয়, আর তোর মুখে মা মা শুনে, আমি সে

দুঃখ এতদিন ভুলে ছিলেম। তোকে পেটের ছেলের মত দেখতেম। বাবারে, আমার সে নেবান আগুন আজ আবার জ্বলে উঠল। বাবারে, আর আমাকে ত কেউ মা বলে আমার কাছে আসবে না? আর ত আমাকে কেউ মা বলে ডাকবে না?

বিনয়। (গদ্গদস্বরে) মা, আপনি এত উতলা হবেন না। আমি আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, আমি আবার আসব। শীঘ্রই আসব। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।

বিন্দু। একটু দাঁড়াও বাবা, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

ভুবন মোহিনীর প্রবেশ।

ভুবন। (ত্রস্তভাবে) বাছা, যাবার আগে তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। আমার মাথা খাও, অতি অবিশ্যি একবার দেখা করবে।

বিনয়। (সঙ্কোচের সহিত) আপনার কাছে যেতে——

ভুবন। তোমার লজ্জা করে। (চক্ষু মুছিয়া) আমি অসতী বলে আমাকে সকলেই ঘৃণা করে। (বিনয়ের হস্ত ধরিয়া) বাবা, তোমার হাতে ধরে বলছি, একটিবার আমার কাছে যাবে। তোমারই ভালর জন্য বলছি।

বিনয়। (সাশ্চর্য্যে) আমার ভালর জন্য!

ভুবন। হ্যাঁ বাছা, তোমারই ভালর জন্যে। তোমাকে এক জন প্রাণে নষ্ট করবার চেষ্টায় ফিরছে।

বিনয়। (সভয়ে) অ্যাঁ, সে কি?

ভুবন। সে অনেক কথা, বাছা। (সশঙ্কিত ভাবে) এখানে তা বলতে পারি নে। সে টের পেলে, তোমাকেও প্রাণে রাখবে না, আমাকেও না।

বিনয়। সে কে?

ভুবন। একটু আস্তে কথা কও, বাছা। কি জানি কোন শত্তুর কোন খান দিয়ে শুনতে পেয়ে সর্ব্বনাশ বাধিয়ে দেবে। যেও, বাছা, একবার আমার কাছে, সব জানতে পারবে। মদের মুখে আমাকে বলে ফেলেছে।

বিনয়। আ—চ্ছা যা—ব।

ভুবন। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়্‌ক্।

[ভুবনমোহিনীর প্রস্থান।

বিনয়। লোকের কাছে মুখ দেখায় কেমন করে? মতিলাল বাবু সম্পর্কে দেবর, তারই——। যাব কি? নাঃ, যাব বলেছি একবার যেতেই হবে। ভয় ও হচ্ছে। কিন্তু আমার ত কেউ শত্রু নেই? কে আমার অনিষ্ট আচরণ করবে? প্রয়োজনই বা কি? গরিবের সঙ্গে শত্রুতা করে লাভ?

বিন্দুবাসিনীর পুনঃপ্রবেশ।

বিন্দু। বাবা, এই টাকা গুলি নেও। তোমার পথের খরচে লাগবে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্বগত) বাবা, তোমারই টাকা তোমাকে দিচ্ছি।

বিনয়। আমার টাকা আছে যে, মা! এই দেখুন। আর আমি টাকা নিয়ে কি করব, মা?

বিন্দু। তোমার ওতে কোন না কোন সময়ে উপকার হতে পারে। আমি ব্যগ্রতা কচ্ছি, বাবা, টাকা গুলিন্ নেও। ফিরিয়ে দিও না, লক্ষ্মী বাবা আমার।

বিনয়। মা, আপনি আমাকে অমন করে বলছেন্ কেন? আমি কি কখন আপনার কথা অবহেলা করেছি? মা, জ্ঞান হয়ে অবধি আপনাকেই মা বলে জানি। আপনার কথা কি কখন অবহেলা করতে পারি? এই দেখুন্, আমি টাকা গুলি নিলেম্।

বিন্দু। বাবা, তোর জন্যে আমার পোড়া মায়াটা বেড়ে উঠছে যে, বাবা! আর আমাকে এমন করে কে কথা বলবে বাবা? (রোদন)।

বিনয়। (সাশ্রুনয়নে) মা, একটু ধৈর্য্য ধরুন্। বেলা হল, আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় দিন্।

বিন্দু। তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করব, বাবা? এই আশীর্ব্বাদ করছি, যে দেব ব্রাহ্মণে যদি আমার ভক্তি থাকে, আমি যদি একমনে পতিসেবা করে থাকি, তোমার কখন কোন বিপদ হবে না, আর যদিই হয় ত থাকবে না, কেটে যাবেই যাবে।

বিনয়। মা, আমার ভয় হচ্ছে, এই বাড়ি থেকে বেরুলেই আমার কি একটা বিপদ্ হবে, কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদ কখন বৃথা হবে না। মা, তবে এখন বিদায় হই। আহা মা কথাটা কি মধুর! দেশে বিদেশে, বিপদে আপদে, রাজপ্রাসাদে কি কারাগারে, একবার মুখে উচ্চারণ করলেই মনের অর্দ্ধেক দুঃখ লাঘব হয়। (অশ্রু মুছিয়া) মা, তবে আসি।

বিন্দু। (সরোদনে) চল, বাবা, তোমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। বাবা, তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকব, বাবা, কেমন করে থাকব রে? (অতিশয় রোদন)।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

খসড়া। শরৎবাবুর বাটীর দফ্তর্খানা।

এক খানি খাতা ও এক তোড়া মুদ্রা লইয়া

ভগবানের প্রবেশ।

ভগ। (মুখবিকাশ পূর্ব্বক) আর বেঁচে সুখ নেই। দিন রাত্তির হিসেব আর পত্তর, হিসেব আর পত্তর। (উপবেশন)। একদণ্ড আয়েস ক'রবার জো নেই। বাবু কেবল কলকেতাতেই থাক্বেন্। কেবল কেতাব, খবরের কাগজ আর সভা নিয়েই আছেন। বিষয়টার দিকে একবার দেখবেন্ না। "অমুক জায়গায় দুর্ভিক্ষ, ১০০ টাকা পাঠিয়ে দেবে", "অমুকের বড় বিপদ্, ৫০ টাকা দেবে", "অমুকের স্কুলের মাইনে দেবে", "অমুকের বই কিনে দেবে", "অমুকের ঘরটা ঝড়ে পড়ে গেছে, তুলে দেবে",—লিখতেই আছেন। দিনের মধ্যে দশ খানা চিঠি লেখেন কি না, আমাদের গ্রামে অন্নাভাবে কারও যেন কষ্ট না হয়। তা আমার হাত দিয়ে যে টাকা যায়, আর কেউ হলে তাতে ঘর বাড়ি তয়ের করে নিত, আমি অনেক কালের পুরণ চাকর বলেই অধর্ম্মটা করি নে। বা মাসে ২৫।৩০ টে টাকা এদিক্ ওদিক্ করে উপরিলাভ করে থাকি। না করলেই বা সংসার চলে কিসে? মাগ ছেলেকে ত খাওয়ান চাই? তা ফি বচ্ছর বশেক্ জষ্টি মাসে গরিবদের যে জল ছোলা দিই, তাইতেই সে পাপ কেটে যায়। আর রোজ বাড়িতে বিগ্রহর সেবা হচ্ছে—জাগ্রত বিগ্রহ। তাতেও বা কোন না মাসে দু টাকা খরচ হয়। হরি—ই—ই, রক্ষা কর।

একজন লোকের প্রবেশ।

লোক। মশাই, আমার সেই হিসেবটা একবার দেখে দিলেন না?

ভগ। আজ্ঞে হাঁ, বসুন, আজই দেখে দেব। অরে ভোলা?

নেপথ্যে। আজ্ঞে—এ—এ—এ।

ভগ। অরে বোস্‌জা মশাই এসেছেন, এক ছিলিম তামাক দে যা। মিঠে-কড়া সাজিস্। আমি, মশাই, ভ্যালসা ট্যালসা ভাল বাসি নে। ওসব বাবুদের সাজে। একবার টান্‌লুম, আর সব জল হয়ে গেল। তামাক খাবে ত মিঠে কড়া খাবে।

ভোলার প্রবেশ ও তামাকু দিয়া প্রস্থান।

(উভয়ের ধূমপান।)

ভগ। কত টাকা সবশুদ্ধ, মশাই?

লোক। আজ্ঞে ১৩৪।৶০।

ভগ। দেখি। (লোকের প্রদত্ত হিসাব খাতার সহিত মিলাইয়া) হাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু মশাই, আপনি পূর ১৩০ টাকা পাবেন্। বক্রীটে আমার দক্ষিণে। বলেন ত এখনই দিই। আর তা না হলে দুমাস ঘুরতে হবে।

লোক। না, মশাই, আমার ভারি দরকার, আমার আজই চাই। আপনি ১৩০ টাকাই দিন্।

ভগ। (১৩০ টাকা দিয়া) একটা সই করে দিন্।

লোক। (সেই রূপ করিয়া ও টাকা গণিয়া লইয়া) আচ্ছা, মশাই, বাবু কি বে করবেন না? বয়েস্ ত ২৫।২৬ হবে। সুন্দর পুরুষ, টাকারও অভাব নেই। আর ভগ্নীর বেরই বা কল্লেন কি? তারও ত সমস্ত বয়েস্, ১৬।১৭ হবে শুনছি। অত বড় বন্‌কে আইবুড় রেখেছেন কেমন করে? লজ্জা করে না? এর পর তাকে বে করবেই বা কে? আপনারা বলতে পারেন না?

ভগ। বের জন্যে ভাবনা নেই। বড় মানুষের বাড়ির মেয়ে, তাতে আবার খুব সুন্দরী।

লোক। বলি তা যেন হল, তা বলে কি বুড় হলে তার বে দেবেন্ নাকি? আপনারা বলতে পারেন্ না? কি লজ্জার কথা, ১৬।১৭ বচ্ছরের আইবুড় বন্ ঘরে!

ভগ। আমরা কি বলতে কসুর করি, মশাই? তিনি বের কথা মোটে কাণে ঠাঁই দেন্ না, তার কি করব? নিজেরও না, বনেরও না। আর ঐ যে আর একটি মেয়ে আছে, তারও না। তারও বয়েস্ অনেক হয়েছে, ১৭।১৮ হবে।

লোক। আচ্ছা, মশাই, তাদের বে কত্তে ইচ্ছে যায় না?

ভগ। তারা কি আর বাবুকে বলবে, আমাদের বে দাও। বাবুও তাঁদের বের নাম গন্ধ করেন্ না, তারাও কিছু বলে না। বে থা কি জানেন, মশাই, কপালের কথা, বড়মানুষ হলেও হয় না, গরিব হলেও হয় না। ঐ যে কথায় বলে—

যার কপালে নাই কো ঘি।
ঠক্‌ঠকালে তার হবে কি ॥

লোক। (সঙ্কেত পূর্ব্বক) বলি, মশাই, সে সব কিছু নয় ত?

ভগ। আজ্ঞে না, তা কিছু নয়। সে দিকেই না। আমি এ বাড়িতে একাদিক্রমে প্রায় বার বচ্ছর চাক্‌রি কচ্ছি, তা এতটা কালের মধ্যে সে সব কিছু দেখিও নে, শুনিও নে। মেয়ে দুটি বড় ভাল। তবে একটু উচক্কা উচক্কা গোছ্।

লোক। সে কি রকম?

ভগ। এই যার তার সঙ্গে কথা কওয়া আছে। মাথায় ঘোমটা টোমটা দেওয়া নেই। তা ওসব কি জানেন্, মেয়েদের লেখা পড়া শেখার ফল। তাতে আবার বাড়িতে গিন্নি বান্নি মেয়েমানুষ ত কেউ নেই। যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ায়। তবে মেয়ে দুটি এদিকে খুব ভাল। আমার ছোট ছেলেটার যখন ভারি ব্যারাম হয়, তখন দুজনে তাকে দুবেলা দেখতে যেত, তা ছাড়া ওষুদ্ টষুদ্ খাওয়ান, বেদানা ছাড়িয়ে দেওয়া, কোলে করে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ান, সকল রকম করেছে। সে সব বিষয়ে খুব ভাল। আর দুঃখী কাঙ্গালের উপর বড় দয়া। সে দিন তাঁরা খেতে বস্‌ছেন্, এমন সময়ে জন ৩০।৩২ লোক বর্দ্ধমান অঞ্চল থেকে এসে উপস্থিত হল,—জীর্ণ শীর্ণ, তিন চার দিন অন্নাভাবে মৃতপ্রায়। তাঁরা তেখনি খাওয়া ছেড়ে উঠ্‌লেন্।

দুজন রাঁধুনীতে সব পেরে উঠবে না বলে, আপনারাও তাদের সঙ্গে যোগাড় দিলেন, তার পরে সকলের পরিতৃপ্তি রকম খাওয়া হলে, আপনারা খেতে বসলেন।

লোক। তবে ত খুব ভাল বলতে হবে। বড় মানুষের, কি কারও, ঘরে এরকম মেয়েছেলে আজকাল বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আচ্ছা, মশাই, তারা নাকি খুব লেখা পড়া শিখেছে?

ভগ। খুব। বাঙ্গালা ইংরিজি দুইই। এমন কি কেতাব পর্য্যন্ত নাকি লিখতে পারে। দুখানা কি ঐ যে মেয়েদের খবরের কাগজ আছে, বামাবোধিনী আর অবলাবান্ধব, ডাকে আসে দেখতে পাই, তাইতে নাকি মাজে মাজে লেখে।

লোক। আচ্ছা, চাল চুল কেমন?

ভগ। সে, মশাই, কেমন কেমন এক রকম। গওনা বড় একটা পরা নেই। কখন ইচ্ছে হয় দু এক খানা পরা হল, না হয় না হল। মল ত পরেই না। হাতও কখন কখন শুদু থাকে। আলতা টালতার সঙ্গে সম্পর্কই নেই।

লোক। ওঃ, তবে খ্রিষ্টানি মত, বোঝা গিয়েছে।

ভগ। আজ্ঞে না, তাই বা বলি কেমন করে? গির্জ্জেয়ও যায় না, আর বাড়িতে বসেও সুর করে, "হে প্রভু ঈশু খৃষ্ট, আমাদিগের আত্মাকে পরিত্রাণ কর, আমাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও", বলে চেঁচায় না।

লোক। (হাস্য পূর্ব্বক) আলো থেকে অন্ধকারে কি, মশাই?

ভগ। না, না, থুড়ি, ওটা বলবার ভুল হয়েছে। অন্ধকার থেকে আলোয়। তা একি কথা, উনিষ বিষ মাত্তর।

লোক। বলি, মশাই, ওরা ত্যা নয় অও নয়, তবে ওরা কি?

ভগ। তা বলতে পারি নি, মশাই, কি। আমি নিজেই বুঝি নে, তা আর আপনাকে বলব কি?

লোক। ভদ্দর লোকের বাড়ির মেয়ে ছেলে, গওনা টওনা পরে না, পায়ে আলতা দেয় না, এত ভাল কথা নয়?

ভগ। মশাই, আপনাকে আর একটা কথা বলি, শুনলে আশ্চর্য্য হবেন। কাকেও বল্‌বেন না কিন্তু।

লোক। মহাভারত, তাও কি হয়! কি, মশাই, বলুন দেখি, ঈশ্বর কাণ দিয়েছেন, শুনি।

ভগ। (মৃদুস্বরে) মশাই, বলব কি, জামা গায়ে দেয়, মোজা পরে—(অধিকতর মৃদুস্বরে)—আর কখন কখন বিবিদের মত বুট্‌ পায়ে দেয়।

লোক। (চক্ষুবিস্তার পূর্ব্বক) অ্যাঁ—্যা—্যাঃ, বলেন্‌ কি, মশাই!—জামা গায়ে দেয়!—মোজা পরে!!—বূট্‌ পায়ে দেয়!!!

ভগ। হ্যাঁ, মশাই। যাগ্‌গে, আমাদের ওসব কথায় থেকে কাজ নেই, মশাই। বড় ঘরের বড় কথা।

লোক। মশাই, আমি অবাক্‌ হয়েছি। এমন কথা আমি বাপের জন্মে কখন শুনিনি!—জামা গায়ে দেয়!—মোজা পরে!!—বূট্‌ পায়ে দেয়!!!——আচ্ছা, মশাই, বাবু নিজে লোক কেমন?

ভগ। ঐ, এক রকম। কি যে কিছু ঠিক করে ওঠবার জো নেই। তবে দান ধ্যানটা খুব আছে। দোষের মধ্যে এক রাগ। রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না। রাগ পড়ে গেলে আবার জল—একেবারে জল। সে মানুষ যেন নয়। একটু একটু পাগ্‌লামী ছেলেমাস্কিও আছে। কিন্তু এসব কথা কাকেও বলবেন্‌ না যেন?

লোক। রাম, রাম, তাও কি হয়। (উত্থান পূর্ব্বক) বলি ওপাড়ায় বাঁড়ুয্যে মশাইদের বাড়ি আজ খেমটার নাচ্‌ হবে, দেখতে যাবেন্‌ কি?

ভগ। মশাই, আমার কি যাবার সময় আছে, যে যাব? আচ্ছা, দেখি যদি ঘণ্টা খানিকের জন্যে যেতে পারি। বাবু আমাদের খেমটার নাচ্‌ টাচের উপর বড় চটা।

লোক। (সাশ্চর্য্যে) খেমটার নাচ্‌ এমন সখের জিনিস্‌, তার উপর চটা! আহা কিবে অঙ্গভঙ্গী! আর কিবে মিষ্টি গান! মন একেবারে ভিজে যায়! (সুর করিয়া) "নূতন নাগর——"

ভগ। মশাই, থাক্‌, থাক্‌, বাড়িতে মেয়েরা আছেন্‌, তাঁরা, আবার শুন্‌তে টুন্‌তে পাবেন্‌।

লোক। (সক্রোধে) মশাই, বূট পায়ে দিলে দোষ হয় না, আর একটা পেন্টার গাণ শুন্‌লেই যত মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে পড়ে? এ যে কলির উল্‌ট বিচার?

ভগ। তা না হলে আর কলিকাল বলেছে কেন।

লোক। তবে, মশাই, আমি এখন আসি, বেলা হল।

ভগ। আসুন্‌, আমিও উঠি। তামাক্‌টে আর একবার ইচ্ছে করবেন্‌ না?

লোক। মশাই, আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছে। আর তাঁমাক্‌ খাবার ইচ্ছে নেই। (প্রস্থান করিতে করিতে) জামা গায়ে দেয়!— মোজা পরে!!—বূট পায়ে দেয়!!!—হরিবল বল মন একবার। কালে কালে সব একাকার হল আর কি, কিছুই রইল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

খষড়া। শরৎবাবুর বাটীর অন্তঃপুর।

সরোজিনী ও সুকুমারী আসীনা।

সুকু। দিদি, "বোম্বাইএর পার্সিদিগের সমাজবন্ধন ও আচার ব্যবহার" বলে যে একটা নূতন বই বেরিয়েছে, তা পড়েছ?

সরোজ। না, কেমন হয়েছে?

সুকু। বেশ বই হয়েছে।—পার্সিদের মধ্যে দুঃখীদের ভরণপোষণের জন্য বড় ভাল নিয়ম আছে। হাঁা, দেখ, দিদি, দুঃখীদের কথায় মনে পড়ে গেল, তোমাকে সকলে ভাল বাসে, বলে সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আহা কি কথা থেকেই কি কথা আন্‌লেন্‌! আমি অন্নপূর্ণা, আর তুমি কি?

সুকু। (সরোজকে আলিঙ্গন করিয়া) আমি আর কি, শুদ্ধ সুকুমারী, তোমার ছোট বন্।

সরোজ। তোমার মেয়ে কেমন আছে?

সুকু। আমার মেয়ে!

সরোজ। কেন, ঐ যে বসুন্ধরার কোলের মেয়েটি, যে তোমাকে মা মা বলে ডাকে, তোমার হাতছাড়া আর কারও হাতে ওষুধ খায় না।

সুকু। সে আজ একটু ভাল আছে। কাল অবধি আর জ্বর আসে নি।

সরোজ। সুখ, দেখ, অনেক দিন তোমার দাদার কোন চিঠী পাওয়া যায় নি। মনে বড় ভাবনা হয়েছে।

সুকু। আমারি দাদা, তোমার কি কেউ নন্?

সরোজ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) আমার আর কে, বন্? আমাকে দয়া করে একটু ভাল বাসেন্ বই ত নয়?

সুকু। একটু? বরং তোমাকে আমার চেয়ে বেশি ভাল বাসেন্।

সরোজ। (সজলনয়নে) বন্, তুমি তাঁর মার পেটের ভগ্নী, আর আমি কে বল দেখি? পিতৃমাতৃহীনা বালিকা। অনুগ্রহ করে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন্। তা আমাকে যে এত স্নেহ করেন্, এই যথেষ্ট।

সুকু। তোমার, ভাই, আর কিছুতেই মন ওঠে না। আচ্ছা, দাদা বাড়ি আসুন্ আগে, দাদাকে সব বলে দেব।

সরোজ। না, না, সুখ, আমার মাথা খাস্, তাঁকে এ কথা বলিস্ নে। শুনলে তিনি মনে দুঃখ পাবেন্।

একজন দাসীর একখানা পত্র লইয়া প্রবেশ।

দাসী। দিদিঠাকুরুণরা, সরকার মশাই এই চিঠি খান্ পাঠিয়ে দিলেন্, বল্লেন্, কলকেতা থেকে এসেছে, তোর দিদিঠাক্রুণদের দিয়ে আয়।

[পত্র প্রদান পূর্ব্বক দাসীর প্রস্থান।

সুকু। এই নাও, চিঠি চিঠি করে ভাবনায় মরছিলে, তোমার চিঠি এসেছে।

(উভয়ের নীরবে পত্র পাঠ।)

সুকু। (হাস্য করিয়া) আমরা বাঁদরের বংশে জন্মেছি কি না, এই নিয়ে সভায় তর্ক! ওমা, কোথায় যাব! ওমা, কোথায় যাব!

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) চুপ কর্ না, বন্, একটু। আগে চিঠি খানা সব পড়ে নিই, তার পর যত পারিস্ হাঁসিস্ এখন।

(পুনরায় পত্র পাঠ।)

সুকু। (ওষ্ঠ ফুলাইয়া) দাদা আমাকে পাগ্‌লী বলেছে। আচ্ছা, দাদা বাড়ী এলে দাদার সঙ্গে কথা কইব না। আমি বুঝি পাগ্‌লী?

সরোজ। (হাস্যপূর্ব্বক সুকুমারীর গাল টিপিয়া) তোকে ভাল বাসেন বলেই বলেছেন।

সুকু। তোকেও ত ভাল বাসে, তোকে তবে পাগ্‌লী বলে নি কেন? হুঁ—উ—উ—উ।

(পুনরায় উভয়ের পত্র পাঠ।)

সরোজ। (পত্রপাঠান্তর স্বগত) "নিত্য শুভানুকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা, শরৎকুমার দত্ত", "নিত্য শুভানুকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা"! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।

সুকু। তুমি কি ভাবছ, দিদি?

সরোজ। ভাবব কি, বন্? আচ্ছা, এ চিঠির কি উত্তর দেব বল দেখি?

সুকু। কথাটা ভাঁড়ালে বুঝি? তুমি আমাকে সব কথা খুলে বল না কেন, দিদি? হ্যাঁ, দিদি, আমি কি তোমার পর?

দাসীর পুনঃপ্রবেশ।

দাসী। ওগো দিদিঠাকরুণ্‌রা—হিঃ হিঃ হিঃ।

সরোজ। কি, ঝি, হয়েছে কি? অত হাঁসছ কেন?

দাসী। হিঃ হিঃ হিঃ। এক জন ঘটকী—হিঃ হিঃ হিঃ।

সুকু। হাঁসির রকম দেখ, হয়েছে কি বল্ না?

দাসী। হিঃ হিঃ হিঃ। ওগো ছোট দিদিঠাকরুণের বের সমন্দ এসেছে! হিঃ হিঃ হিঃ।

সুকু। মরণ আর কি। হেঁসে গেলেন।

সরোজ। (হাস্যপূর্ব্বক) কার সঙ্গে ?

দাসী। ওগো, আনরপুরের মতিলাল দের সঙ্গে। তার একটা বে আছে, হিঃ হিঃ হিঃ।

সরোজ। এ সম্বন্ধ আনলে কে ?

দাসী। হিঃ হিঃ হিঃ। আমার হাঁসতে হাঁসতে শাড়ী ছিঁড়ে গেল, মা! এক মাগী ঘটকী এনেছে। আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি।

দাসীর প্রস্থান ও ঘটকীকে সঙ্গে লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

সরোজ। কার সঙ্গে সম্বন্ধ, বাছা ?

ঘটকী। আনরপুরের জমীদার মতিলাল দের সঙ্গে। খুব বড় মানুষ, অনেক দেবে থোবে।

সরোজ। তাঁর এক স্ত্রী আছে না ?

ঘটকী। তা থাকুক্ না কেন ? (সুকুমারীকে নির্দ্দেশ করিয়া) তিনি ওঁরই হবেন্। তিনি অমন সোন্দর যুবো মাগ ছেড়ে কি আর একটা আদ-বুড়ো মাগীকে নিয়ে লীলে-খেলা করবেন্ ?

(সরোজিনী ও সুকুমারী লজ্জাবনতমুখী)।

দাসী। হিঃ হিঃ হিঃ। হ্যাঁ গা, তোমাদের বাবুর বয়েস্ কত গা ? আর দেখতে কেমন গা, ঠিক কার্ত্তিক ঠাকুরের মত না ? হিঃ হিঃ হিঃ।

ঘটকী। আ মর্, কেরে এ মাগীটে ? এত হাঁসে কেন ? মতিলাল বাবুর বয়েস্ না হয় একটু বেশি হয়েছে, আর না হয় তিনি দেখতে একটু কাল। তাতে কি এসে যায় ? যে ইন্দিরের মত টাকা আছে, একবার হুঁ কল্লে কত গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে লোকে নিজে এনে তাঁর পায়ে সেধে দে যায়।

সরোজ। (উঠিয়া, সুকুমারীকে দক্ষিণবাহু দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক) বাছা, তোমার বাবুকে বল, যে তাঁর মত একশ মতিলাল দের একশটা বিষয় এনে দিলেও আমার সুকুমারীর পায়ের একটা আঙ্গুলের দাম হয় না।

ঘটকী। তুমি ওঁর কে হও, বাছা ?

সরোজ। (সগর্ব্বে) আমার ছোট বন্।

ঘটকী। শুহ্ বন্, এইতেই, বাছা, এত গুমোর, না জানি ওঁর দাদা হলে কি কত্তে।

দাসী। তিনি হলে তোমাকে গলা টিপে বাড়ি থেকে বার করে দিতেন্।

ঘটকী। (উঠিয়া—সক্রোধে) আমি ঘটকী, আমার রাজা রাজ্ড়ার বাড়ি পর্য্যন্ত যাওয়া আসা আছে, আমার এমন অপমান? আমি চল্লেম, কিন্তু এ ঝুড়ির কক্খন ভাল হবে না। মতিলাল বাবু এমন নন্, দিন দশ বারর মধ্যে যদি তিনি তোমাদের চোকের জলে নাকের জলে এক না করেন, আমি বামুনের মেয়ে নই।

[সরোষে প্রস্থান।

দাসী। আমার সুমকে তুই ওঁদের শাপ দিস্, তোর এত বড় আস্পদ্দা? ডাঁড়া, মাগী, ডাঁড়া, তোর মাথায় ঘোল ঢেলে তোকে গঙ্গা পার করে দেব। ডাঁড়া না, মাগী, তোকে ঝাঁটাপেটা করি একবার। অরে অ মাগী—ঈ—ঈ।

[দাসীর প্রস্থান।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) মতিলাল বাবুকে বে করবি?

সুকু। কেন, তুমি কর গে না।

সরোজ। আচ্ছা তোর তাকে না মনে ধরে, আর একটা না হয় খুঁজে এনে দিইগে চল্। তার জন্যে আর এত দুঃখ কেন?

সুকু। তোকে যদি না বড্ড ভাল বাসতেম, দিদি, ত তোর সঙ্গে আজ ঝকড়া কত্তেম।—কিন্তু আমার বড় ভয় হচ্ছে, ঘটকী যে শাসিয়ে গেল।

সরোজ। হ্যাঃ, ঘটকীরা, অমন বলে থাকে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতার এক প্রান্তে এক রাজপথ।

এক বৃক্ষতলায় একজন পাহারাওয়ালা এবং একজন নাগরিক উপবিষ্ট।

পাহা। আরে, ভাই, সব নসীবকা বাত হৈ। যিস্‌কো কিসেন্‌জি দেতেঁ-হৈঁ উস্‌কো মিলতা হৈঁ। যিস্‌কো নাহি দেতেঁ হৈঁ উস্‌কো নাহি মিলতা হৈঁ। ললাটকা লিখন্‌।

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। বেশ হয়েছে। এই পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করি। পাহারাওয়ালাজি এই কি কলিকাতা যাবার পথ?

পাহা। (বিনয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) কাহে জি?

বিনয়। আমি আনরপুর থেকে আসছি—কলিকাতায় কর্ম্মের চেষ্টায়।

পাহা। (চিন্তাপূর্ব্বক) হুঁ। আপকা পাস্‌ কুছ্‌ রুপেয়া হৈ?

বিনয়। কেন?

পাহা। (নাগরিককে সঙ্কেতপূর্ব্বক) অব্‌ কলকেত্তামে যানেকা হুকুম নহী হৈ, লেকেন্‌ যো যো আদ্‌মি দোঠো করকে রুপেয়া দে সেক্তা, উসিকো যানেকা ইক্‌ত্যার হৈ। কোম্পানি বাহাদুরকা হুকুম, হাম ক্যা করেঁ?

বিনয়। গবর্ণমেণ্ট এই টাকা নিয়ে কি করবে?

পাহা। আরে ভাই উয়হ্‌ বড়া মজেকা বাত হৈ। কোম্পানি বাহাদুর ওহি রুপেয়ামে বান্দরকা নাচ দিলাওএগা।

বিনয়। (সবিস্ময়ে) গবর্ণমেণ্ট বাঁদরনাচ দেবে!

পাহা। হাঁ, বাবু, হাম ক্যা ঝূটু বোলতে হৈঁ?

বিনয়। আচ্ছা, কি রকম বাঁদরনাচ হবে?

পাহা। শুনিয়ে। চৌরিঙ্গিকা ময়দানমে বড়ে বড়ে বাঁশ গাড়তে হৈঁ।

বিনয়। তাতে কি হবে ?

পাহা। উস্‌কা উপর বান্দরকা নাচ্ হোগা।

বিনয়। বাঁশের উপর বাঁদরনাচ! এ বাঁদর কোত্থেকে আনলে ? আর নাচাবে কে ? বাঁশের উপর বাঁদরনাচ !

পাহা। হাঃ হাঃ হাঃ। বড়ী মজেকা বাত হায়, বাবু সাহেব, বড়ী মজেকা বাত। উয়হ্ যো জষ্টিস্ বাবুলোক হৈঁ, মিউনিসিপিলি না ক্যা তো কহতা হৈঁ, ওহি লোগকো বাঁশকা উপর নাচনে হোগা। অওর ওহি লোককো সব ঐকঠো করকে ঝুম্ বনায় দেগা। অওর হরেক ঝুম্‌মে এক একঠো রশি বাঁধা রহেগা। জষ্টিস্ বাবুলোক সব যব বাঁশকা উপর উঠকে নাচেগা, নিচুসে রশি খিঁচকে উন্ লোগকো ইধর উধর ঘুমাওএগা।

বিনয়। কলিকাতার জষ্টিস্ বাবুদের বাঁশের উপর উঠে বাঁদরনাচ নাচতে হবে ! আচ্ছা, নাচাবে কে ?

পাহা। ছোটা লাট্ সাহের ডুম্বুরি বাজাওএঙ্গে, অওর যেসা যেসা করণে হোগা, চিল্লায়কে কহেঙ্গে। অওর উয়হ্ যো চেয়ারমান্ সাহেব হৈঁ, ওহি সাহেব এক হাতমে রশি পাকড়েঙ্গে, অওর দোসরা হাতমে চাবুক লেঙ্গে।

বিনয়। জষ্টিস্ বাবুদের চাবুক মারবে না কি ?

পাহা। নহী, বাবু সাহেব, উয়হ মারেঙ্গে নহী, চাবুকসে আওয়াজ্ করকে উন লোগকো ডর দেখলাওএঙ্গে। যেসা বান্দরকা নাচমে করতা হৈ। আওয়াজ শুননেসে বাবুলোক অচ্ছীতরহ্‌সে নাচেগা।

বিনয়। আচ্ছা, তুমি এসব শুনলে কোথায় ?

পাহা। লক্ষ্মীবারমে ক্যা যো একঠো বাজারকা কাগজ ছাপা যাতা হৈ, উসীকা মালিক হামকো কহেঁ হৈঁ।

নাগ। (জনান্তিকে) অরে, সত্যি নাকি রে ?

পাহা। (জনান্তিকে) হাঁ সব্ সচ্ হৈ, খালি রুপৈয়াকা বাত ঝুট হৈ। দো রুপৈয়ামেসে তোমকো একঠো দেঙ্গে।

বিনয়। সব জষ্টিস্ বাবুদের কি বাঁদর সাজতে হবে ?

পাহা। হাঁ, দো তিনঠো বাবু ছোড়কে সবহিকো নাচনে হোগা।

বিনয়। সে দু তিন জন কে কে ?

পাহা। উয়হ্ সব আদমিকা নাম হমারা ইয়াদ্ নহী হৈ। খালি এক আদমিকা নাম ইয়াদ্ হৈ—কিসেন্‌দাস বাবু।

বিনয়। কৃষ্ণদাসবাবুকে নাচতে দেবে না কেন?

পাহা। চেয়ারমান্ সাহেব উন্‌পর গোস্‌সা কিয়া। ওহি বাবুকা বড়া ছোটা নজর হৈ। যঁহা চেয়ারমান্ সাহেব দশ হাজার রুপৈয়া খরচ করণে চাহতেঁ হৈঁ, উয়হ্ বাবু কহতা হৈ, দোহাজারমে হোগা। চেয়ারমান্ সাহেব যব টেক্‌স যাস্তি করণে মাংগতেঁ হৈঁ, উয়হ্ কহতা হৈ, এত্তা টেক্‌সকা কুছ্ দরকার্ নহী হৈ। ইয়হ্ কৈসা ছোটা নজরকা বাত হৈ? সাহেবলোক যো কহতেঁ হৈঁ, ওহি করণা মুনাসীব হৈ।

নাগ। অরে বাবু সবে পাড়াগাঁথেকে এসেছেন, কলকাতার কিছু ত জানেন্ না, বাবুকে একবার কিরকম নাচ হবে দেখিয়ে দেনা।

পাহা। আচ্ছা, দেখলাতে হৈঁ। (উত্থানপূর্ব্বক, কটিবন্ধের কিয়দংশ উন্মুক্ত করিয়া) আপ্ এইঠো হমারা ঝুম্‌কা মাফিক্ পাকড়িয়ে। (বিনয় সঙ্কুচিত)। আপকো ডর ক্যা হৈ, আপ পাকড়িয়ে। (বিনয়ের তথাকরণ)। য়হাঁ তো বাঁশ হৈ নহী, হাম রাস্তাকা উপর নাচেঙ্গে, লেকেন্ বাঁশ হোনেসে অচ্ছা হোতা। (নাগরিকের প্রতি) আরে তোম্ একঠো চাবুক অওর একঠো বাজা লা সেক্‌তে হো?

নাগ। হাঁ, ঐ যে কাছে একটা আস্তাবল আছে, ঐখানে দেখি যদি পাই।

প্রস্থান এবং একগাছা চাবুক ও একটা ডুম্বুরি লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

নাগ। পেয়েছি রে, পেয়েছি।

পাহা। বাবু আপ্ হমারা ঝুম্ ঠিক রখিয়ে। হাম তো অভি জুষ্টিস্ বাবু হুয়া। লেকেন্ ঝুম্‌মে চোট্ লাগনেসে জুষ্টিস্ বাবুলোক বড়া খাফা হোতা। (নাগরিকের প্রতি) তোম, ভাই, ইধর উধর আঁখ রক্‌খো। সার্জ্জন সাহেব ওহেব কোই আওয়ে তো হাম্‌কো জলদি বোলো।

নাগ। তোর কিছু ভয় নেই, তুই নাচ্।

পাহা। (নৃত্য ও গীত)। আরে বড়া ভালা নাচ্ হোতা হৈ—জুষ্টিস্

বাবুলোগকো নাচ্—বড়া মজেঁদার নাচ্—বকসীস্ দিজিয়ে সব বাবু সাহেব—বড়া ভালা নাচ্——

নাগ। (সভয়ে) ওরা সার্জ্জন আসছে, পালা, পালা।

[সকলের পলায়ন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—রাজপথ।

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। আর হাঁটতে পারিনে, এই যে সম্মুখে এক খানা খোলার ঘর দেখছি, দেখি যদি এই খানে খানিক বোস্তে পাই। (গৃহের সন্নিকটস্থ হইয়া) কেউ বাড় আছেন্ গো?—কৈ, কেউ যে কিছু বলে না।

গোপীনাথের প্রবেশ।

গোপী। (স্বগত) এই যে ছোঁড়াটা এই দিকেই আসছে দেখছি, তা ভালই হয়েছে। (প্রকাশ্যে) কিগো দুখুর বেলা এত চেঁচামেঁচি কচ্ছ কেন?

বিনয়। মহাশয়, আমি একজন বিদেশী। এখানে কোথায় বাসা পাওয়া যেতে পারে, আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দিতে পারেন্?

গোপী। তুমি ত বড় বোকা হে। এ কলকেতার সহর, যেখানে কথায় বলে কড়ি দিলে বাঘের দুদ্ মেলে, তুমি একটা বাসা খুঁজে পেলে না?

বিনয়। (বিনীত ভাবে) আমি এই প্রথম এখানে এসেছি, এখানকার কিছুই জানি নে।

গোপী। তোমার সঙ্গে কিছু টাকা কড়ি আছে?

বিনয়। হ্যাঁ, এই এক খানা ২০ টাকার নোট, আর এই ২৷৵৫ পয়সা আছে।

গোপী। এ সহরে বড় জোচ্চোরের ভয়। কথায় বলে "আজব সহর কলকেতা"। ও নোট, টাকা, পয়সা সব আমার ঠেঁয়ে দাও। কি জানি কে কখন তোমাকে ভাল মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নেবে। (বিনয়ের তথাকরণ।) (স্বগত) এটা আমার উপরি। (প্রকাশ্যে) আর তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমাকে আমাদের বাড়িতে জায়গা দেব এখন, এই সুম্‌কে আমাদের বাড়ি। কোন ভাবনা চিন্তা নেই। আমাদের বাড়িতে যত দিন ইচ্ছে থেক, কিচ্ছু খরচ টরচ লাগবে না।

বিনয়। আপনার কাছে, মহাশয়, কত যে বাধিত হলেম তা বলতে পারি নে।

গোপী। আচ্ছা, এস এখন। (স্বগত) তোমাকে বাধিত করবার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছি।

গোপী। (অগ্রসর হইয়া) বলি, ও মামা, মামা কোথা গেলে গো? অ মামা—আ—আ?

কেনারামের প্রবেশ।

কেনা। আরে খুড়ো যে, এস, বাপ্, এস। কোলাকুলি করি এস। (উভয়ের আলিঙ্গন)। বলি সঙ্গে কি ?

গোপী। গাছের পাতা।

কেনা। কচি না শুক্‌ন ?

গোপী। কচি,—একেবারে।

কেনা। বলি, নিংড়ুলে কিছু রস টস্ বেরোয় ?

গোপী। হুঁ। (বিনয় কর্ত্তৃক দত্ত মুদ্রাদি প্রদর্শন।)

কেনা। আরে, ভ্যালা মোর বাপ্‌রে। (পুনরায় আলিঙ্গন)। চিরজীবিনী হও, হাতের নো ক্ষয় যাক্, এমনি রস রোজ নিংড়ও! (বিনয়কে উদ্দেশ পূর্ব্বক) তবে আর কেন ?

গোপী। আছে দরকার। (কেনারামের কর্ণে কথন)।

কেনা। (জনান্তিকে) ছোঁড়াটা একদৃষ্টে আমাদের বাগে চেয়ে রয়েছে দেখ।

বিনয়। (স্বগত) ওদের কথার ত কিছু মানে বুঝতে পারি নি। গাছের পাতা টাতা ত কই, কিছু সঙ্গে করে আনে নি? আর, একজন ডাকছে মামা বলে, একজন বলছে খুড়। এই বা কি রকম সম্পর্ক?

গোপী। কিহে, ভাবছ কি?

বিনয়। (চকিত ভাবে) আজ্ঞা না, কই এমন কিছু নয়।

গোপী। হ্যাঁ, তুমি কিছু একটা ভাবছিলে। আচ্ছা, আমি তোমার মনের কথা গুণে বলব? কেমন বলি?

বিনয়। (কুতূহলের সহিত) আচ্ছা বলুন দেখি!

গোপী। ভাবছিলে কচি পাতার মানে কি, আর আমাদের দুজনের মামা খুড় সম্পর্ক হল কি করে। কেমন এই কি না?

বিনয়। (সাতিশয় আশ্চর্য্যের সহিত) তাই ত! আপনি কি করে টের পেলেন্?

গোপী। এই ত বাবা, এত ছেলের হাতে মোয়া নয়।—দেখ, আমরা একটা বিদ্যে জানি, সেই বিদ্যেটা যদি তুমি শেখ, তুমিও আমাদের মত লোকের মনের কথা গুণে বলতে পারবে। আর চিরকাল সুখে থাকবে। কেমন শিখবে?

বিনয়। (অর্দ্ধসন্দিগ্ধ চিত্তে) সে কি রকম?

গোপী। আচ্ছা, শিখবে, শিখবে।

কেনা। সবুরে মেওয়া ফলে। (গোপীনাথের প্রতি) তাড়াতাড়ি করনা, বাপ্। সব ফস্কে যেতে পারে। দু একদিন মাটী ভিজতে দেও, তার পর চাস দিও।

গোপী। (কেনারামের প্রতি) আমি তত বোকা নই।

বিনয়। আচ্ছা, আপনাদের মামা খুড় সম্পর্ক কি করে হল?

গোপী। (হাস্যপূর্ব্বক) আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। তবে ওগুল আদরের বুলি।

বিনয়। এক জন বলে মামা, আর এক জন বলে খুড়, এ আদরের বুলি!

গোপী। ও কলকেতায় রেওয়াজ্ আছে। তাতে কোন দোষ নেই। আদরের বুলি বই ত নয়? ওসব এখানে চলে। এত তোমার পাড়াগাঁ নয়?

আমাদের এখানে মামা কি খুড় একটা কিছু বলে না ডাকলে, আদরই হয় না, তুখোড় ইয়ারকিও চলে না। মামা খুড় সম্পর্ক দূরে থাক্, কোন কোন বাবুরা নিজের বাপকেই কত সময়ে কত কি বলে ডাকে।

ফেনা। আরে, তবে সে কথাটাও বলে নিই। আজকাল মেগে ভাতারের নাম ধরে ডাকে। এই যেমন মনে কর, আমার নাম ফেনা, তা আমার মাগ আমাকে ডাকবে (বিকৃতস্বরে) "ফেনু, ও আমার ফেনু, একবার এই দিকে আয়ত রে"। আমাকে তখনি গিয়ে হাজিরি দিতে হবে। যদি একটু দেরি হয়, তা হলেই বিভ্রাট্। মাগবাবুটি রাগ করে গোঁ। হয়ে বসে আছেন, আর চোক্ ছল্ ছল্ কচ্চে। সে আবার গুরু মান, ভাঙ্গতে কম সাধ্যি সাধনা লাগে না।

বিনয়। (সহাস্যে) কলিকাতায় কি সকল স্ত্রীলোকই স্বামীর নাম ধরে ডাকে?

ফেনা। সকল মাগীর কি সোয়ামী আছে, যে আদর করে সোয়ামীর নাম ধরে ডাকবে? সিকি মেয়েমানুষের সোয়ামী মোটেই নেই। পটল তুলেছেন্। আর বাকী বার আনার আট আনার সোয়ামী থেকেও নেই।

বারমুখ। অমরাবতীতে দিনরাত্তির সুখ লোটেন্। আর তাঁদের স্ত্রীরা——

বিনয়। বাকী চার আনার কি সকলেই স্বামীর নাম ধরে ডাকে?

ফেনা। উঁহুঁ। এই আমাদের বেশি ইংরিজি পড়া বাবুদের ভাল বাসার মেগেরা।

গোপী। আরে আমাদের সেই গানটা একবার শুনিয়ে দিই আয়।

ফেনা। সাদা চোকে আর শুকন গলায়, বাবা, কোন শালা গান গাইবে?

গোপী। আরে ছি বাবা, আদ্ ঘণ্টা অন্তর আরম্ভ করে যে? অত রূপর চাক্তি কই?

গীত।

রাগিণী কালাংড়া—তাল জলদ তেতালা।

কল্‌কেতার কথা কইতে গেলে অবাক্ হতে হয়।
জোচ্চুরি বাটপাড়ি যত হুজুগে আছে পরিচয়॥

নূতন বলিব কত, দৃষ্টান্ত শত শত, বুঝি এ কলি-
মাহাত্ম্য, বেদবাক্য মিথ্যা নয় ॥
মা বাপের পরিবার, পিতা কেবল জন্ম দেবার, বড়
দয়া হলে পরে গুদাম ভাড়া দেন—বাক্‌ছলে কি
কৌশলে প্রতিশোধ তার নেন্—ইংরাজি লেখা
পড়ার ফল কি এই হয় ॥
বল কবে শুনেছ কে, স্ত্রী স্বামীর নাম নে ডাকে,
স্বামী আবার করযোড়ে দণ্ডায়মান রয়—বিধাতার
আশ্চর্য্য সৃষ্টি কলিকাতায় হয়—অদৃষ্টের লিখন
এযে এড়াবার নয় ॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, এক রাজপথ ও তদুপরিস্থ পুস্তকালয়।

শরৎকুমার বাবুর প্রবেশ।

শরৎ। আমাদের শিক্ষিত যুবকদের যত্ন, অধ্যবসায়, তেজ, দেশহিতৈষিতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করলেই একেবারে অন্তর্ধান হয় কেন? এক প্রণয়ই সব গ্রাস করে। প্রণয়ই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করলে। আচ্ছা, দেখি এই প্রবল শত্রুর বিপক্ষে আমি কতদূর করে উঠতে পারি। আমাদের সভায় "প্রণয় অসংখ্য অনিষ্টের হেতু, অতএব জ্ঞানীলোকের সর্ব্বতোভাবে বিবর্জ্জনীয়", এই নামে ত আপাততঃ একটি রচনা পড়ব সংকল্প করেছি। এবিষয়ে যত বই আছে সব পড়ে দেখতে হবে। দেখি এই দোকানটাতে এ রকম কোন বই আছে কি না। (পুস্তকবিক্রেতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক) আপনার দোকানে প্রণয়ের বিষয়ে কোন বই আছে?

পু-বি। এই নিধির টপ্পা গোছ্? না, মশাই, আমাদের দোকানে স্কুলের বইই আছে। অন্য বই বড় নেই। এসব স্কুলের কাছের দোকান দেখতে পাচ্ছেন্ না? এই "বস্তুবিচার" আছে, "ভূগোলবিবরণ" আছে, "পাটীগণিত" আছে, "চরিতাবলী" আছে, "চারুপাঠ" আছে, "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" আছে, "রামের রাজ্যাভিষেক" আছে——

শরৎ। (হাস্যপূর্ব্বক) না, মহাশয়, আমার ও সব বই আবশ্যক নেই। প্রণয়ের বিষয়ে কোন বই নেই? দেখুন দেখি ভাল করে, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন।

পু-বি। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) মশাই, এই খানা দেখুন্ দেখি, আপনার পছন্দ হয় কি না। এখানার নাম "প্রণয় পরীক্ষা"।

শরৎ। "প্রণয় পরীক্ষা"! দিন্, দিন্, আমি তাই চাই। (পুস্তক খানি দেখিয়া, সবিষাদে) এঃ, এখানা একখানা নাটক যে! আমার যা প্রয়োজন, এসব বয়ে তা বড় পাওয়া যায় না। এ পড়ে লাভ কি? (প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত)।

পু-বি। আচ্ছা, মশাই, একবার পড়েই দেখুন্ না কেন, ভাল কি মন্দ, দাম্ ত আর বেশি নয়।

শরৎ। কত?

পু-বি। আজ্ঞে ২ টাকা মাত্র।

শরৎ। বয়ে লেখা রয়েছে ১ টাকা, আর আপনি চাচ্ছেন্ ২ টাকা?

পু-বি। ও বই সব বিকিয়ে গেছে। কেবল আমার দোকানে দুখানা ছিল। তা কাল এসে এক জন ১৸৹ দিয়ে এক খানা কিনে নিয়ে গেছে, এই খানাই বাকী আছে। তা আমি এ খানাকে ২ টাকার কম ছাড়ব না। খদ্দেরের অভাব কি? আর দুদিন থাকলে ও বই খানা তিন টাকা দামে বিকোবে। খুব ভাল বই।

শরৎ। আচ্ছা, আমি আর এক দোকান দেখে আসি। (গমনের উপক্রম)।

পু-বি। বলি, একটু দাঁড়ান্ না, মশাই। দর কল্লেন্ না কিছু না, একেবারেই চলে যাচ্ছেন্। একটা দরই করুন্। ১৸৹ দিতে পারবেন, ১৸৹? ১৷৷৹, বলি ১৷৷৹ দেবেন্? দিন্ গে মশাই, ১ টাকাই দিন্, যা লেখা আছে তাই দিন্। আজ সকালে কার মুখ দেখে যে উঠে ছিলেম, তা বল্‌তে পারিনে। ১ টাকায় কেনা, ১ টাকাতেই বেচতে হল। একটি পয়সা ব্যাপার করতে পারলেম না। দিন্, মশাই, দাম দিন্।

শরৎ। আচ্ছা দিচ্ছি। (উপবেশন পূর্ব্বক পুস্তক দর্শন)।

পু-বি। হাঁ, মশাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনার বে হয়েছে?

শরৎ। (বিস্মিত ভাবে) কেন?

পু-বি। না, বলি তাই জিজ্ঞেস কচ্ছি। আমি এই দশ বচ্ছর বয়ের ব্যবসা কচ্ছি, বরাবর দেখে আসছি, যাদের বে হয় নি, তারাই এই সব বই বেশি খোঁজে।

শরৎ। (স্মিতমুখে) কেন বলুন, দেখি ?

পু-বি। ওর আর কেন কি ? যতক্ষণ না জিনিস্‌টে পাওয়া যায়, ততক্ষণ বড় ভাল আর বড় মিষ্টি বলে বোধ হয়। কিন্তু পেলে আর সে ভাব থাকে না। উলটে তার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে উদ্ধার পেলেও ক্ষতি বোধ হয় না।

শরৎ। (হাস্য পূর্ব্বক) ঠিক বলেছেন্। প্রণয়ের বিষয়ে আমার ও কতকটা তাই মত। (পুস্তকের মূল্য প্রদান ও মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ।)

রক্তাক্তকলেবরে বিনয়ের বেগে প্রবেশ।

বিনয়। (শরৎকুমারের পদতলে পতিত হইয়া) মহাশয়রা, আমাকে রক্ষা করুন্—মহাশয়রা, আমাকে রক্ষা করুন্ !

শরৎ। (ব্যস্তভাবে) কেন, কেন, কি হয়েছে, আপনি কে ?

নেপথ্যে। ধর চোর, ধর চোর। পক্‌ড়ো উস্‌কো।

বিনয়। (উঠিয়া) মহাশয়, আমি চোর নয়, আমি চোর নয়। আমি যে বাসায় থাকতেম, সেই বাসার দুজন লোক চুরি করেছিল। পাহারাওয়ালারা এসে তাদের ধরে। আমি ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেম, আমাকে ধরে ফেলে তাদের লাঠির বাড়ি বড় মেরেছে, আমি কোন মতে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেছি। ঐ সব আবার ধরতে আস্‌ছে। মহাশয়, আর দৌড়ুতে পারি নে, রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্! (পুনরায় শরতের পদতলে পতন)।

শরৎ। (বিনয়কে উঠাইয়া, সন্দিহানভাবে) আপনি চোরেদের বাসায় ছিলেন কেন ? কত দিন ছিলেন ?

বিনয়। অল্প দিনই। আমি তাদের চোর বলে জান্তেম না।

নেপথ্যে। এই যে বেটা এই খানে আছে, এই যে বেটা এইখানে আছে, ধর চোর, ধর চোর।

বিনয়। (ভয়ার্ত্তস্বরে) মহাশয় আমাকে রক্ষা করুণ্ ! (অশ্রুমোচন পূর্ব্বক) আমার কেউ নেই। জগদীশ্বর আপনার ভাল করবেন। আমি যদি দোষ করে থাকি বিচারে প্রমাণ হয়, আমার যথাবিধি শাস্তি হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু বিচারের আগে যেন না পুনরায় আমাকে এরকম মার খেতে হয়। দেখুন, আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে।

শরৎ। আপনাকে ভদ্রলোক বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু ভদ্রই হোন্ আর অভদ্রই হোন্, বিচারের আগে আপনার গায়ে হাত দেবার কারও ক্ষমতা নেই।

দুইজন পাহারাওয়ালা, একজন সার্জ্জন ও অনেক গুলি লোকের প্রবেশ।

সকলে। ধর বেটাকে, ধর বেটাকে।

(সার্জ্জনের বিনয়কে ধৃত করিয়া প্রহার করিবার চেষ্টা। শরৎকুমারের নিজশরীর দ্বারা বিনয়কে রক্ষা করণ। পুস্তকবিক্রেতার সভয়ে পুস্তকালয়ের দ্বার বন্ধকরণ ও অন্তরাল হইতে দর্শন। অন্যান্য সকলের ইতস্ততঃ ধাবন।)

শরৎ। মারো মৎ। মারনেকা তুম্‌হারা কুছ্ ইক্‌ত্যার নহী হৈ। উসকো থানামে লে যানে মাংগো, লে চলো।

সার্জ্জন। চুপ্ রহ, তু সুয়র, কুত্তাকা বচ্চা।

(শরৎকুমারের মুখে সবলে দণ্ডাঘাত, ও পুনরায় বিনয়কে ধৃত করিবার চেষ্টা।)

শরৎ। কি আমাকে? (ক্রোধান্ধ হইয়া সার্জ্জনের হস্ত হইতে তাহার দণ্ড কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহাকে গুরুতর প্রহার। পাহারাওয়ালাদিগের সার্জ্জনের সাহায্যে আগমন ও শরৎকুমার কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়া ভূমিতে পতন। পাহারাওয়ালাদিগের বেদনা-সূচক আর্ত্তনাদ।)

সার্জ্জন। (পাহারাওয়ালাদিগের প্রতি) নিমক্‌হারাম, সুয়র!

(পুনরায় শরৎকুমারকে আক্রমণ।)

শরৎ। (পদাঘাত দ্বারা সার্জ্জনকে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) সাদা চামড়া দেখে লোকে আর ভয় করে না, জানিস্ নে নরাধম, পশু? (বিনয়ের প্রতি) আসুন আপনি আমার সঙ্গে, আপনার কোন ভয় নেই। (বিনয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান)।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, কলুটোলা, মতিলাল বাবুর বাসাবাটী।

মতিলাল ও বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

মতি। তুই অবশ্য এর কিছু না কিছু জানিস্। তুই না বলে দিলে ছোঁড়াটা টের পাবে কেমন করে? তুই জানিস্ আর আমি জানি, ত্রিভুবনে একথা আর এক প্রাণী ত জানে না? তুই না বলে দিলে ছোঁড়া এত সন্ধান পেলে কি রকমে? আর এমন ভাবে চিঠি লিখবেই বা কেন?

বিন্দু। মা জগদম্বা জানেন্!

মতি। তুই আমাকে বোকা বোঝাতে চাস্ নাকি? (ভঙ্গী পূর্ব্বক) এখন আর সেকাল নেই, যে দেবতারা রাতারাতি এসে স্বপ্ন দে যাবে, অমুক গাছতলায় এত টাকা পোতা আছে। এখন আর সে কাল নেই। ইংরেজ নেকড়ের দপদপানিতে দেবতারা পর্য্যন্ত দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। তুই অবশ্য বিনেটাকে বলে দিয়েছিস্। বল্ সত্য করে, তা না হলে তোকে কেটে ফেলব।

বিন্দু। (ক্রন্দন করিতে করিতে) হ্যাঁ গা, আমার উপর কি তোমার সন্দ হয়? আমি কি এমন কাজ কখন কত্তে পারি? তুমি আমার স্বামী, পরম গুরু, তোমার কথা আমি পরকে বলব? আবার কথা বলে কথা? সব্বনেশে কথা! যা জজ্ মাজিষ্টরের কাণে গেলে তোমাকে ধরে ম্যাদ খাটাতে পারে? বাবারে, মনে হলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তোমার স্ত্রী হয়ে এমন কাজ কখন কত্তে পারি? এও কি সম্ভব?

মতি। তবে এ কথা প্রকাশ হল কেমন করেরে, মাগী?

বিন্দু। (অশ্রু মুছিয়া) তা আমি কেমন করে জানব? আচ্ছা, একটা কথা বলব, রাগ করবে না?

মতি। বল্।

বিন্দু। গোড়াগুড়িই কাজটা বড় ভাল হয় নি। চিরকাল কি মন্দ

কথাটা লুকন থাকে? একদিন না একদিন আপনা হতেই বেরিয়ে পড়ে। কাকেও বলে দিতে হয় না।

মতি। (সক্রোধে) পাজি, নচ্ছাড় মাগী, এত বড় তোর বুকের পাটা? আমার সুমন্‌কে তুই আমার নিন্দে করিস্? (বিন্দুবাসিনীকে পদাঘাত ও বিন্দুবাসিনীর ভূমিতে পতন)।

বিন্দু। (উঠিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) আমার দোষ হয়েছে, মাপ কর। বোকা মেয়েমানুষের জাত, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। (চক্ষু মুছিয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক) তোমার কি পায়ে লেগেছে?

মতি। আমার পায়ে লাগে নি, তুই এখন যা।

[বিন্দুবাসিনীর প্রস্থান।

মতি। (পরিক্রমণ করিতে করিতে—চিন্তিত ভাবে) কি করি, ৮০০০ টাকা, কম ত নয়। আচ্ছা, ছোঁড়াটাত কোনরকম প্রমাণ দিতে পারবে না? তবে আমার এত ভয় কেন?—তবু কি জান, একটু খানি বিষও বিষ। কবে যে কি মূর্ত্তি ধরে বস্‌বে, তারই বা ঠিক কি? নাঃ, পথ একেবারে নিষ্কণ্টক করাই ভাল। তা না হলে সুখে বিষয়টা ভোগ করতে পারব না।

গোপীনাথের প্রবেশ।

মতি। (আশ্চর্য্যভাবে) কিরে গুপে যে! পুলিসের হাত এড়ালি কেমন করে?

গোপী। আমিত আর বামাল শুদ্দু ধরা পড়িনি। কাজেই আমাকে ছেড়ে দিতে হল। তবে জমাদার টমাদারদের কিছু কিছু পূজ দিতে হয়েছে।

মতি। আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব আমি দেব। এখন ছোঁড়াটার কি হল, তাই বল।

গোপী। ছোঁড়াটা, মশাই, বড় ফাঁকি দিয়েছে। শরৎ দত্ত বলে এক বেটা তাকে বাঁচিয়েছে। সে বেটা ভারি তেজীয়ান্। যে সার্জ্জন বিনয়কে গ্রেপ্তার কত্তে গিছল, তাকে মেরে হাঁকিয়ে দেয়।

মতি। শরৎ দত্ত? কোন শরৎ দত্ত রে?

গোপী। তার বাড়ি খরদে, এখানে এই বউবাজারে বাসা করে আছে।

মতি। (সক্রোধে) শ্বশুড়ের শরৎ দত্ত? আমার ঘটকীকে সে দিন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেই বেটাই বিনেকে বাঁচিয়েছে? (রোষকষায়িতলোচনে) আচ্ছা, বেটার বুটমোজাপরুণি, সুন্দরী বনকে বের করে আনব, এনে আমার সেবাদাসী করব, আর বেটার ভিটেয় ঘুঘু চরাব, তবে আমার নাম মতিলাল দে। দেখ্, শোন্। বিনে ছোঁড়াটার উপর নজর রাখিস্, আর শরৎ দত্তর বনের যদি কোন উপায় কত্তে পারিস্ ত তোকে বড় মানুষ করে দেব।

গোপী। (আহ্লাদে) যে আজ্ঞে। বলেন্ ত কালই এনে হাজির করে দিই। (স্বগত) এই রকম দু একটা জমীদার না থাকলে কি আমাদের চলে?

মতি। আরে নারে, একে ইংরেজের মুলুক, সাবধান হয়ে চলতে হয়, তাতে আবার বেটাদের টাকার জোর আছে। তুই এখন যা, সন্ধের সময় আসিস্, যা যা করতে হবে সব বলে দেব এখন।

[গোপীনাথের প্রস্থান।

মতি। (পরিক্রমণ) ছোঁড়া টের পেলে কেমন করে তাই আমি ভাবছি। যাই হোক্, কাঁটা তুলে ফেলতে হল, তা যত টাকাই খরচ হয়, আর যে রকমেই হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, গোলদীঘী।

শরৎ ও বিনয়ের প্রবেশ।

শরৎ। ভাই সে দুঃখের কথা আর কি শুনবে। সুকুমারী সবে ছ মাসের, আমি দশ বছরে পড়েছি, এমন সময় মার কাল হল। (অশ্রুমোচন)। তার কিছু দিন পরেই পাঁচ জনের পরামর্শে বাবা পুনর্ব্বার বিবাহ করবার জন্য ব্যস্ত হলেন্। বেহালার বোসেদের বাড়ি বিবাহ হল। আমার বিমাতা এদিকে খুব—

ভাল ছিলেন। আমাকে বড় ভাল বাসতেন, সুকুমারীকে ত কোলে করে মানুষ করেছিলেন বল্লেই হয়। ঠিক্ আপনার মার মত ব্যবহার করতেন। কিন্তু মানুষের মনের কথা কিছু বলা যায় না! বাবার মৃত্যু হলে—আমি এই তিন বছরের কথা বলছি—পাপীয়সী ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলে। তখন তার বয়স ২৪।২৫ হবে। (অশ্রুত্যাগ)।

বিনয়। কেমন করে টের পেলেন্?

শরৎ। আনরপুরের মতিলাল দের ভুবনমোহিনী বলে—

বিনয়। কে কে?

শরৎ। ভুবনমোহিনী। কেন, তুমি তাকে জান না কি?

বিনয়। পরে বলব। তার পর?

শরৎ। ভুবনমোহিনী বলে একটা রক্ষিতা স্ত্রী আছে। তার বাড়িতে পাপীয়সী যাওয়া আসা করতে লাগল। লোকে কথা কাণাঘাণি আরম্ভ করলে। আমি সহ্য করতে না পেরে, একদিন জিজ্ঞাসা করলেম্, "তুমি ঐ বেশ্যাটার কাছে রোজ রোজ যাও কেন"? তা কিছু উত্তর দিলে না, কেবল আমার মুখের বাগে চেয়ে রইল। আমি আর রাগ সামলাতে পারলেম না, বল্লেম, "তুমি ভ্রষ্টা, অসতী,—সকলেই এই কথা বলছে।" শুনে একটু কাঁদলে, তার পর কাকেও কিছু না বলে বাপের বাড়ি চলে গেল। সেখানেও তারা সব শুনে ছিল, তারা থাকতে দিলে না। ফিরে আসবার সময় পথে নৌকাডুবি হয়ে মরে গেল। সংবাদ পেয়ে বড় দুঃখ হল। আর যতই দোষ থাক্, আমাদের বড় ভাল বাস্ত। (অশ্রুবিবর্জ্জন)।

বিনয়। তাঁর অসতীত্বের আর একটু প্রমাণ পেলে ভাল হত। তিনি বাস্তবিক অসতী হয়ে ছিলেন্ কি না, তা আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়। ঐ যে ভুবনমোহিনীর নাম করলেন্, তাঁকে আপনারা যত মন্দ বলে শুনেছেন্, তিনি তত নন্। আমার সম্বন্ধে মতিলালের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তিনিই আমাকে বলে দেন্। আর তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে তাঁকে ত বারনারী বলে বোধই হয় না। অন্ততঃ, তিনি স্বেচ্ছায় পাপপথে প্রবেশ করেছেন্, এ আমি কোন মতে বিশ্বাস করতে পারি নে।

শরৎ। বল কি? সে যে মতিলালের উপপত্নী, তা কি তুমি অস্বীকার কর?

বিনয়। আজ্ঞা না। কিন্তু আমার বোধ হয়, এর ভিতর এমন কিছু গূঢ় আছে, যা লোকে অদ্যাপি জানে না। আচ্ছা, সে কথা যাক্, আপনার পিতা কি আপনার বিমাতার নামে সমস্ত বিষয় লিখে দে যান্?

শরৎ। এই রকম একটা গুজব শুনেছিলেম বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

বিনয়। আমার ভয় হচ্ছে, তাই নিয়ে মতিলাল আপনার নামে কোন মকর্দ্দমা বাধাবার চেষ্টায় আছে।

শরৎ। সে কি? মতিলাল মকর্দ্দমা করবে কি বলে? তুমি শুন্‌লে কোথায়?

বিনয়। ভুবনমোহিনী আমাকে এর কতকটা আভাস দিয়েছিলেন্।

নেপথ্যে শব্দ এবং বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। মশাই, এক বেটা গোরা মাতাল হয়ে যাকে তাকে মাচ্চে। এক জন গেরস্তদের বাড়ি ঢুকে তাদের উপর এমনি উৎপাত করেছে—

শরৎ। বিশুদ্ধ ইংরাজচরিত্রের কীর্ত্তিস্তম্ভ! ইংরাজি সুশাসনের উড্ডীয়মান জয়পতাকা!

[সকলের প্রস্থান।

নন্দ ও বিপিন বাবুর প্রবেশ।

নন্দ। দেখা যাবে আজ, শরৎ বাবু কত তর্ক করতে পারেন্। কি পাগলামি!

বিপিন। পাগ্‌লামি না পাগ্‌লামি! পাগলামি ছেলেমাস্‌সি হুইই।

হরিদাস বাবুর প্রবেশ।

নন্দ। কোথায় যাচ্ছেন্?

হরি। সভায়। আপনারা?

বিপিন। চলুন, আমরা ও সেই পথ।

নন্দ। আপনি আজ কোন পক্ষ?

হরি। আমি কোন পক্ষই নয়। আমি সত্যের পক্ষ।

বিপিন। তবু, আপনার এ বিষয়ে মতটা কি ?

হরি। মতামত কিছু বুঝি নে। বিজ্ঞানানুশীলন করাই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তা করে, তার পর যার যা ইচ্ছা করুক্, আমার তাতে কোন আপত্তি নাই। প্রণয়, অপ্রণয়, আমার কাছে সবই সমান। বিজ্ঞানালোক-বিস্তারিণী সভায় এসব বিষয়ের তর্ক হতে দেওয়াই অন্যায়। কেবল সময় নষ্ট।

শরৎবাবুর পুনঃপ্রবেশ।

বিপিন। আস্তে আজ্ঞা হয়। আপনারই কথা হচ্ছিল। আমরা সকলেই সভায় যাচ্ছি। আপনার সেই সার্জ্জনমারা মকর্দ্দমার কি হল ?

শরৎ। হবে আর কি ? ইংরাজ বাদী আর বাঙ্গালি প্রতিবাদী হলে যা সচরাচর হয়ে থাকে। আমার ২০০ টাকা অর্থদণ্ড হয়েছে। তবু আমি প্রথম মারি নি। আমি পুনর্বিচারের প্রার্থনা করেছি। দেখা যাক্ কি হয়।

নন্দ। "ইংরাজদিগের শাসন-প্রণালী" এই নামে "নাগরিকে" সম্প্রতি যে চারটে প্রস্তাব বেরিয়েছে, সে গুল কি আপনার লেখনী-প্রসূত ?

শরৎ। কেন ?

নন্দ। শুন্‌তে পাচ্ছি না কি তার জন্য গবর্ণমেণ্ট আপনার নামে প্রধানতম বিচারালয়ে অভিযোগ করবে।

শরৎ। অধীনের অপরাধ ?

নন্দ। মিথ্যাদোষারোপ আর বিদ্রোহ উত্তেজনা।

শরৎ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আচ্ছা দেখা যাবে।

বিপিন। না, বাস্তবিক আপনি একটু সাবধান হবেন্।

হরি। আর আপনার চেষ্টা এক রকম বৃথা হচ্ছে। বিজ্ঞানচর্চ্চাই দেশোন্নতির এক মাত্র উপায়।

শরৎ। (হাস্য পূর্ব্বক) সেত আমাদের পুরাণ বিবাদ।

বিপিন। বিবাহ না করলে আমাদের মানসিক বৃত্তির সামঞ্জস্য জন্মায় না। আপনার উদ্দেশ্য মহৎ, বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ, কিন্তু (সহাস্যে) আপনার "উত্তম অর্দ্ধাঙ্গ" নাই বলে, আপনি সকল বিষয় ঠিক বুঝতে পারেন্ না।

শরৎ। আজ তর্কে যদি আমাকে পরাস্ত করতে পারেন্, আপনাদের উপর আমার জন্য একটি "উত্তম অর্দ্ধাঙ্গ" নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া যাবে।

বিপিন। স্বীকার।

নন্দ। স্বীকার।

শরৎ। বিলেতে ফরমাজ্ দেবেন নাকি?

বিপিন। ফরমাজ্ দিলেই যদি বিলেত থেকে, ঝাড়, ঘড়ি, কাগজ, সূতার কলের মত, বাক্স বাক্স ভাল স্ত্রী আসত, তা হলে আর ভাবনা ছিল কি।

নন্দ। হরিদাস বাবু, আপনার বিজ্ঞানেতে এর কোন একটা উপায় করে দিতে পারে না? বাঁদরী এক আধ্টা ধরে এনে প্রেমপ্রতিমা গড়া যায় না? বাজারে ত মেলা ভার।

হরি। আমরা যে মর্কসন্ততি তা আপনারা বিশ্বাস করেন্ না বলেই, ওরকম পরিহাস করেন্। আপনারা যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন্, তা হলে আমি এখনি প্রমাণ করে দিতে পারি।

শরৎ। চলুন, চলুন, এখন আমরা সভায় যাই।

[সকলের প্রস্থান।

মতিলাল ও গোপীনাথের প্রবেশ।

মতি। আমি ভিতরে ভিতরে সন্ধান নিয়েছি, ও বেটা কলকেতাতেই থাকে, কালে ভদ্দরে কখন এক আধ্ বার বাড়ী যায়। আমাদের বেশ সুবিধে হয়েছে। তোর লোক জন সব ঠিক আছে ত?

গোপী। অনেক মারামারিতে ছ জন যুঠেছে। কোন বেটা এগুতে চায় না, বলে মানুষচুরি অসমসাহসিক কাজ।

মতি। কিসের ভয়? আমি বৃষ্টির মত টাকা ঢালব, টাকায় কি না হয়?

গোপী। হাঁ তা ত বটেই। আসল কথা, তারা কিছু বেশি চায়।

মতি। কত?

গোপী। জনা পিছু ৫০ টাকা, আর সব শুদ্দু ১০ জন হলেই চলবে।

মতি। কিছু বেশি হচ্ছে। আচ্ছা তাই সই। কিন্তু শিগ্গির শিগ্গির আমার কাজ উদ্ধার করে দিতে হবে।

গোপী। তা হবে। এক হপ্তার মধ্যে ছুঁড়িকে এনে আপনার কোলে বসিয়ে দেব, তা হলেই ত হল? আপনি তাকে নিয়ে তখন——

মতি। (সাহ্লাদে) আঃ, তা যদি কত্তে পারিস্! আয়, টাকা দিই গে আয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভার অধিবেশন।

শরৎ। (বক্তৃতা পাঠ করিতেছেন)। আমি এই বিষয়ে অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না। অধিক বলিবারও কিছু নাই। বিশেষতঃ সভার মহার্ঘ্য সময়, আপনাদিগের মহার্ঘ্য সময়, বৃথা অপব্যয় করিবার আমার কোন অধিকার নাই। পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করা গিয়াছে তাহা দ্বারাই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে এই দুর্ভগা পৃথিবীতে, প্রণয় সকল অমঙ্গলের, সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের গরিষ্ঠ প্রস্রবণ। এমন আর কিছুই নাই, এমন আর একটি বস্তুও নাই, যাহা হইতে জনসমাজের এবম্বিধ দুর্নিবার্য্য, সর্ব্বাঙ্গীন, অসীম বিপদরাশি সমুদ্ভূত হয়। (প্রশংসা)। শুদ্ধ যে অপবিত্র প্রণয়ই—যে প্রণয়কে লোকে সচরাচর উৎকট পাপ বলিয়া ঘৃণা করে—শুদ্ধ অপবিত্র প্রণয়ই নয়, প্রণয় মাত্রেই প্রভূত অশুভের হেতু ও মূল। অতএব ইহা জ্ঞানবান্ মনুষ্যদিগের—বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভার সভ্যদিগের ন্যায় ধীমান্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের, সর্ব্বতোভাবে বিবর্জ্জনীয়। এক প্রণয় দ্বারা যে পৃথিবীতে কত ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, কত দেশ মহাদেশ রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়াছে, আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ রোষ, হিংসা ও ঈর্ষাদি রিপু কতদূর উত্তেজিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা গণনা করা সুকঠিন। প্রণয় বৃক্ষের বিষময় ফলের, কল্পনা দ্বারাও, সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। মূঢ়মতি অজ্ঞলোকে ভাবে যে বিশুদ্ধ

প্রণয় নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয়, পরিষ্কৃত ধর্ম্মের সোপান। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রণয়——অর্থাৎ বিজ্ঞানালোকবিবর্জিত মনুষ্যসন্তানেরা যাহাকে বিশুদ্ধ প্রণয় বলে—তাহার যথার্থ নাম দাস্য ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা। (প্রশংসা)। প্রণয়ে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে—যে সকল মনোবৃত্তি পৃথিবীর উপকারের জন্য সঞ্চালিত হওয়া উচিত, তাহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে, দেশহিতৈষিতাবৃত্তিকে একেবারে নিষ্পেষিত করে—অধিক আর কি বলিব, দেবতুল্য মনুষ্যকে অবশেষে পশুরূপে পরিণত করে। যে প্রণয়ের এইরূপ ফল—আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাহাকে কি কখন সুখের আলয়, ধর্ম্মের সোপান বলা যাইতে পারে? (কখন না, কখন না)। আমরা যদি মনুষ্য হই, বিজ্ঞানালোক যদি আমাদিগের অন্তঃকরণকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারিয়া থাকে, আসুন্ আমরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, যে জ্ঞান থাকিতে কখন এই ঘৃণ্য প্রণয়-পথের পথিক হইব না, কখন এই জঘন্য রিপুর দাসত্ব স্বীকার করিব না—না, মরিলেও না। প্রণয়মাত্রেই জঘন্য,—প্রণয়মাত্রেই কুৎসিত পঙ্ক। ইহার বিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ নাই, সকলই অবিশুদ্ধ। (ভয়ানক প্রশংসা)।

১ম বক্তা। সভাপতি মহাশয় এবং সভ্য মহোদয়গণ, শরৎবাবুর অদ্যকার বক্তৃতাটি অতিশয় উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অতএব আমি প্রস্তাব করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি যে তাঁহাকে আমাদিগের উষ্ণ ধন্যবাদ দেওয়া হয়। (প্রশংসা)।

২য় বক্তা। আমি অন্তঃকরণের সহিত এই প্রস্তাবের অনুমোদন করি, কিন্তু ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে প্রস্তাবটি ইংরাজি প্রণালীতে না হইয়া সহজ বাঙ্গালায় হইলে আরও ভাল হইত। "উষ্ণ ধন্যবাদ" কাহাকে বলে? (হাস্য এবং প্রশংসা)।

বিপিন। পরের ছিদ্রান্বেষণ করা আমাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রথম বক্তা মহাশয়ের ভাষা দোষবিবর্জ্জিত নয় আমি স্বীকার করি, কিন্তু দ্বিতীয় বক্তা মহাশয় কি নিশ্চিত জানেন যে তাঁহার নিজের ঐরূপপ্রকার কোন স্খলন হয় নাই? ইংরাজিতে একটি বচন আছে যে "যাহারা কাচবিনির্ম্মিতগৃহে বাস করে, তাহাদিগের অন্য লোকের প্রতি প্রস্তরক্ষেপন বিধেয় নয়"। আমরা এই সত্যটি যে কখন কখন বিস্মৃত হই, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে।

শরৎবাবু আমাদিগের ধন্যবাদের যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, একটি মাত্র। প্রণয় যেন জঘন্য অপকৃষ্ট পদার্থ হইল, আমরা যেন সকলে বিজ্ঞানালোকবলে ইন্দ্রিয়সংযম করিলাম, কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষা হইবে কি প্রকারে? বিজ্ঞানোন্নতির, সভ্যতাবিস্তারের এই কি শেষ ফল, এই কি চরম সীমা, এই কি পরা কাষ্ঠা, যে মনুজবংশ লোপ হয়, মনুষ্যাকৃতি ধরাতল হইতে, পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে অবনীত হয়, তিরোভূত হয়? এবং তাহাই কি আকাঙ্ক্ষণীয়? (প্রশংসা)। আর বিজ্ঞানবলেই যে কিরূপে আমাদিগের ঈশ্বরদত্ত মনোবৃত্তিবিশেষনিচয়কে মনঃক্ষেত্র হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত, চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত করিতে সক্ষম হইব, তাহাও আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। (অতিশয় প্রশংসা)।

শরৎ। শেষ বক্তা মহাশয়ের আপত্তির বিরুদ্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে বিজ্ঞানের ক্ষমতা কোথায় সীমাবদ্ধ হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। বিজ্ঞানবলে বিনাবিবাহেও হয়ত আমরা ভবিষ্যতে পুত্র উৎপাদনে সমর্থ হইব। আমি শুনিয়াছি, কম্‌ট্ নামে ফরাশিদেশীয়, সুবিখ্যাত, সর্ব্ববিজ্ঞানাধীত, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরও এই বিশ্বাস। তবে যত দিন না বিজ্ঞান সেই উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তত দিন—আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি—পীড়ার সময় তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় আমাদিগকে অশেষকষ্টকর বিবাহপাশ বহন করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহ করিব বলিয়া প্রণয়কে মনে স্থান দিব কেন? বিবাহ করিব, কিন্তু সুখেচ্ছায় নয়, প্রণয়েচ্ছায় নয়—কর্ত্তব্যজ্ঞানে। যদি চক্ষু ইহাতে আমার বিরোধী হয়, সেই চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিব—যদি অন্তঃকরণ বিরোধী হয়, তাহাকে খড়্গাঘাতে দ্বিধা করিব, কিম্বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিব। যদি ইহাই না পারিব, তবে আমাদিগের উচ্চশিক্ষায় কি লাভ হইল? মনের একটা নীচ প্রবৃত্তিকেই যদি দমন করিতে না পারিলাম, তবে আমাদিগের জীবনে ধিক্, বিজ্ঞানকে ধিক্, আমাদিগের এই বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভাকেও ধিক্। (ভয়ঙ্কর প্রশংসা)।

নন্দ। (স্বগত) আচ্ছা, ভাই, দেখা যাবে, এ দম্ভ কদ্দিন থাকে।

(সভাপতির গাত্রোত্থান ও চসমাচক্ষে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন)। (প্রশংসা)।

সভাপতি। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে শরৎবাবুর বক্তৃতা অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে,

অতএব তাঁহাকে আমি সমবেত সভ্য এবং দর্শক মণ্ডলীর নামে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। (প্রশংসা)। কিন্তু আমি শরৎবাবুকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তিনি যেন আর কখন সভার মধ্যে কম্‌টের ন্যায় ঘোর নাস্তিকদের নাম না করেন। নাস্তিকের নাম উচ্চারণে পাপ, শ্রবণে পাপ। (প্রশংসা)।

এক্ষণে আমি আপনাদিগকে একটা কথা বলিতেছি, মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। ইহা আমার অতি সূক্ষ্ম ও বহুদিবসব্যাপৃত চিন্তা হইতে সমুত্থিত। আমাদিগের—বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভার সভ্যদিগের ন্যায় "গভীরচিন্তা-বিলোড়িতশিরঃ" বিদ্বান্‌দিগের—সর্ব্বদা উচ্চমুখ হইয়া চলা উচিত—এই প্রকার, —কারণ আমাদিগের মন সর্ব্বদা উচ্চবিষয়চিন্তায় ব্যস্ত, ক্ষুদ্র বস্তু আমাদিগের হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ। এবং অন্তরের ভাব সর্ব্বদা বাহ্যে প্রকাশিত হওয়া উচিত, কারণ তাহা না হইলে ঘোর কপটতা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা সকলে গম্ভীরপ্রকৃতি, অতএব আমাদিগকে সর্ব্বদা স্থির ও দৃঢ়ভাবে চলা উচিত, যেন হস্তদ্বয়ের আন্দোলন না হয়। দুই হস্ত দুই পার্শ্বে সংলগ্ন থাকিবে।—এইরূপ—। তৃতীয়তঃ, আমাদিগের এই মর্ত্ত্য পৃথিবীর সহিত অল্পমাত্র সম্বন্ধ, অতএব মৃত্তিকাতে পদন্যাস যত অল্প পরিমাণে হয় ততই ভাল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া চলিতে হইবে। —এইরূপ—। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে। আগামী অধিবেশনে এই বিষয়টি উত্তম করিয়া বিবৃত করিবার অভিলাষ রহিল। অদ্য সভাভঙ্গ করা যাউক্। যাঁহারা আমার মতের অনুগামী, তাঁহাদিগের অদ্য হইতেই এই রূপপ্রকারে চলিতে অভ্যাস করা উচিত।

(সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভাভঙ্গ। সভাপতি মহাশয়ের ও সভ্য-চতুষ্টয়ের উক্তপ্রকারে, ক্রমান্বয়ে, গত্যারম্ভ। উচ্চমুখ হইয়া গমনকালীন এক ভৃত্তির আঘাত লাগিয়া সভাপতিমহাশয়ের এবং অনুচরপরম্পরারে পতন)।

সভাপতি। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) এক অত্যুচ্চবিষয়চিন্তায় অভিমগ্ন ছিলাম। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র বস্তুর আঘাত লাগিয়া পড়িয়া গিয়াছি, আশ্চর্য্য নাই। তিমিরাচ্ছন্ন জগতে যে সকল মহাত্মারা বিজ্ঞা-নালোক বা ধর্ম্মালোক বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকেই

কোন না কোন প্রকার যন্ত্রণা ও তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছে। এই পথে এই পুরস্কার। (উত্থান ও পুনরায় ঊর্দ্ধমুখ হইয়া গমন)।

[শরৎকুমার ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

বেচারামের প্রবেশ।

শরৎ। কিরে, তুই এখানে কেন ?

বেচা। শ্বশুরে থেকে একজন লোক এই চিঠিখানা নিয়ে এসেছে। বল্লে, সরকার মশাই পাঠিয়েছেন, আর তাকে বলে দিয়েছেন যে এসেই আপনার হাতে দেয়, বাড়িতে নাকি ভারি বিপদ।

[লিপিপ্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান।

শরৎ। (লিপিপাঠ পূর্ব্বক) এতেত কিছুই ভেঙ্গে লেখেনি। বিপদ্ আমার মাথা আর মুণ্ডু, কেবল আমাকে যা হয় কিছু একটা বলে বাড়িতে নিয়ে যাবার চেষ্টা। কিন্তু আমিত এখন যেতে পারিনি, আমার এখানে অনেক কাজ আছে। (চিন্তা পূর্ব্বক) আচ্ছা, সেই ভাল কথা, বিনয়কে পাঠিয়ে দিই। তারও শ্বশুরে যাবার প্রয়োজন আছে। ভুবনমোহিনী তাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছে। (লিপি পুনঃপাঠ।) সরোজ আর সুকুমারীকে অনেক দিন দেখিনি। একবার বাড়ি গেলেও হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

খিদিরপুর। শরৎ বাবুর বাটী।

সরোজিনী ও সুকুমারী আসীনা।

সরোজ। (পত্র পাঠ)।

কলিকাতা,

২৩এ ফাল্গুন, সন ১২৮০ সাল।

সরোজ,

আমি বোধ হয় শীঘ্রই বাটী প্রত্যাগমন করিব। এই পত্রখানি বিনয় বাবু দ্বারা প্রেরণ করিলাম। ইহাঁর ইতিহাস ইহাঁরই মুখে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবে। ইহাঁর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে তুমি কিম্বা সুকুমারী কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। ইনি নামেও বিনয়, কার্য্যেও তাহাই। অতি সুশীল ও নম্র। স্বভাবে দোষের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত নাই। ইহাঁকে ঠিক আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। অন্যথা না হয়।

শুভানুধ্যায়ী শরৎ।

(হাস্যপূর্ব্বক) তোমার দাদা যেখানে যান, সেইখানেই তাঁর ভাই ভগ্নী জোটে। অ ঝি?

নেপথ্যে। যাই গো দিদি ঠাকরুণ্।

দাসীর প্রবেশ।

সরোজ। অ ঝি, যে বাবুটি এই চিঠিখানা এনেছেন্, তাঁকে এইখানে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

দাসী। তিনি কে গা দিদিঠাকরুণ্ ?

সরোজ। (ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক) তিনি বাবুর একজন ভাই সুবাদে।

দাসীর প্রস্থান ও বিনয়কে লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

সরোজ। আসুন্, এইখানে বসুন্। (দাসীর প্রতি জনান্তিকে) ঝি, তুমি জলখাবারের আয়োজন করে দাও।

[দাসীর প্রস্থান।

সরোজ। আপনি বসুন্ না। (বিনয়ের উপবেশন)। আপনার পথে কোন কষ্ট হয় নি ত ?

বিনয়। (মৃদুস্বরে) আজ্ঞা না।

সুকু। (সরোজিনীর প্রতি জনান্তিকে—পত্রাংশপাঠ) "ইহাঁকে ঠিক আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। অন্যথা না হয়"। "ইহাঁর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে তুমি কিম্বা সুকুমারী কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না"। দাদার হুকুম করে পাঠান হয়েছে, ছোট ভায়ের মত দেখতে হবে, কথা কইতে হবে। কলকাতা থেকে দাদার মধ্যে মধ্যে আইন করে পাঠান হয়। কেন, আমার কথা কইতে ইচ্ছা হয়, কইব,—না ইচ্ছা হয়, না কইব ? দাদা মনে করেন্ যে তিনি হুকুম করলেই সব হয়ে গেল, তা আমাদের মত হোক্ আর নাই হোক্।

সরোজ। (হাস্যপূর্ব্বক জনান্তিকে) তিনি যা বলেন তা সত্য। বাস্তবিক তুই পাগ্লী।

সুকু। (জনান্তিকে) তোমাকে আর ব্যাখ্যানা করতে হবে না। আমি পাগ্লী আছি, আমিই আছি।

দাসীর জলখাবার লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

(সরোজিনী এবং দাসী কর্ত্তৃক আসন ইত্যাদি প্রদান।)

[দাসীর প্রস্থান।

সরোজ। আসুন্, জল খান্। (বিনয়ের উপবেশন)।

সুকু। (স্বগত) হুঁ জল খান্, খাবার খাবেন্ না।

সরোজ। খান্ না, লজ্জা কচ্ছেন্ কেন? আমরা আপনার ভগ্নী বইত নয়।

সুকু। (জনান্তিকে সরোজিনীর প্রতি) আপনার কথা আপনি বল্। আমার কথায় তোমার থেকে কাজ কি? "আপনার ভগ্নী বই ত নয়"? এক নিমেষ না দেখা হতে হতেই ভগ্নী হয়ে পড়লেন্। তুমি হবে হও গে, আমি কেন হব?

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) তুই একটু থাম্ না, বন্? আপনি খান্ না, লজ্জা করতে লাগলেন্ কেন?

বিনয়। (সলজ্জে) আপনারা আমাকে আপনি বলেন্, ওতে আমার লজ্জা করে।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক বিনয়ের নিকট উপবেশন করিয়া) আচ্ছা, ভাই, খাও। (সুকুমারীর প্রতি) তুই না হয় একবার বল্ না।

সুকু। (মৃদুস্বরে) খা——ন্।

সরোজ। না, বল্ যে খাও।

সুকু। খা——ও। (অর্দ্ধোক্তি)।

বিনয়। (স্বগত) এমন কখন দেখি নি। একটি দেবতা, আর একটি আকাশের পাখি। আমি আগে মনে করতেম স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখলে গর্ব্বিত ও অশিষ্ট হয়! (বিনয়ের ভক্ষণ)।

সরোজ। (সুকুমারীর প্রতি) ওঁর পথশ্রম হয়ে থাকবে। ওঁকে আজ আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। কাল ওঁর কথা সব শুনব। চল ওঁর ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসি।

বিনয়। আমি একবার তেঁতুলতলার ঘাটে যাব। সে ঘাটটা কোন দিকে? বেশি দূর কি?

সরোজ। এই যে। আমি একজন লোক সঙ্গে দিচ্ছি, দেখিয়ে দিয়ে আসবে এখন। অ ঝি?

দাসীর পুনঃপ্রবেশ।

সরোজ। ঝি, ইনি একবার তেঁতুলতলার ঘাটে যাবেন, এঁর সঙ্গে এক জন

লোক দাও, দেখিয়ে দিয়ে আসবে।

দাসী। আসুন্।

[দাসী ও বিনয়ের প্রস্থান।

সুকু। তেঁতুলতলার ঘাটে ওঁর কি দরকার, জিজ্ঞাসা করতে পারলে না?

সরোজ। উনি সবে এখানে এসেছেন, যেটা নিজে ইচ্ছা করে না বল্লেন, সেটা জিজ্ঞাসা করা ভাল হয় না।

[দ্বারে আঘাত।

সরোজ। কেও?

নেপথ্যে। মা, আমি ভগবান্ সরকার।

সরোজ। আসুন্।

ভগবানের প্রবেশ।

ভগ। মা, আমি ত বাবুকে চিঠি লিখলেম, তা তিনি এলেন্ না। আপনারা একবার লিখে দেখুন্। আমি লোকের মুখে মতিলালদের বিষয়ে যে সব কথা শুনতে পাচ্ছি, তাতে আমার বড় ভয় হচ্ছে। তার নাকি বিশ ত্রিশ জন লেঠেল আর চার পাঁচ জন গোরা মাইনে করা চাকর আছে।

সুকু। (সভয়ে) সত্য, দিদি, আমার ও বড় ভয় হচ্ছে।

সরোজ। কথায় যে বলে, "মগের মুলুক", একি তাই নাকি? তার লেঠেল আর সাহেব চাকর আছে, তা আমাদের ভয় কি? আমরা ইংরাজের রাজ্যে বাস করি।

ভগ। মা, সে সব কেবল মুখের কথা। পাড়াগাঁয়ে এখনও জমীদারেরা যে রকম অত্যাচার করে, তা শুনলে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আপনাদের বাবুও ত এক জন জমীদার?

ভগ। মা, ভাল মন্দ সকলেরই আছে। তা সে যা হোক্, আপনারা এক খানা চিঠি লিখুন, মা, বাবু যেন শিগ্‌গির আসেন্।

সরোজ। আচ্ছা। (স্বগত) তিনি আসেন্ এতে কি আর আমার অনিচ্ছা!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

খড়দা—নদীতীর।

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। ভুবনমোহিনী আমাকে বলে পাঠিয়েছেন, এই খানে আজ রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত থাকতে। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, বিশেষ কথা আছে। কি বিশেষ কথা? আর এখান থেকে আনরপুর ন্যূনাধিক তিন ক্রোশ, এতদূর আসবেনই বা কি করে? মতিলাল ত টের পাবে? (ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)। এখনও ৮টা বাজে নি। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, যেন মৃত কিম্বা সুপ্ত। চন্দ্রের শুভ্রকিরণে নদীর তরঙ্গ, উপকূল, তটস্থ অট্টালিকা, সমুদয় রজতময় বোধ হচ্ছে। বৃক্ষপত্রের সঙ্গে যেন পবন ঝর ঝর শব্দে তরুণশিশুর ন্যায় খেলা করছেন।—নদীর উপর দিয়ে মধ্যে মধ্যে এক এক খানা নৌকা যাচ্ছে। নৌকার ভিতর লোকেরা গান করছে, আর ডাঁড়িরা তালে তালে ডাঁড় ফেলে যাচ্ছে।—গঙ্গাদেবী যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে হেঁসে গড়িয়ে পড়ছেন। যেন বলছেন "এই বয়সে কত লোকের কত পাগলামী দেখলেম। এই বালক আমার তীরে ডাঁড়িয়ে ভাবছে, যদি——"। নাঃ, সে আমার বামণ হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।

এক খানি নৌকার প্রবেশ ও তন্মধ্যে গীত।

রাগিণী কানেড়া, তাল আড়া।

দুরাশা এ তোমার মন, আকিঞ্চন বৃথা হয়।
দেবসুদুর্ল্লভ যাহা, অধমে তা কোথা পায়॥
সুরূপা সুশিক্ষিতা, মূর্ত্তিমতী সরলতা।
সর্ব্বগুণে বিভূষিতা, ভুলিয়াও ভোলা না যায়॥

বিনয়। আমার অন্তরের অন্তর থেকে যেন——

ভুবনমোহিনীর প্রবেশ।

বিনয়। এই যে আসুন্। আপনি এলেন কেমন করে?

ভুবন। তার একজন নতূন রঙ্গিণী যুটেছে, তাকে সোহাগ কত্তেই ব্যস্ত আছে, আমাকে বড় একটা খোঁজ করবে না।

বিনয়। কিন্তু যদি খোঁজ করে, কি টের পায়?

ভুবন। পেলেই বা? ক দিক্ আটকাবে? (হঠাৎ ভীষণস্বরে) তার বুকের রক্ত চুষে খাব, তাকে মাটীর সঙ্গে চস্‌ব, তবে ছাড়ব!

বিনয়। (সভয়ে) কেন তাঁর উপর এত রাগ কেন?

ভুবন। এত রাগ কেন? তুমি ছেলেমানুষ জান না। মেয়েমানুষে ভাল বাসতে পারে, ভাল বাসার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু রাগলে—রাগলে—যমকে পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিতে পারে। এত রাগ কেন? তুমি ছেলেমানুষ বোঝ না। শত্তুরের কাটা ঘায়ে নুন দোয়া, তার চেয়ে সুখ পৃথিবীতে আর নেই, আর সে সুখ মেয়েমানুষে যেমন বোঝে এমন আর কেউ না।

বিনয়। (স্বগত) বাবা, এমন ভয়ঙ্কর রাগ ত আমি কখন দেখি নি। একজায়গায় দাঁড়িয়ে এঁর সঙ্গে কথা কইতে আমার ভয় হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) মতিলালবাবু কি আপনার কিছু বিশেষ ক্ষতি করেছেন?

ভুবন। বিশেষ ক্ষতি! বিশেষ ক্ষতি কাকে বলে জান? শোন। আমার স্বামীর কাল হবার আগেই আমার উপর মতিলালের নজর পড়েছিল, কিন্তু তখন অনেক চেষ্টা করেও কিছু করে উঠতে পারে নি। স্বামী বেঁচে থাকতে স্ত্রীলোকে প্রায় কুপথে যায় না—বিশেষ তিনি আমাকে বড় ভাল বাসতেন। (অশ্রুত্যাগ)। তিনি বেঁচে থাকাতে ত কিছু হবে না দেখে, তাঁকে পথ থেকে সরিয়ে দিলে। পূর্ণিমার রাত্তিরে তিনি বেশি রাত পর্য্যন্ত বাগানে টাগানে বেড়াতে বড় ভাল বাসতেন। একদিন এই রকম বেড়াতে গেছেন, কিন্তু অনেক রাত হল তবু আর ফিরে আসেন্ না। আমার বড় ভাবনা হল। বাগানে লোক পাঠিয়ে দিলেম, কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলে না। তার পর দিন বেলা ১১ টার সময় আমাদের বাড়ি থেকে ক্রোশ দেড়েক দূরে একটা খালে তাঁর ধড়টা পাওয়া গেল। (অশ্রুত্যাগ)। লাঠি দিয়ে তাঁর মাথা

ফাটিয়ে দিছ্‌ল। মতিলালের গুপে বলে একজন স্লেচ্ছ আছে, সেই নাকি এই কাজ করেছিল। অনেক থানাতল্লাসি হল, কিন্তু শেষটা কিছুই হল না। গরিবদের নিয়ে চৌকীদারেরা খুব টানাটানি কত্তে পারে, কিন্তু বড়মানুষদের ত্রিসীমায়ও এগোয় না।—তার পর, এর দরুণ হাঙ্গামা সব থেমে গেলে, জাল টাল করে পাঁচ রকমে আমার স্বামীর সমস্ত বিষয়টা বেদখল করে নিলে। কিছু দিন যায়, আমি একদিন একাদশী করে শুয়ে আছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। আমার দাসী টাসীদের টাকা দিয়ে বশ করে আগে থাকতেই সরিয়ে দিছ্‌ল, অনেক ডাকাডাকিতেও কারও সাড়া পেলেম না। কত কাঁদলেম, কত মিনতি কল্লেম, কিছুতেই শুনলে না। একে আমি মেয়েমানুষ তাতে সেদিন উপবাস করে শরীর কাহিল হয়ে পড়েছে, আমার—(ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া কম্পন)। গলায় দড়ী দিতে গেলেম, দিতে দিলে না—হাত পা বেঁধে রাখলে। মনে কল্লেম না খেয়ে মরব, তাও হয়ে উঠল না, খাবার সময় চামচে দিয়ে জোর করে দুধ খাইয়ে দিতে লাগল। কিছু বল্লে হেঁসে উড়িয়ে দিত। কেবল বলত, "সুন্দরি, তোমাকে বড় ভাল বাসি"। এই রকমে দিন পনর গেল। তখন ভাবলেম মিছে আর কেন নিজে মরবার চেষ্টা করি, ধর্ম্ম ত নষ্ট হয়েইছে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব কাঁচের মত, একবার ভাঙ্গলে আর যোড়া দেওয়া যায় না। এই ভেবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেম, (দন্তঘর্ষণ) যে মতিলালের রক্তে চান করে আমার মেয়েজন্ম সার্থক করব। ওর সঙ্গে আর এক রকম ব্যবহার আরম্ভ করলেম। দু চার দিনেই ওর বিশ্বাস জন্মে দিলেম যে, ওকে আমি প্রাণের সহিত ভাল বাসি। স্বাধীন হলেম। সেই অবধি সন্ধানে আছি, কিসে ওর সর্ব্বনাশ কত্তে পারি। এখন আবার আমাকে পুরণ বলে হেয়জ্ঞান করে! নতুন রঙ্গিণী নিয়ে মেতেছে।

বিনয়। (স্বগত) রাগের কারণ আছে।—মতিলালকে কবে প্রাণে মারবে দেখছি। কিন্তু সে হাজার পাজি হোক, তাকে খুন করে মারতে দেওয়া আমার উচিত হয় না। আমাকে প্রতিপালন করেছে। একখানা বেনামা চিঠি লিখে সাবধান করে দিই। অথচ এঁর কোন ক্ষতি না হয়,—আমাকে বিশ্বাস করে সব বলেছেন্।

ভুবন। রাত্তির হল, এখন যাই। ভাল কথা মনে, যার জন্যে এসেছিলেম তাই ভুলে যাচ্ছি। তোমার সেই চিঠি পেয়ে অবধি মতিলাল একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠেছে। কি একটা ভেতরে ভেতরে ফন্দি পাকাচ্ছে। সাবধানে থেক, শরৎবাবুকেও সাবধান হতে বল। তোমাদের কিছু করতে পারবে না, তার জন্যে ভয় নেই, আমি তোমাদের পেছনে আছি, কিন্তু তবু কি জান, কথায় বলে সাবধানের বিনাশ নেই। আমি এখন চল্লেম।

[প্রস্থান।

বিনয়। ধূমকেতু। হঠাৎ উদয়, হঠাৎ অন্তর্দ্ধান। মতিলাল আমার আর কি করবে, তার নিজের জন্তেই আমার এখন ভাবনা হচ্ছে।—যাই এখন, এঁরা আবার কত কি ভাববেন। উঃ, অনেক রাত্রি হয়েছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, মতিলালবাবুর বাসাবাটী।

মতিলাল ও গোপীনাথের প্রবেশ।

মতি। শনিবার রাত্তির ১১টার সময়। আমি সঙ্গে থাকতে পারব না, বুঝেছিস্ ত, যদি কেউ চিনে ফেলে। তোরা দু দল হয়ে যাবি। একদল গিয়ে সদর দরজায় চড়াও করবি। আর একদল বেটাদের বাড়ির পেছন দিকে মই লাগিয়ে পাঁচিল টপ্‌কে পড়বি। এত করবার কোন দরকার নেই, তবু যা কত্তে হয় পাকা করে করাই ভাল—যদি ফস্কে যায়। আর দেখ্, যে চার বেটা গোরাকে ঠিক করেছি, তারা যেন তোদের সঙ্গে যায়। আর কিছু করুক্ আর না করুক্, সঙ্গে থাকলেও ঢের লাভ আছে। সাদা মুখ কাল বাঙ্গালি বড় ভয় করে।

গোপী। (স্বগত) বাবু আমার কি সাহেব গো, রং ফেটে বেরুচ্ছে! (প্রকাশ্যে) তারা রাজী হবে ত?

মতি। আরে বেটা বোকা, ইংরেজের জাত যে, টাকা দিলে ওদের জাত-কে জাত শুদ্ধ কেনা যায়। টাকার জন্যই ত ওদের সাত সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে আমাদের দেশে আসা।

গোপী। আচ্ছা, তারা রাজী হলেই হল।

মতি। সড়্কী, তরোয়াল আর লাঠী নিয়ে যাস্।

গোপী। গোরা বেটাদের হাতে কি দেব?

মতি। ওদের হাতে কিছু না দিলেও চলবে, এক এক জন এক এক অসুরাবতার।

গোপী। যদি দরকার হয়?

মতি। তেমন দরকার হয় ত তরোয়াল দিস্। কিন্তু সহজে দিস্ নে। উল্‌টে তোদেরই ঘাড়ে চড়ে বস্‌তে পারে। এমন পাজি জাত নয়। তবে তুই এখন যা, কাল একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করিস্।

গোপী। আচ্ছা।

[গোপীনাথের প্রস্থান।

মতি। এদিক্‌কার বিষয়টাও পাকিয়ে নিই। অরে দামা?

নেপথ্যে। আজ্ঞে—এ—এ—এ।

মতি। মোক্তার বাবু এসেছেন্?

নেপথ্যে। আজ্ঞে হাঁ, তিনি অনেকক্ষণ এসেছেন্।

মতি। এই খানে আস্‌তে বল্।

বিশ্বম্ভর মোক্তারের প্রবেশ।

মতি। মকদ্দমার কত দূর?

বিশ্ব। কি হেতু দেখিয়ে আপনি শরৎ দত্তের বিষয় দাওয়া কত্তে চান্?

মতি। ঈশ্বর দত্তের প্রথম স্ত্রী—শরৎদত্তের মা—মরে গেলে, তার রমাসুন্দরীর সঙ্গে বের সম্বন্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর দত্ত তখন প্রায় আদবুড়, তাতে আবার এক ছেলের এক মেয়ের বাপ্। রমাসুন্দরীর বাপেরা বড়মানুষ ছিল, তারা বে দিতে সম্মত হল না, কিন্তু ঈশ্বর দত্তের রমাসুন্দরীর উপর বড় লোভ পড়ে

ছিল, বে করবার জন্যে ঝুলঝুলি। শেষে আপনার সমস্ত বিষয় রমাসুন্দরীর নামে লিখে দিলে, তার বাপেরা রাজী হল।

বিশ্ব। কি বলে লিখে দিলে?

মতি। দানপত্র। "আমার সমস্ত বিষয় রমাসুন্দরীকে দান করিলাম, তাহাতে আমার কিম্বা আমার কোন উত্তরাধিকারীর কোন স্বত্ব থাকিবে না। তিনি, এই বিষয় তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা, দানবিক্রয়াদি করিতে পারিবেন্।" এই মর্ম্মে।

বিশ্ব। তার পর?

মতি। রমাসুন্দরীকে বে করবার বছর বার তের পরে ঈশ্বর দত্তের কাল হল। রমাসুন্দরীর ছেলে পিলে কিছু হয় নি। তখনও ভরা যৌবন। বর্ষাকালের গঙ্গার ঢেউর মত টল্‌মল্ কচ্ছে। আমার সঙ্গে—তার পর বুঝতেই পার কি হল। লোকের কাণে কথা উঠল। রমাসুন্দরী লজ্জায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। একবার বাপের বাড়ি গিছ্‌ল, সেখান থেকে ফিরে আস্‌বার বেলা গঙ্গায় ডুবে মরে।

বিশ্ব। তাত সব বুঝলেম। এখন আপনি তার বিষয়ের উপর দাওয়া করেন্ কি বলে, সেইত হচ্ছে কথা।

মতি। এতকাল মোক্তারি করে আস্‌ছ, এইটে আর বুঝতে পাল্লে না? আমার সঙ্গে ভাব——"ভাব" বোঝ?—ছিল, তাই আমাকে তার বিষয় দিয়ে যায়।

বিশ্ব। বলি, আদালতে ত আর শুদ্ধ তাই বল্লে চলবে না?

মতি। কেন, আদালতে বলা যাবে যে সে নিরাশ্রয় হয়ে পড়লে আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে ছিলেম্, তাই আমাকে দিয়ে যায়। আর তার নিজের বিষয়, সে যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারে। আমি সাক্ষী দেব।

বিশ্ব। (স্বগত) মা গঙ্গাই জানেন্, তুমি কি সাক্ষী দেবে। আমাদের কি, আমরা টাকা পাব, মকদ্দমা চালাব বইত নয়? (প্রকাশ্যে) আপনি এতদিন নালিস্ করেন্ নি কেন?

মতি। এই পাঁচ রকম কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেম, আর তাড়াতাড়ি করবারও ত কোন সবিশেষ কারণ ছিল না।

বিশ্ব। এ মকদ্দমায়, মশাই, অনেক টাকা খরচ হবে। আর অনেক সময়ও লাগবে।

মতি। আচ্ছা কুছ্ পরোয়া নাই। যত টাকা চাই দেব, যত সময় লাগে লাগুক্।

বিশ্ব। তাতেও প্রমাণ হয় কি না সন্দেহ। তবে আমার যতদূর সাধ্য করব। আপনি হচ্ছেন্ আমার অনেক কালের মক্কেল। মক্কেল বল্লেও হয়, মুরুব্বি বল্লেও হয়। শরৎবাবু এখন কোথায় ?

মতি। সেটা কেবল কলকাতায় ফপরদালালি করে বেড়ায়, তা আমি এখন চল্লেম, আমার অনেক দেখতে শুন্‌তে আছে, তুমি এদিকে লাগিয়ে দাও।

বিশ্ব। যে আজ্ঞে। মদতের বেলাটা যেন কম না পড়ে।

[মতিলালের প্রস্থান।

বিশ্ব। রমাসুন্দরী যে এঁকে তার বিষয় দিয়ে গেছেন্, এ আমার বিশ্বাসই হয় না, মিথ্যে সাক্ষী কতকগুণ দেবে আর কি, জাল না করলে বাঁচি। কিন্তু উকীলদের কুটকচালে প্রশ্নে টেঁকে কিনা সন্দেহ। শরৎবাবুকে আমি লুকিয়ে খবর দিই। এদিক্ থেকেত বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হবে। দেখি, ওদিক্ থেকেও যদি কিছু টানতে পারি। যুদ্ধ বিগ্রহ বাধলেই কাক শকুনির বড় মজা হয়, হাঃ, হাঃ, হাঃ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

খড়দা, শরৎবাবুর বাটী।

বিনয় আসীন।

বিনয়। এখানে সবে এক মাস এসেছি, এরি মধ্যে এ যেন আমার আপনার ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে। সকলেই আমাকে ভাল বাসে। বিশেষতঃ, সরোজিনী আমাকে যে রকম স্নেহের চক্ষে দেখেন, নিজের ভগ্নীতেও তত

পারে কি না সন্দেহ। স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতই কোমল, কিন্তু শৈশবাবস্থায় বিবাহ না হয়ে, অধিক বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখ্‌লে যে কি রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করে, তাঁ যারা সরোজিনীকে না দেখেছে, তারা বুঝতে অক্ষম। স্বচক্ষে না দেখলে, বিশ্বাস হয় না। লোকের এ বিষয়ে বদ্ধমূল কুসংস্কার সংশোধন হতে অনেক দিন লাগবে।—সরোজিনীর প্রতি আমার মনের ভাব কি? স্নেহ, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা। কিন্তু চুম্বক প্রস্তর?—অন্যত্র। মন নিতান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। (অধোবদনে চিন্তায় নিমগ্ন)।

সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকু। (স্বগত) বড় ভাবছে দেখছি, জব্দ কচ্ছি দাঁড়াও। আজ কাল ঐ রকম দিবারাত্রি ভাবে। (সুকুমারীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ পূর্ব্বক বিনয়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পশ্চাদ্দেশে আগমন, এবং হঠাৎ তাঁহার কর্ণের নিকট একটা চূর্ণকোষে অগ্নিপ্রয়োগ)।

বিনয়। (সভয়ে ও সবেগে উত্থান) অ্যাঁ, অ্যাঁ, একি! (সুকুমারীকে দেখিয়া লজ্জিত ভাবে) আপনি!

সুকু। তুমি কি কোন রকম ভয় পেয়েছ না কি? তুমি যে করে উঠলে, বাবারে, আমি মনে করলেম, বুঝি ভূত টূত বা কিছু দেখে থাকবে!

বিনয়। হঠাৎ কাণের কাছে এসে অমন করে পটকা ছুঁড়লে ভয় না?

সুকু। (ভয়ব্যঞ্জকস্বরে) হ্যাঁ, দেখ, ঐ গাছতলায় একটা ভূত আছে। বল্লে না প্রত্যয় যাবে, সাড়ে তিন তলা উঁচু, আর হাত দুটো লম্বা লম্বা বাঁশের মত। আর কাকেও দেখতে পেলেই এমনি করে ধরতে যায়। (প্রদর্শন)। সন্ধ্যার সময় কি অধিক রাত্রে, তুমি একলা ওখান দিয়ে যেও টেও না। কি জানি তোমাকে যদি একদিন পেয়ে বসে।

বিনয়। (স্বগত) ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছি।

সুকু। আচ্ছা, তুমি ভাবছিলে কি?

বিনয়। কখন?

সুকু। এই আমি যখন এলেম?

বিনয়। কই? কি একটা বুঝি ভাবছিলেম্।

সুকু। আচ্ছা, তোমরা ভাব কেন? তুমি ভাব আর দিদি ভাবে।

বিনয়। আপনি কি কখন ভাবেন্ না?

সুকু। কই, জন্মে অবধি একদিনও ভেবেছি কি না মনে পড়ে না ত।

বিনয়। আচ্ছা, মনে করুন্ আপনার দাদার যদি ব্যারাম হয়, তা হলে কি আপনি ভাবেন্ না?

সুকু। (উৎকণ্ঠিত ভাবে) কেন, তাঁর কি কোন ব্যারাম হয়েছে না কি?

বিনয়। কৈ না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আমি বড়মানুষ হলে ভাল হ'ত!

সুকু। (অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে) তোমার কোন না কোন একটা কষ্ট হয়েছে, তোমাকে মিনতি কচ্ছি, বল। চাকরেরা কি কেউ তোমার কথা শোনে নি? কি হয়েছে, সত্য করে বল।

বিনয়। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) শরৎবাবুর অনুগ্রহে আর আপনাদের কৃপায়, আমার সে সব দুঃখ কিছু নেই। আমি এখানে খুব সুখে আছি।

সুকু। তবে তুমি কিসের জন্য ভাব, তাই বল। আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।

বিনয়। আপনার তা শুনে কি হবে? আর কই, এমন কি ভাবি?

সুকু। না, তবু শুনি। আমার ভয় হচ্ছে, দাদা যদি কোন মতে টের পান্ যে তুমি এখানে কোন কষ্ট পেয়েছ, তা হলে তিনি আমাদের উপর বড় রাগ করবেন।

বিনয়। আপনি নিতান্তই শুন্‌বেন?

সুকু। হ্যাঁ, বল, বল,। আর দেখ তুমি একশ বার আমাকে আপনি আপনি কর, ও আমার ভাল লাগে না।

বিনয়। আচ্ছা, আপনাকে আগে একটা গল্প বলি শুনুন। কল্‌কাতার কাছে কোন এক গ্রামে দীননাথ নামে একটি লোক বাস করতেন। তিনি ব্যবসায় করে কিছু সম্পত্তি করেছিলেন। তাঁর একটি মাত্র ছোট ছেলে ছিল, তার নাম নরেন্দ্র। মরবার সময় সেই ছেলে আর সেই সম্পত্তি এক অনেক দিনের বিশ্বাসী বন্ধুর হাতে দিয়ে গেলেন। বল্লেন, "ভাই আমার ছেলে তোমাকে দিয়ে চল্লেম। ওকে মানুষ কর। বড় হলে ওকে আমার শেষ আশীর্ব্বাদ জানিও, আর টাকা কড়ি যা রইল, বুঝিয়ে দিও"। (অশ্রুত্যাগ)। কিন্তু সেই বন্ধু নরাধম বিশ্বাসঘাতকের কাজ করলে। সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ

করে, নরেন্দ্র বড় হলে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। সেই অনাথ বালক অনেক ঘুরে, অনেক বিপদ সহ্য করে, শেষে রমেশবাবু বলে একজন দয়ার্দ্রচিত্ত ভদ্রলোকের স্নেহদৃষ্টিতে পড়ল। রমেশবাবু অনুগ্রহ করে নরেন্দ্রকে আপনার বাড়িতে এনে রাখলেন, আর দিন দিন তাকে আপনার ভায়ের মত ভাল বাস্‌তে লাগলেন। কিন্তু সেখানে নরেন্দ্রর এক নূতন দুঃখের কারণ উপস্থিত হল। রমেশবাবুর স্বর্ণলতা নামে এক অবিবাহিতা ভগ্নী ছিল। স্বর্ণলতার সরল অন্তঃকরণ আর স্নেহময় মূর্ত্তি দেখে নরেন্দ্র ক্রমে তাঁর প্রতি আসক্ত হল। সে কখন ভাল বাসে নি। এই তার প্রথম ভাল বাসা, মন একেবারে বিগলিত হল। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করতে পাল্লে না। সে একজন দুঃখী, পথের কাঙ্গালি, আর স্বর্ণলতা বড়মানুষের ভগ্নী। বলতে সাহস হল না। মৃত্যু এসে শেষকালে তার সকল দুঃখের অবসান করলে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।

সুকু। তিনি কেন একবার বলে দেখলেন না? রমেশবাবুকে কেন একবার জানালেন না? যিনি এমন দয়ালুস্বভাব আর পরোপকারী, তিনি আপনার ভগ্নীকে বড়মানুষ না হলে বিবাহ দেবেন না, কেমন করে জানলেন? সকলেই কি টাকা পূজা করে, কেউ কি গুণের পক্ষপাতী নয়?

বিনয়। নরেন্দ্রের কোন বিশেষ গুণ ছিল না। আর যদিই থাকৃত, যদিই রমেশবাবুর মত কোন রকমে পেত, স্বর্ণলতা যদি তাকে বিবাহ করতে না স্বীকার হতেন?

সুকু। (অধোবদনে, অস্ফুটস্বরে) বোধ হয় তাঁর দাদার মত হলে, তিনি তাতে অস্বীকার হতেন না।

বিনয়। আপনি কি তা ঠিক জানেন? নিশ্চিত জানেন?

সুকু। কেমন করে জানব, আমার বোধ হয়।

বিনয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক—স্বগত) আশা পেতে পেতে নীরাশ হলেম।

সুকু। আবার কি ভাবছ? আর কই, আপনার নিজের ভাবনার কথা ত আমাকে কিছু বল্লে না, একটা গল্পই বল্লে।

বিনয়। (সুকুমারীর মুখের প্রতি কিঞ্চিৎকাল নিরীক্ষণপূর্ব্বক হঠাৎ তাঁহার হস্ত ধরিয়া) সুকুমারী——

একজন ভৃত্যের ভীতভাবে প্রবেশ ও বিনয়ের সুকুমারীর হস্তপরিত্যাগ।

বিনয়। কিরে, তোর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে কেন? হয়েছে কি?

ভৃত্য। মশাই, বলতে আমার গা কাঁপচে। (কম্পন)।

বিনয়। (সভয়ে) কেনরে, হয়েছে কি?

ভৃত্য। মশাই, আমি সদরপুকুরের ধাপে বসে তামাক খাচ্চি, এমন সময় এক বেটা মোটা, অন্ধকারের মত কাল, ষণ্ডামার্ক গোছ্, যমের দূতের মতন চেহারা, হাতে এক গাছা মোটা লাঠি—আমাকে এসে জিগেস্ কল্লে, "হ্যাঁরে, এখানে বিনয়বাবু বলে কেউ একজন আচে"? আমি বল্লেম আচে। তা সে বেটা ফের জিগেস্ কল্লে, "অল্পদিন হল এসেচে, ছোঁড়াটার মত, ছিপ্‌ছিপে"? আমি বল্লেম, হ্যাঁ। আমি তাকে উল্‌টে জিগেস্ কল্লেম, "হ্যাগা, তাঁকে খুঁজচ কেন"? তা সে বেটা কিছু উত্তর দিলে না, কেবল আমার বাগে একবার কট্-মট্ করে চেয়ে চলে গেল। যাবার সময় যেন আপনা আপনি বলতে লাগল, "হুঁ, হুঁ, বেটার ঘুনিয়ে এয়েচে, বেটার ঘুনিয়ে এয়েচে"। মশাই, শুনে আমার বড় ভয় হল, তাই আপনাকে দৌড়ে বলতে এসেচি।

সুকু। (সভয়ে) একি, তোমার কি কোন শত্রু আছে নাকি?

বিনয়। (স্বগত) এত, দেখছি, নরপিশাচ মতিলালেরই কোন চর। কি না জানি একটা অভিসন্ধি কচ্ছে। আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আমাকে দেখিয়ে দিবি আয় দেখি, সেই লোকটা কোন দিকে গেল। তোর কোন ভয় নেই, আয়্। (সুকুমারীর প্রতি) আপনি উপরে যান্, আমি এখনই আসছি।

সুকু। দেখ; যেন কোন বিপদে পড় না।

বিনয়। না, আপনার কোন চিন্তা নেই, আপনি উপরে যান্।

সুকু। শীঘ্র ফিরে এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

খড়দা—শরৎবাবুর বাটীর অন্তঃপুর।

সরোজিনী আসীনা। বেচারামের প্রবেশ।

সরোজ। তোমাদের বিকাল বেলা আসবার কথা ছিল, এত রাত্রি হল কেন?

বেচা। দিদিঠাকরুণ, সে কথা আর কি বলব! দিদিঠাকরুণ, দাদাবাবুর মত মানুষ বুঝি পিরথিমিতে কখন জন্মায় নি।

সরোজ। (হাস্যপূর্ব্বক) কেন বল দেখি?

বেচা। বাড়ি আসব বলে, আমরা ত বেলা তিনটের সময় বাসা থেকে বেরিয়ে, তাড়াতাড়ি করে হাবড়ায় এলেম। এসে, দাদাবাবু এগিয়ে টিকিট্ কিন্‌তে যাচ্চেন, এমন সময় দেখেন্ কি না একটা বুড় মাগী একজায়গায় বসে হাঁপুসনয়নে কান্‌চে। দাদাবাবু তার কাছে গিয়ে জিগেস্ কল্লেন, হাঁ গা বাছা, তুমি কান্‌চ কেন? মাগীটে বল্লে, যে সে কলকাতায় কোন্ বাবুর বাড়ি চাকরি করে, তার ছোট ছেলের ব্যাম হয়েচে শুনে দেশে যাচ্ছিল। এক-জনকে টিকিট কেন্‌বার জন্যে টাকা দিছ্‌ল, তা সে বেটা, তার টাকাটি নিয়ে পালিয়ে গেচে। তার টাকাকে টাকাও গেল, আর গাড়ি চলে যায়, তার দেশে যেতে দেরি হবে, এই জন্যে সে কান্‌চে। দাদাবাবু তাই শুনে দৌড়ে গিয়ে তাকে একখানা টিকিট্ কিনে এনে দিলেন, আর সঙ্গে যে কটা খুজ্‌র টাকা ছিল, তাও তাকে দিলেন, বল্লেন এই টাকায় তোমার ছেলেকে ওষুদ্ কিনে দিও। মাগীটে ত পেয়ে বত্তে গেল, দাদাবাবুর পায়ে জড়িয়ে ধরে কান্‌তে কান্‌তে বল্লে—বাবা, তুমি আমাকে রক্ষে কল্লে,—বাবা, তোমার সোণার দোত কলম হোক,—বাবা তুমি চিরজীবী হও। দাদাবাবু ত কি করেন, আরে পাগল হয়েচে নাকি, পাগল হয়েচে নাকি, বলে, কোন মতে পা ছাড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে সরে গেলেন। যাবার সময় দেকি দাদাবাবুর চকে এক ফোঁটা জল। ও কি দিদি-ঠাকরুণ, তোমারও যে দেকি চকে জল!

সরোজ। (হাস্যপূর্ব্বক) আমার চকে জল কই, বাঃ! তার পর কি হল?

বেচা। তার পর আর কি হবে, খুঁজে খুঁজে ত দাদাবাবুকে বের কল্লেম। আমাকে দেখে বল্লেন, এখন বাড়ি যাওয়া হল না, চল বাসায় ফিরে যাই। কিন্তু দাদাবাবু, একেবারে থলিঝাড়া, সঙ্গে পেরুণি পয়সা পর্য্যন্ত একটা নেই। তা ভাগ্‌গিস্‌ আমার ট্যাঁকে গোটা কতক পয়সা ছিল তাই রক্ষে। তাই দিয়ে পার হয়ে আমরা বাসায় ফিরে গেলেম। তার পর এই এখন আসচি।

সরোজ। তোমার দাদাবাবু এতও জানেন। আমরা ভাবনায় মরি; না জানি কি হল। তা এসে আবার গেলেন কোথায়?

বেচা। উত্তরপাড়ার বনমালী বাবুর সঙ্গে কথা কচ্চেন।—আচ্ছা দিদি-ঠাকরুণ্‌, সেবারে আমি কল্‌কাতায় যাবার সময় আমাকে যে বলেছিলে, আমি এবার ফিরে এলে তোমার সব কথা বলবে, তা বল।

সরোজ। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগপূর্ব্বক) আচ্ছা, বলি শোন। আমাদের ওপাড়ায় বাড়ি ছিল। আমার যখন ৯ বৎসর বয়স, বাবা মরে গেলেন। সেই দুঃখে শোকে মার ব্যারাম হল, আর বাবার কিছু ধার ছিল, সেই ধারের জন্য দেনাদারেরা এসে আমাদের দিবারাত্র বিরক্ত করতে লাগল। বড় কষ্টে দিন যাচ্ছে, এমন সময় একদিন শরৎবাবু গিয়ে মার সঙ্গে দেখা করলেন। আর মাকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, "আপনার কোন ভয় নেই, যিনি বিপদে ফেলেছেন, তিনিই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।" যখন উঠে চলে যান্‌ তখন আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, "দেখ, সরোজ, এই কতকগুল কি কাগজ রয়েছে, তোমার মাকে দাও গে"। আমি এসে সেই কাগজগুল মার হাতে দিলেম। মা দেখেই উঠে বসে বল্লেন, "একি, তোকে এ দিলে কে, সরোজ?" আমি বল্লেম, শরৎবাবু দিয়েছেন। মা শুনে খানিক চুপ করে থেকে বল্লেন, "মা, শরৎবাবু একজন দেবতা, মানুষ কখন নন্‌। দেখ্‌, শিগ্‌গির, তিনি কোথা গেলেন"। আমি এই বাড়ি পর্য্যন্ত ছুটে এলেম, কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলেম না, শুনলেম তিনি কলকাতায় চলে গিয়েছেন। আমি ফিরে এলে মা আমাকে বল্লেন, "মা, শরৎবাবু আমাদের সব ধার আপনার টাকা দিয়ে শুধেছেন, আর নগদ ১০০ টাকার নোট দিয়ে গিয়েছেন। আর আমাদের কোন ভাবনা নেই"। কিন্তু মার ব্যারাম আর সারল না। (অশ্রু-ত্যাগ)। তাঁর শেষ সময়ে শরৎবাবুকে ডাকিয়ে পাঠালেন। তিনি এলে তাঁকে

বল্লেন, "বাবা শরৎ, আমি চল্লেম। আমার সরোজ রইল, ওকে দেখ। ম্যর আমার আর কেউ নেই। বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, চিরকাল সুখে থেক।" (অশ্রুমোচন)। তার কিছু পরেই মার মৃত্যু হল। এ পাপ পৃথিবী ত্যাগ করে গেলেন। সেই অবধি আমি এইখানে আছি। (দীর্ঘনিশ্বাস)।

বেচা। (চক্ষু মুছিয়া) আচ্ছা, দিদিঠাকরুণ্, তোমার আর ছোটদিদি-ঠাকরুণের বয়েস ত এখন পনর ষোলর উপর হবে, তা দাদাবাবু তোমাদের বে দেয় না কেন? পাড়ার সকল লোকে ঐ কথা বলে, আর কত নিন্দে করে।

(সরোজ লজ্জাবনতমুখী)।

বেচা। বল না, দিদিঠাকরুণ্? তা আর লজ্জা কি, আমি একটা ছেলে ছোগরা বই ত নই? বে দেয় না কেন?

শরৎবাবুর প্রবেশ।

শরৎ। কিরে, বেচারাম, কার বে রে? তোর না কি? তুই বে করবি?

সরোজের সসম্ভ্রমে উত্থান ও বেচারামের প্রস্থান।

সরোজ। আসুন, ভাল আছেন ত? আপনার আসতে দেরি হল কেন, তারই কথা হচ্ছিল, আর একথা সেকথা।

শরৎ। (সস্নেহে) তুমি ভাল আছ ত?—উঃ, তুমি মস্ত বড় হয়েছ। আমি ছ মাস বাড়ি আসি নি, এরই মধ্যে এত বেড়ে উঠেছ। হঠাৎ দেখলে যেন সে সরোজ বলে বোধ হয় না।

সরোজ। (হাস্যপূর্ব্বক) হাঁ, আমি ভাল আছি, আপনি বসুন্।

শরৎ। (আশ্চর্য্যভাবে) একি, সরোজ, আমি আগে বাড়ি এলে, আমার কাছে দৌড়ে আস্‌তে, আর এখন যেন বোধ হচ্ছে আমার কাছ থেকে সরে সরে ডাঁড়াচ্ছ, আর আমাকে "আপনি", "আসুন্", "বসুন্" বলে কথা কচ্ছ! এর মানে কি! আমার উপর রাগ করেছ?

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) আপনার উপর রাগ?

শরৎ। ফের "আপনার"! তবে কি?

সরোজ। কই, কিছুই ত নয়? আপনি এখন বসুন।

শরৎ। আবার? আবার "আপনি", "বসুন"? তোমার পায়ে পড়ি, সরোজ, কি হয়েছে, বল।

সরোজ। ছি, ছি, অমন কথা মুখে আন্‌বেন্ না। (সাশ্রুনয়নে) আমি আপনার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করে আছি। মার মৃত্যু হলে পর, আপনি না দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিলে, আমি না খেতে পেয়ে এতদিন মরে যেতেম। আপনার কি আমাকে অমনতর কথা বলা উচিত?

শরৎ। আমি চল্লেম। আমি এখনি কলকাতায় ফিরে যাব। (গমনে উদ্যত)।

সরোজ। করেন্ কি, করেন্ কি? কলকাতায় ফিরে যাবেন্ কেন। লোকে বলবে কি?

শরৎ। লোকে বলবে কি, তা আমি কি জানি? আমি এখনই যাব। তোমাকে আমি একদিন না দশদিন বলেছি, আগেকার কথা আমার কাছে তুলনা। সুকুমারী আমাকে যে রকম দেখে, তুমিও আমাকে ঠিক সেই রকম দেখবে। তা না, ফের সেই পঞ্চাশ বছরে পুরাণ কথা? আমি অবশ্য যাব। কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলব, সরোজ আমার সঙ্গে ঝকড়া করেছে, তাই চলে যাচ্ছি। (গমনের উপক্রম)।

সরোজ। (শরৎবাবুর হস্ত ধরিয়া) আমার দোষ হয়েছে, ক্ষমা করুণ্। আর আমি অমন কথা মুখে আনব না। আপনি যাবেন্ না।

শরৎ। (দুঃখিতস্বরে) সরোজ, তুমি কি আমাকে ভাল বাস না? ওরকম কথা বল্লে আমার মনে যে কষ্ট হয়, তাকি তুমি জান না, সরোজ? আর আমাকে "আপনি", "আপনি" কচ্ছ কেন? এতকাল ত আমাকে "আপনি" বলে কথা কওনি?

সরোজ। ছেলেবেলা বুঝতে পারিনি বলে বলেছি, তা "আপনি" বল্লে কি কোন দোষ হয়?

শরৎ। "আপনি" বল্লে কেমন পর পর ঠেকে। "তুমি" যেমন আদরের সম্ভাষণ, "আপনি" তেমন নয়।

সরোজ। কেন, ছেলেপিলে বড় হলে বাপ মাকে "আপনি" বলে কথা কয় যে? তাতে কি তারা পর হয়ে যায়?

শরৎ। আপনি যা বল্লেন্ তা সবই ঠিক্, কেবল আমার মনের সঙ্গে মেলে না। তা আপনি ডাঁড়িয়ে রইলেন্ কেন, বসুন্ না।

সরোজ। (হাস্যপূর্ব্বক) ও আবার কি ! থাকেন্, থাকেন্, এক মূর্ত্তি ধরেন্ !

শরৎ। তুমি আমাকে আপনি বলতে পার, আর আমি পারিনে বুঝি ?— সরোজ, তোমার মনে কি একটা হয়েছে। সত্য করে বল দেখি। আমিত কিছু ভেবে ঠিক্ পাইনে। (চিন্তিতভাবে স্থিতি)।

সরোজ। (শরতের মুখের প্রতি সতৃষ্ণদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক স্বগত) শরৎ, কেন যে তোমাকে আপনি বলি তা বুঝতে পারনা, এই দুঃখ।

সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকু। (আহ্লাদে এই যে দাদা এসেছে ! কতক্ষণ এসেছ, দাদা ?

শরৎ। (সাদরে) এই আস্ছি, তুমি ভাল আছ ত ?

সরোজ। (সহাস্যে) তবে যে বলেছিলি, "দাদা বাড়ি এলে দাদার সঙ্গে কথা কইব না ?"

নেপথ্যে। মার, মার——অরে ডাকাত পড়েচে, পালা, পালা।

সকলে। (সোদ্বেগে) একি ? একি ?

বেচারাম ও দুইজন ভৃত্যের বেগে প্রবেশ।

ভৃত্যগণ। মশাই, ডাকাত পড়েচে, ডাকাত পড়েচে !

শরৎ, সরোজ ও সুকু। সে কি ? সে কি ?

একজন ভৃত্য। মশাই, দেশে মন্বন্তর হয়ে যে আজকাল এখানে সেখানে ডাকাতি হচ্চে, তা জানেন না ?

শরৎ। তাত আমি কিছু জানিনে ! আমি যে এই এলেম। কল্‌কাতার এত কাছে ডাকাতি ? (সুকুমারীর প্রতি) বিনয় কোথায় ?

সুকু। তাত বলতে পারিনি।

সরোজ। এমন বিপদের সময়ে গেলেন্ কোথায় ?

সুকু। দাদা, কি হবে ? (ক্রন্দন)।

শরৎ। তোমাদের কিছু ভয় নেই। আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের কোন বিপদ্ হবে না।

(নেপথ্যে উক্তপ্রকার গুরুতর শব্দ। সুকুমারী ও সরোজিনীর পরস্পরের হস্তাবলম্বন।)

শরৎ। (আলমায়রা হইতে একটা রিভল্ভর্ বাহির করিয়া সত্বরে প্রস্তুত করণ)। (ভৃত্যদিগের প্রতি) তোদের কোন ভয় নেই। তোরা এই ঘরের দরজাগুল বন্ধ করে, দরজায় বেশ করে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়া। যেন পিস্তল ভরতে ভরতে না এঘরে এসে পড়তে পারে। তোদের কোন ভয় নেই, আমি যা যা বলি কর্।

(ভৃত্যদিগের তদ্রূপকরণ ও ভয়ে কম্পন।)

নেপথ্যে। অরে, এইখানে মই লাগা, এইখানে মই লাগা। শিগ্‌গির।— ওঠ না সাহেব।

ভৃত্যগণ। ওরে বাবারে, ও আবার কি? আর একদল না কি? মই নাগিয়ে উঠ্‌চে। এইবারেই গিচি। (আর্ত্তনাদ।)

সুকু। দিদি, আমার গলা শুকিয়ে উঠ্‌ছে, আর বুকটা কেমন কচ্ছে। তুমি আমাকে ধর।

সরোজ। (চক্ষু মুছিয়া) জগদীশ্বর!

শরৎ। আর একটা ছোট পিস্তল ছিল যে, কি হল?—এই যে। (প্রস্তুত করিয়া একজন ভৃত্যের প্রতি) অরে, তুই এই পিস্তলটা ছুঁড়তে পারবি? এই দেখ্, এমনি করে ঘোড়াটা তুলবি, তার পর নিচের দিকে এইটে টান্‌বি——

ভৃত্য। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আজ্ঞে——এ——এ——এ।

শরৎ। (ক্রুদ্ধভাবে) এক আজ্ঞে বলতেই তোর সাত বৎসর গেল, তুই সব করবি দেখছি। (সোৎকণ্ঠে) কি করি? (ক্ষুদ্র পিস্তলটা টেবিলের উপর রাখিয়া) এই খানে ত থাক্, তার পর যা হয় হবে। (সরোজিনী ও সুকুমারীর প্রতি) তোমাদের কোন ভয় নেই। এই দুটো পিস্তলের গুলিতে আমি বিশ জন ডাকাতকে শোয়াতে পারি। স্থির হয়ে থাক। তোমরা এখন অধৈর্য্য হলে, সকল দিক্ নষ্ট হবে।

(নেপথ্যে ভয়ানক কোলাহল ও একটা গবাক্ষ ভঙ্গ করিয়া তরবালাদি-

হস্তে গোপীনাথ ও জন কয়েক লাঠিয়ালের গৃহমধ্যে প্রবেশের চেষ্টা। শরৎ-কর্ত্তৃক ক্ষিপ্ত গুলি দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া গোপীনাথের পতন ও মৃত্যু। তাহার অনুচরদিগের পলায়ন)।

শরৎ। (গোপীনাথের তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক) এতে উপকার দেখতে পারে। (অগ্রসর হইয়া লাঠিয়ালদিগের প্রতি পুনঃ পুনঃ গুলি করণ)।

নেপথ্যে। ওরে, পালা, পালা, বেটাদের হাতে দশ বারটা বন্দুক আছে, পালা, পালা।

নেপথ্যে। ড্যাম, কাউআর্ড্‌স্‌।

(দুই জন গোরার বেগে প্রবেশ ও সহসা তাহাদিগের উভয়ের তরবারির অভিঘাতে শরতের হস্ত হইতে পিস্তল স্খলন।)

শরৎ। (বজ্রনিনাদে) জগৎ দেখুক্, বাঙ্গালিদের কাপুরুষ অপবাদ সত্য কি মিথ্যা। (ভীষণবেগে উভয়কে অসিহস্তে আক্রমণ)।

(একজন গোরার নিধনপ্রাপ্তি, ও তাহার মৃতদেহাক্রান্ত হইয়া শরতের পতন। তাঁহার পুনরুত্থানের চেষ্টা। সুকুমারীর ভয়দুঃখবিহ্বল হইয়া ক্রন্দন।)

দ্বি—গো। (শরতের বক্ষোপরি দণ্ডায়মান হইয়া ও তাঁহার গলদেশে নিজহস্ত-স্থিত করবালের অগ্রভাগ সংস্থাপন পূর্ব্বক) আই হ্যাভ ইউ নাউ, ব্লডী নিগর্‌।

শরৎ। আমি মরি, কিন্তু স্বর্গ সাক্ষী বাঙ্গালি কাপুরুষ নয়। সরোজিনী! সুকুমারী!

নেপথ্য। অরে, বেটা পড়েছে, আয়্, আয়্।

সরোজ। আর আমি থাকতে পারিনে। আমি স্ত্রীলোক, কিন্তু অনাথের নাথ আমার সহায়! ইংরাজরাক্ষসের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার এভিন্ন উপায় নাই। (উল্লিখিত ক্ষুদ্র পিস্তলদ্বারা গুলি করিয়া দ্বিতীয় গোরাকে শমনসদনে প্রেরণ)।

লাঠিয়ালদিগের পুনঃপ্রবেশ ও শরতের
উঠিয়া তরবারি গ্রহণ।

লা—গণ। (সভয়ে) অরে, বাবা, বেটা আবার উঠেচে যে রে!

[উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন।

(শরতের তদনুসরণের উপক্রম)

সরোজ ও স্নকু। (শরতের হস্ত ধরিয়া) ওরা পালিয়েছে, আর তোমাকে যেতে হবে না।

শরৎ। সরোজ, তুমি আজ আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। তা সে কথা পরে হবে। আমি একবার দেখে আসি কোথায় কি হল। (নিষ্ক্রমণ)।

সরোজ ও স্নকু। তুমি যেওনা, তুমি যেওনা, আবার কি বিপদ হবে।

[শরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উভয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে, দূরে, খড়্গাপ্রহারাদি শব্দ ও কোলাহল)।

৩য় ভৃ। (উঠিয়া দুই হস্ত দ্বারা মস্তক ধরিয়া) অরে আমার গর্দানটা তরোয়ালের চোটে কেটে ফেলেছে কিনা দেখ্ ত। (কম্পন)।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

খষড়া—শরৎবাবুর বাটী।

পর্য্যঙ্কোপরি শরৎবাবু নিদ্রিত, নিকটে সরোজিনী আসীনা।

সরোজ। (শরতের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে) আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। এই রকম দিবারাত্রি তোমার কাছে থাক্‌লে কখন মনের কথা বেরিয়ে পড়বে। তা হলে আর লজ্জা অপমান রাখবার জায়গা থাকবে না। যত কাছে থাকি, যত তোমাকে দেখি, ততই ভাল বাসতে ইচ্ছা করে। এক একবার ইচ্ছা হয়, শরৎ, তোমাকে সব বলে ফেলে মনের অসহ্য যাতনা নিবারণ করি। কিন্তু সাহস হয় না। কেমন ভয় করে। আর তাতে আমার উপকারই বা কি? তুমি ত একে প্রতিজ্ঞা করেছ বিবাহ করবে না। তাতে আবার আমার এমন কি গুণ আছে, যে তোমার মন আকর্ষণ ক'রতে পারি। সমানে সমানে প্রণয় হয়। কিন্তু তোমাতে আমাতে স্বর্গপৃথিবী হতেও অধিক বিভেদ। তোমার অন্তঃকরণ দয়া, স্নেহ, উদারতার আধার। তোমার গুণে মোহিত হয় না, পৃথিবীতে এমন লোকই নেই। মা বলেছিলেন, "মা, শরৎবাবু একজন দেবতা, মানুষ কখন নন্"। আমি তখন সে কথাটার মানে বুঝ্‌তে পারিনে, এখন পাচ্ছি। আর আমি,—আমি কি? দুর্ব্বল অন্তঃকরণ একজন সামান্য স্ত্রীলোক মাত্র। এমন কিছুই নই, যে তোমার ভাল বাসার যোগ্য হতে পারি। ভায়ের ভাল বাসা নয়,—আরও কিছু—আরও বেশি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)। যদি বলে ফেলে রাগ কর,—ঘৃণা কর? নাঃ, আমার মনের আগুন্ মনেই থাকুক্। (অশ্রুত্যাগ)। আমি চিরদুঃখিনী,—জন্মদুঃখিনী। যার বাপ্ মা নেই, তার চেয়ে আর দুঃখী কে? (অশ্রুমোচন)। আর আমি এখন গেলে তোমার কিছু ক্ষতি হবে না। সুকুমারী রইল, সেই তোমার

সেবাশুশ্রূষা করবে। (উঠিয়া — সরোদনে) প্রিয়তম, হৃদয়েশ, আমি চল্লেম,—জন্মের মত চল্লেম। জগদীশ্বরের নিকট এই মাত্র ভিক্ষা, যেন মরবার আগে একবার তোমার মুখ দেখে, তোমাকে সুখী দেখে, মরতে পারি। (অশ্রুসম্বরণ পূর্ব্বক—নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) বেচারাম ?

নেপথ্যে। আজ্ঞে——এ——এ।

সরোজ। একবার এইদিকে এস।

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। কেন গা দিদিঠাকরুণ্ ?

সরোজ। বাবু ঘুমিয়েছেন্। তুমি একটু এইখানে বস।

বেচা। যে আজ্ঞে। (উপবেশন)।

(অশ্রুপূর্ণনয়নে শরতের প্রতি কিছুক্ষণ অবলোকন করিয়া সরোজিনীর প্রস্থান।)

বেচা। ধন্যি মেয়ে যা হোক্। এই একমাস ধরে, সেই ডাকাতির দিন থেকে—যেদিন ডাকাতদের ধত্তে গিয়ে পড়ে গিয়ে দাদাবাবুর পা ভেঙ্গে গিছ্লো— সেই দিন থেকে দিদিঠাকরুণের একেবারে আহার নিদ্রে পরিত্যাগ। দিন রাত্তির দাদাবাবুর সেবায় ব্যস্ত। আর কাকেও কিছু কত্তে দেন্ না, যা ছোট-দিদিঠাকুরুণ্কে এক এক বার। তাও কি ইচ্ছে করে দেন্। ছোটদিদি-ঠাকুরুণ্ নেহাত্ ছাড়েন না তাই। দাদাবাবুর একটু বেদনা যাতনা হলে যেন একেবারে মরে যান্। আমি একবার একবার লুকিয়ে দেকেচি, দাদাবাবুর ব্যাম হয়েচে বলে, দিদিঠাকুরুণ্ বসে বসে কাঁন্‌চেন্। আর আমাদের এটা কর্ সেটা কর্, বলে একজাই হুকুম করা নেই। সব নিজের হাতে কচ্চেন্।——ডাকাতি নিয়ে থানার সাহেবরা কি গোলমালটাই করলে যা হোক্!

শরৎ। (নিদ্রাভঙ্গে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া) কই, তোর দিদিঠাকুরুণ্‌রা কোথারে, গেল্লেন, কোথায় ?

বেচা। আজ্ঞে, বড়দিদিঠাকুরুণ্ এই মাত্তর যাচ্চেন্, তা আমি ডেকে আন্‌চি।

[প্রস্থান।

শরৎ। আমার জন্য সরোজ কি ক্লেশই না করেছে, কিন্তু একবারও মুখ ম্লান দেখিনি। সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। আহার নাই, নিদ্রা নাই, তবু প্রফুল্ল। যখন আমার বড় যাতনা হ'ত,সরোজ একবার আমার কাছে বস্‌লেই যেন সব সেরে যেত। স্ত্রীলোকের হৃদয় কারুণ্য কোমলতায় গঠিত। পরের সুখে সুখ, পরের দুঃখে দুঃখ; নিজের জন্য কিছুই না। সরোজ এবার আমাকে এমন করে যত্ন না করলে, হয়ত বাঁচতেমই না। ডাকাতির রাত্রির ত কথাই নেই।—— আমার মনটা দিন কয়েক অবধি কেমন হয়েছে। সরোজকে এক মুহূর্ত্ত না দেখ্‌তে পেলে কষ্ট হয়। এর কারণ কি? আমার ভয় হচ্ছে——(চিন্তিত ভাবে) স্বীকার করতে লজ্জাই বা কি? কৃতজ্ঞতা মাত্র। কৃতজ্ঞতা কি পাপ?——সরোজকে আমি ভাল বাসি, সত্য। কিন্তু সে ভায়ের ভাল বাসা। তাতে ত কিছু দোষ নেই? আমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নয়।———আচ্ছা, আমি এই চার পাঁচ দিন দেখছি, আমি মুখের বাগে চাইলেই সরোজ যেন লজ্জিত, লজ্জিত, হয়——মুখ ফিরিয়ে নেয়। (চিন্তিত)।

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। কই, তাঁকেত কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না।

শরৎ। ফের্ দেখ্‌গে যা ভাল করে, এঘর ওঘর কোথায় আছেন্। যাবেন্ কোথায়।

[বেচারামের প্রস্থান।

এক খানা পত্র লইয়া সরোদনে সুকুমারীর প্রবেশ।

সুকু। দাদা একি? দিদি কোথায় গেলেন্? তুমি কি দিদিকে কিছু বলেছ?

শরৎ। (ব্যস্তভাবে) কেন, কেন, কি হয়েছে? তিনি কোথায়?

সুকু। এই শোন। (দুঃখ পীড়িত স্বরে লিপিপাঠ)।

"প্রিয় ভগ্নী,

তোমাদিগের নিকট যে কতদূর কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি তাহা বলিতে পারি না। আমি পিতৃমাতৃহীনা অনাথা বালিকা। কিন্তু তোমাদিগের স্নেহে, তোমা-

দিগের অনুকম্পায়; দুঃখ কাহাকে বলে জানিতাম না। যে স্থানেই থাকি, যত-দিন জীবিত থাকি, তোমাদিগকে কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। ভগ্নি, কিছু মনে করিও না, আমি চিরকালের জন্য তোমাদিগের নিকট বিদায় হইলাম। আমার জন্য বৃথা দুঃখ কিম্বা অন্বেষণ করিও না। এই পৃথিবীতে আর আমা-দিগের সাক্ষাৎ হইবে না। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যে তোমরা চিরকাল সুখে থাক। সুকুমারী, প্রিয় ভগ্নী, তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই। সুকুমারী, দিনান্তে অভাগিনীকে এক একবার স্মরণ করিও।

দুঃখিনী সরোজ।"

(অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক) সমস্ত চিঠি খানার মধ্যে একবার তোমার নাম করেন্ নি। দাদা, তুমি কি আমার দিদিকে কোন তিরস্কার করেছিলে ?—দাদা, আমার মনটা কেমন কচ্ছে, কি বলতে কি বলছি,—আমার উপর রাগ কর না। (ক্রন্দন)।

শরৎ। (চক্ষু মুছিয়া) সুকুমারী, আমি কি কখন, কোন দিন, তোমাদের কিছু বলেছি ? সুকুমারী, আমি কি পশু ?

বিনয়ের উৎকণ্ঠিতভাবে প্রবেশ।

বিনয়। একি ? বাড়ির মধ্যে গোল উঠেছে, দিদিঠাকুরুণ্ গেলেন্ কোথায় ?

শরৎ। (সকরুণস্বরে) ভাই, এই দেখ। (সরোজের পত্র প্রদান।)

বিনয়। (পাঠান্তে) কি সর্ব্বনাশ ! এর মানে কি ?

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। এই চিঠি খানা ডাকে এসেচে।

[বিনয়কে পত্রপ্রদান ও প্রস্থান।

বিনয়। (শীঘ্র পত্র পাঠ করিয়া) এই আবার আর এক বিপদ ! নন্দ-বাবু লিখ্ছেন, যে অনন্তপুরের জজ আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যাদোষারোপের অভি-যোগ করেছেন্।

শরৎ। কোথায় বিচার হবে, কবে ?

বিনয়। হুগ্ লিতে। এখন তার চোদ্দ দিন বিলম্ব আছে।

বেচারামের পুনঃপ্রবেশ।

বেচা। মশাই, এই আর এক খানা চিঠি। মোক্তার মশাই পাঠিয়েচেন্।

শরৎ। দেখি, দেখি। (পত্রপাঠ পূর্ব্বক) আর এক অভিযোগ! মতিলালের। এই শনিবারের পরের শনিবারে।

সুকু। সকল বিপদ এক সঙ্গে উপস্থিত ! (ক্রন্দন)।

বিনয়। পৃথিবীর নিয়মই। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ)।

শরৎ। হ্যাঁ, অনেক সময়ে বটে। সুকুমারী, বিপদ্ উপস্থিত হলে বিলাপ করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কোন লাভ নেই। সকলের জীবনই এক একটি প্রশস্ত বিপদ্ ক্ষেত্র।

সুকু। দাদা, মন যে মানে না, দিদির জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। (অতিশয় রোদন)।

শরৎ। (বেচারামের প্রতি) তুই যা, সরকার মহাশয়কে ডেকে আন্‌গে।

[বেচারামের প্রস্থান।

শরৎ। (সুকুমারীর প্রতি) সুকুমারী, তোমাদের ঘরে সরোজের যে ফটোগ্রাফ্ খানা আছে, সেই খানা নিয়ে এস দেখি।

[সুকুমারীর প্রস্থান।

শরৎ। (সত্বরে উঠিয়া বিনয়ের প্রতি) বিনয়, তুমি রইলে। সুকুমারীকে দেখ, আর তোমাতে সরকারমহাশয়েতে পরামর্শ করে মকর্দ্দমার যা হয়, কর। সরোজের জন্য আমার মন অস্থির হয়েছে, আমি তাঁর অনুসন্ধানে বেরুলেম্। (প্রস্থানের উপক্রম)।

বিনয়। আপনি না থাকলে মকর্দ্দমা চলবে কেমন করে ? মকর্দ্দমার দিনত অন্ততঃ আপনাকে থাকা চাই ?

শরৎ। আমি তার পূর্ব্বেই ফিরব। সুকুমারীকে দেখ, যেন কাঁদে না। ছেড়ে দেবে না বলে ফটোগ্রাফের নাম করে পাঠিয়ে দিয়েছি।

[নিষ্ক্রমণ।

বিনয়। বলি-

[প্রস্থান।

সুকুমারীর পুনঃপ্রবেশ।

সুকু। অ দাদা, দাদা কোথা গেলে? দাদা—আ—আ?

[ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

খষড়া। শরৎবাবুর বহির্ব্বাটীস্থ উদ্যান ও পুষ্করিণী।

বৃদ্ধস্ত্রীলোকের বেশে মতিলাল ও চারিজন লাঠিয়ালের প্রবেশ।

মতি। (স্বগত) এতদিন পৃথিবীতে বাস করে আর কিছু শিখে থাকি আর না থাকি, এইটে অন্ততঃ খুব শিখেছি, যে একবার বিফল হয়ে কোন কাজে নিরুদ্যম হতে নেই। আর ধনে আর চেষ্টায় হয় না, জগতে এমন কিছুই নেই। সফল হব বলে প্রতিজ্ঞা করলে, সফল হওয়া যায়ই যায়। লক্ষ্মীর বরপুত্রদের ত কথাই নেই।——কাজ হতে না হতেই গুপে বেটা অক্কা পেলে এইটেই ভারি আপ্সোষ্। বেটা এসব বিষয়ে খুব পঁক্ত ছিল।—মরেছে, একরকম ভালও হয়েছে বলতে হবে। বেটা আমার অনেক কথা জানত। সে বারটা যা হোক্ বড় রক্ষাই পেয়েছিলেম—ধনে, প্রাণে, মানে। গুপে আর দু এক বেটার উপর দিয়েই যত চোট্ গিয়েছে। আমি মনে করতেম, শরৎ ছোঁড়া আজকালের একটা বয়ের পোকা। ওর যে বন্দুক ছোড়া কস্ত আছে, তা কে জানে। বেটা আবার সেই সময়েই বাড়ি এসে উপস্থিত। গের আর কি। তা আমিও

আজ বন্দুক এনেছি। এবারে কিন্তু সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে। নেড়া করার বেল তলায় যায়। যে মকদ্দমা বাঁধিয়েছি, শিগ্‌গিরই বেটার সর্ব্বস্বান্ত হবে, তখন বেটা আমার হাতে আসবে। বিষদাঁত না ভেঙ্গে দিলে সাপ বশ হয় না। টাকাই মানুষের বিষদাঁত। গরিবদের যে দিকে ইচ্ছা খেলান যায়। (প্রকাশ্যে অনুচরদিগের প্রতি) তোরা বুঝে সুঝে চলিস্। ঠিক যে রকম বলে দিইছি। ধরা পড়লেই সর্ব্বনাশ। কি বলতে হবে মনে আছে ?

লা—গণ। আমাদের সব সাজ্ সাজা অভ্যেস আচে। আপনাকে আর শিকিয়ে দিতে হবেনা।—"জয় রাধেকৃষ্ণ, দুট ভিক্ষে পাইগো, মা জননী"।

নেপথ্যে শব্দ।

মতি। চুপ্। ও কিসের শব্দ রে ?

১ম লা। আমি দেখে আসচি।

প্রস্থান ও অনতিবিলম্বে পুনঃপ্রবেশ।

১ম লা। মশাই, বড় মজা হয়েচে ! বড় ছুঁড়িটে নাকি একবেটা নাপ্তের সঙ্গে বেরিয়ে গেচে, আর তাদের ধরে আনবার জন্যে শরৎ দত্ত নিজে বেরিয়েচে।

মতি। আরে, বলিস্ কিরে ! এ যে পাথরে পাঁচ কিল্ !

১ম লা। কি বকসিস্ দেবেন্, তাই বলুন্। এমন সুখবর এনে দিইচি।

মতি। অবিশ্যি। নাপ্তের পো খুব রগড়টা নিলে যা হোক্। ও শব্দটা কিসের রে ?

১ম লা। বেটাদের বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গিয়েচে, তারি শব্দ।

মতি। অরে, ঐ যে কে তিন জন এই বাগে আসছে না ? নে, নে, কাপড় চোপড় ঠিক করে নে, শিগ্‌গির, শিগ্‌গির। (এক জন লাঠিয়ালের প্রতি) আরে বেটা, মাথার কাপড় একটু নাবিয়ে দে। (অন্য এক জনের প্রতি) আরে বেটা, তোর নেজ বেরিয়ে রইল যে ? এমন সব বোকা নিয়েও কাজ করতে হয়।

সুকুমারী, বিনয় ও ভগবানের প্রবেশ।

সুকু। (ভগবানের প্রতি) দাদার কিছু উদ্দেশ পেলেন্ কি? কোন্ দিকে গিয়েছেন্?

ভগ। না, মা।

সুকু। দিদির?

ভগ। না, মা,—তাঁরও কিছু খবর পাই নি।

সুকু। (বিনয়ের প্রতি) দাদা যে সময়ে চলে যান্, তুমি আমাকে চেঁচিয়ে ডাক্‌লে না কেন?

বিনয়। আমি সে সময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে ছিলেম। বিপদের উপর বিপদ্, আমি এমন কখন দেখি নি।

ভগ। চিন্তা কি, মা?—মা জগদম্বা রক্ষা করবেন্।

সুকু। প্রথমে দিদি গেলেন্, তার পর দাদা গেলেন্, আর তা ছাড়া দুটো শত্রু মকদ্দমা। না জানি ভবিষ্যতে আমাদের জন্য আরও কি সঞ্চিত আছে।

ভগ। অমনকরে বিপদ্ ডাক্‌তে নেই, মা—ওতে অমঙ্গল হয়। কিসের ভয়? ভয় কি? গ্রামের সবলোক আমাদিগের দিকে, সকলেই বাবুর জন্যে দুঃখ কচ্ছে।

বিনয়। (সুকুমারীর প্রতি) রাত্রি হয়েছে, আপনি শুন্ গে।

লা-গণ। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) জয় রাধেকৃষ্ণ, দুটি ভিক্ষে পাই গো, মা জননী।

ভগ। (সাশ্চর্য্যে) এত রাত্তিরে ভিক্ষে কিরে, বাবু! কাল সকালে আসিস্, যা।

লা—গণ। (ক্রন্দনের স্বরে) আমরা তিন দিন অবধি কিছু খেতে পাই নে। দুটি খেতে দাও, বাবা। তোমাদের ধনে পুতে লক্ষ্মী লাভ হবে, বাবা।

সুকু। আচ্ছা, তোমরা আমার সঙ্গে এস, বাছারা, আমি দিচ্ছি। (অগ্রসরণ)।

মতি। (স্বগত) তোমার অধরসুধা ভিক্ষা চাই, সুন্দরি।

ভগ। গায়ের ওপর ঢলে পড়িস্ কেন রে মাগী? পথ দেখ্‌তে পাস্‌নে নাকি?

লা-গুণ। জয় রাধেকৃষ্ণ॥

(সুকুমারী, বিনয় ও ভগবানের উপর হঠাৎ আক্রমণ ও তাঁহাদিগের মুখমধ্যে বস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে দৃঢ়রূপে বন্ধন।)

মতি। বস্। কেউ যেন একটা হুঁ শব্দ না করে। তোরা এক এক জন এক এক পথে যাবি। কে কোন্ দিকে গেল, যেন কোন মতে না ঠিক করে উঠ্‌তে পারে। আমি মাল নৌক করে ভাগলপুরে চালান দেব।

[বিনয় ও সুকুমারীকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজমহলসন্নিকটস্থ উপত্যকা ভূমি।

অশ্বপৃষ্ঠে শরৎবাবুর প্রবেশ।

শরৎ। কি রম্য দৃশ্য! আমি পূর্ব্বে কখন পর্ব্বত দেখি নি। চিত্রে আর বাস্তবে কত প্রভেদ! সম্মুখে মধ্যরাত্রির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ গিরিশৃঙ্গ, চতুর্দ্দিকে হরিততৃণাচ্ছাদিত মাঠ, মধ্যে মধ্যে অত্যুচ্চ তরুদণ্ড, দূরে ক্ষুদ্র নদী—ঠিক যেন রৌপ্যতন্তু। মনুষ্যবসতির চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হয় না।—স্বতঃই মনে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হয়। যে নিতান্ত হতভাগ্য তারও মন কিয়ৎ কালের জন্য সুস্থিরতা লাভ করে। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) কিন্তু আমার মন শান্ত হবার নয়—অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। মৃত্যুর সময় সরোজের মা আমার উপর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করে যান্। মনে কর—যদিও এ অসম্ভব—মনে কর তিনি যদি হঠাৎ এসে আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করেন্, "বিশ্বাসঘাতক, আমার সরোজ কোথায়?" আমি কি উত্তর দিতে পারি?—এ স্থানে অন্বেষণ করলেম, এত অন্বেষণ করলেম কিন্তু সরোজের কোন সন্ধানই পেলেম না।

শুনলেম, তাঁর এক মাতুল রাজমহলে কর্ম্ম করেন্, দেখি যদি এইখানেই এসে থাকেন। কিন্তু বিফলপ্রযত্ন হলেম। এখানে তাঁর কেউই নেই। (পশ্চাদ্দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) সহিস্টে আবার গেল কোথায়? যখু—উ—উ?

যখুর প্রবেশ।

যখু। খোদাবন্দ।

শরৎ। কঁহা গিয়াথা?

যখু। অভিতো চলে আওতে হেঁ হুজুর। ক্যা হুকুম, মহারাজ?

শরৎ। তোম্ ঘোড়াঠো আস্তাবলমে লে যাও। অব্ বহুত ঠাণ্ডা হৈ। দো এক ঘড়ি বাদ্ হাম্ পয়দলে ফির্ যাঙ্গে।

যখু। যো হুকুম, ধর্ম্মাবতার।

[অশ্ব লইয়া যখুর প্রস্থান।

শরৎ। এই ঘাসটার উপর একটু বসি। (উপবেশন)। সুকুমারীর জন্য এক এক বার মন কেমন করে। নাঃ, বিনয় ত সেখানে আছে।

নেপথ্যে। অন্ধকে একটি পয়সা দাও গো, বাবুসাহেব, অন্ধকে একটি পয়সা দাও।

শরৎ। এ আবার কি?

একজন অন্ধ মুসলমানের প্রবেশ।

অন্ধ। অন্ধকে একটি পয়সা দাও, বাবুসাহেব, আল্লা তোমার ভাল করবে।

(শরতের অন্যমনা হইয়া পয়সা দিবার উপক্রম। সেই অবসরে অন্ধের চক্ষুরুন্মীলন ও শরতের মস্তকে সবলে করস্থলগুড়াঘাত। শরতের সংজ্ঞাত্যাগ ও ভূমিতে পতন।)

চারি জন মুসলমানের প্রবেশ।

একজন মু। জল্দি, জল্দি। বড় রুইটে পড়েচে। অনেক টাকা আচে।

(একস্থান হইতে তৃণাবনয়ন, একটি গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটন ও শরৎকে লইয়া তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মুসলমান ভিন্ন সকলের প্রবেশ। তৎকর্ত্তৃক গুপ্তদ্বার বন্ধকরন ও তদুপরি পূর্ব্ববৎ তৃণবিন্যাস।)

মু। অন্ধকে একটি পয়সা দাওগো বাবুসাহেব্, অন্ধকে একটি পয়সা দাও। আল্লা, আল্লা,—অন্ধকে কেউ একটি পয়সা দেয় না, আল্লা!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজমহলসন্নিকটস্থ উপত্যকাভূমি—ভূমধ্যে।

শরৎ অজ্ঞান। আমীর খাঁ ও চারিজন মুসলমান আসীন।

শরৎ। (মূর্চ্ছান্তে) তোমরা আমাকে কোথায় এনেছ? আমি কোথায়?

আমীর। আপনি উত্তম স্থানে আছেন্, আপনার কোন চিন্তা নেই।

শরৎ। আমাকে এখানে কেন নিয়ে আসা হয়েছে?

আমীর। বল্‌ছি। অগ্রে আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন্। ইংরাজদের শাসনাধীনে আপনারা সুখে আছেন্?

শরৎ। (স্বগত) যবনের মুখে সাধুভাষা! (প্রকাশ্যে) এ যে আশ্চর্য্য প্রশ্ন! এর অর্থ কি?

আমীর। আচ্ছা, আপনি উত্তর দিন্ না, অর্থ জান্‌বেন্ এখন তার পরে।

শরৎ। প্রশ্নের উদ্দেশ্য না বুঝ্‌লে কি করে উত্তর দেব? সুখ অসুখ সকল রাজ্যেই আছে।

আমীর। সত্য। কিন্তু ন্যূনাধিক আছে। আকবরাদি বাদসাহের সময়ে আপনারা যে রকম সুখে ছিলেন্, এখন কি সেই রূপ সুখে আছেন্?

শরৎ। এক এক জন মুসলমান সম্রাট্ ছিলেন বটে যাঁদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়, কিন্তু অধিকাংশই ভয়ানক ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যথেচ্ছাচারী ও নৃশংসস্বভাব ছিলেন। মুসলমানদিগের আধিপত্য আমরা পুনঃপ্রার্থনা করি না।

আমীর। (বিদ্রূপ করিয়া) ইংরাজদিগের মধ্যে সকলেই জিতেন্দ্রিয়—নিরীহ মেষশাবক!

শরৎ। আমি তাহা বলিতেছি না। কিন্তু মুসলমানদিগের যথেচ্ছাচারিতার রেখা ছিল না। ইংরাজদিগের যথেচ্ছাচারিতা কিয়ৎ পরিমাণে——যদিও স্বত্যল্প মাত্র—সভ্যতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ।

আমীর। ইংরাজেরা যে মধ্যে মধ্যে ঘোর অত্যাচার করে, তাহা কি আপনি অজ্ঞাত আছেন্? না স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন্?

শরৎ। উভয়ের কোনটাই না।

আমীর। আপনাদের দেশ স্বাধীন হলে আপনি সুখী হন্ না?

শরৎ। তাহা কি আবার জিজ্ঞাসাসাপেক্ষ?

আমীর। আপনাদের দেশ স্বাধীন কর্বার জন্য যদি কেউ চেষ্টা করে, আপনি তার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন্?

শরৎ। (স্বগত) আমার বড় কুতূহল হচ্ছে, সব ভাল করে জান্তে হল? (প্রকাশ্যে) তা এখন বলতে পারি নে। এরকম চেষ্টা কি কেউ কচ্ছে?

আমীর। হাঁ। অনেক দিন অবধি হচ্ছে। এই গৃহই ষড়যন্ত্রকারীদিগের সমাবেশস্থান। আপনি দেখ্তে পাচ্ছেন্ আমরা কত বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র সংগ্রহ করেছি।

শরৎ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আপনারা এ দ্বারাই ইংরাজসিংহকে ভারত-বক্ষ হইতে বিদূরিত করবেন্?

আমীর। মহীরুহ একদিনে ফলভরে অবনত হয় না।

শরৎ। আমাকে এখানে নিয়ে এলেন্ কেন?

আমীর। শুনুন্। কাফরেরা আমাদের সকল ধনসম্পত্তি অপহরণ করেছে। আমরা তাহাদের ধনী, প্রভুভক্ত, প্রজার নিকট আমাদিগের অপহৃত অর্থ সুদসমেত পরিগ্রহ করছি। প্রচুর অর্থ সঞ্চয় হলেই বারুদের ক্রীড়া আরম্ভ হবে। আপনাকে ৪০০০ টাকা দিতে হবে।

শরৎ। যদি না দিই?

আমীর। মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হতে হবে।

শরৎ। যদি তা না হই?

আমীর। আপনার গৃহিণী বিধবা হবেন্।

শরৎ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) আমার একটা কথা শুনুন্। আপনাদের বৃথা চেষ্টা। আপনারা কখন সফল হবেন না। আমাদের দেশের কাপুরুষেরা এখনও স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র হয় নি। আর স্বাধীনতার নামে আপনাদের অধীনতা স্বীকার করতে কেউ সম্মত হবে না। আপনারা এ ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ করুন্। আমি প্রতিজ্ঞা করছি,আমি আপনাদের এই গুপ্তমন্ত্রণা রাজপুরুষদের গোচর করব না।

আমীর। (হাস্য করিয়া) সে পরের বিবেচনা। আপনি টাকা দিতে স্বীকৃত কি না?

শরৎ। আমার নিকট ত টাকা নেই?

আমীর। আপনি আমাদের ৪০০০ টাকা ধারেন্ বলে একটা অঙ্গীকার-পত্র দিন্, তা হলেই যথেষ্ঠ হবে।

শরৎ। আমি যদি আপনাদের সকল কথা প্রকাশ করে দিই?

আমীর। (সহাস্যে) ক্ষতি কি? প্রমান দিতে পারবেন্?

শরৎ। আপনাদের এই গৃহ।

আমীর। কোথায় জানেন্?

শরৎ। না, তা জানি না। অজ্ঞানাবস্থায় এনেছেন্। কিন্তু চেষ্টা করে দেখ্‌ব।

আমীর। (হাস্যপুর্ব্বক) এ পর্য্যন্ত যাঁরা আপনার মত এসেছেন্, তাঁরা ত কেউ পারেন্ নি।

শরৎ। কেন?

আমীর। অজ্ঞানাবস্থায় এসেছেন্, অজ্ঞানাবস্থায় গিয়েছেন্।

শরৎ। অজ্ঞানাবস্থায় আসার মানে বুঝ্‌তে পারি। আমার বেলা যা হয়েছে। আজ্ঞানাবস্থায় গিয়েছেন্ কি রকম?

আমীর। মদ আর আফিং।

শরৎ। (স্বগত) ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন! এদের অন্যমনস্ক করে দিয়ে

একবার একটা বন্দুক হাতে করতে পাল্লে হয়। (প্রকাশ্যে) আপনি এমন উত্তম বাঙ্গালা বলতে শিখ্‌লেন কেমন করে ?

আমীর। আজ্ঞা, আপনার আশীর্ব্বাদে অনেক গুলি ভাষাতেই দাসের অধিকার আছে।

শরৎ। (হঠাৎ উঠিয়া এক বন্দুকের মুখ একটা বারুদের পিপার উপর স্থাপিত করিয়া) দেখতেই পাচ্ছেন্ বন্দুক প্রস্তুত আছে। কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করুন্ আমাকে ছেড়ে দেবেন্। আর না হয়, অনুমতি দেন্ ত বারুদে অগ্নি প্রদান করে, আমরা সকলেই সশরীরে স্বর্গে যাই। গৃহশুদ্ধ।

(পশ্চাৎ হইতে এক জন মুসলমানের প্রবেশ ও শরতের দক্ষিণ স্কন্ধে প্রবলবেগে আঘাত। শরতের হস্ত হইতে বন্দুকপতন ও রজ্জু দ্বারা তাঁহার হস্তবন্ধন।)

আমীর। মহাশয়, আপনি আমাদের দলভুক্ত হলে বড়ই ভাল হত। বাঙ্গালিদের মধ্যে আপনার মত চতুর আর সাহসী অল্পই দেখেছি। ক্ষমা করবেন্, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করি। যতদিন না আপনার তেজের খর্ব্বতা জন্মে, তত দিন আপনাকে বন্দীভাবেথাকুতে হবে। অনাহারে। (সঙ্গীদিগের প্রতি ইঙ্গিত এবং তাহাদিগকর্তৃক গৃহমধ্য হইতে দুই তিন খানি কাষ্ঠফলক উত্তোলন ও তদাবিষ্কৃত গর্ত্তমধ্যে শরৎকে নিক্ষেপ)।

শরৎ। (ভিতর হইতে) এখানে বড় অন্ধকার। আহার না দেন্ নাই দেবেন্, একটা প্রদীপ দিন্। মহাশয়, আরশোল্লা, বিচে, টিকটিকি সব গায়ে উঠ্‌ছে। একটা আলো দিন্।

আমীর। টাকা দিতে স্বীকার আছেন্ ?

শরৎ। (তীব্রস্বরে) না, দশ হাজার বার না। আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু কোন উপায়ে, কখন, যদি এই নরক হতে উদ্ধার পাই, আপনারা উপযুক্ত শাস্তি পাবেন্। সেটা যেন স্মরণ থাকে।

আমীর। (হাস্যপূর্ব্বক) আচ্ছা!

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শাল্‌কে, একটি উদ্যানবাটী।

চারিজন মাতাল আসীন।

মাতালদের গীত।

রাগিণী পিলু। তাল পোস্তা।

মদের মতন, এমন রতন, আছে কি আর এ সংসারে।
অনেক সুকৃতি হলে, মদকে তবে চিন্তে পারে॥
কর্‌লে অন্যে উপাসনা, লভে মাত্র রূপা সোনা।
সদ্য স্বর্গ সম্ভাবনা, সুরাদেবী পূজলে পরে॥
যদি চাও সদ্য মুক্তি, কর মদে দৃঢ় ভক্তি।
বেল্লীক তন্ত্রে এই যুক্তি, অন্যথা কে কর্ত্তে পারে॥
সুরাবৈরী আছে যত, তারা সবে পশু মত।
অসার সুখেতে রত, নরকে যায় পাপাভারে॥

১ম মা। বহুত হয়েচে, বাবা। গ্লাস দাও, বাবা, গলা সানিয়ে নিই।

২য় মা। আরে বেটা, তুই আজ দুবোতল পার করিচিস্, আরও খেলে একেবারে কুপকাৎ হবি যে?

১ম মা। আপনার চরকায় আপনি তেল দাওনা, বাবা। দু তিন বোতলে ডুব্‌ব না, বাবা, অনেক দিন সাঁতার দিতে শিখিচি। ভয় নেই, তোমার বন্‌ বিধবা হবে না, বাবা।

৩য় মা। হলেই বা কি? আজকাল বিধবার বে হচ্চে যে, বাবা!

(মাতালদের মদ্যপান)

অনতিদূরে সরোজিনীর প্রবেশ।

সরোজ। আজ আর হাঁটতে পারি নে। পা ব্যথা করছে। মামার বাড়ি এখান থেকে আর কতদূর হবে?—গেলে তাঁরা আবার চিনতে পারবেন্ কি না তাই ভাবছি? একে ত আপনার মামা নন্, তাতে ছেলে বেলা থেকে দেখা শুন নেই। (আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া) বড় মেঘ করেছে। (বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি)। উঃ, শব্দে কাণ পাতা যায় না। (চিন্তিতভাবে) কোথায় যাই?—ঐ যে একটা আলো দেখতে পাচ্ছি, দেখি যদি ঐখানে একটু দাঁড়াবার জায়গা পাই। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, সভয়ে) ওমা, মাতাল যে!

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

৪র্থ মা। আরে একটা মেয়েমানুষ যে রে! "না চাহিতে নীরদকান্ত"!

২য় মা। আরে তাইত! পাকা, তয়েরি মাল, বাবা! ষোড়শী, রূপসী, যুবতী!

১ম মা। তোর মুখে একেবারে লাল পড়ে যে রে।

৩য় মা। আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল যে। ধর, ধর,।

সকলে। ধর, ধর, মাল পালায়, ধর ধর।

সকলের প্রস্থান ও সরোজকে ধৃত করিয়া পুনঃপ্রবেশ।

১ম মা। ভয় কি, প্রেয়সি, পালাচ্ছিলে কেন?

২য় মা। (এক গেলাস মদ লইয়া) পদ্মমুখে একটু মদ দেবে, সুন্দরি?

৩য় মা। (গেলাস কাড়িয়া লইয়া) দাঁড়া না রে বেটাছেলে, একেবারে অত বাড়াবাড়ি করিস্ কেন?

সরোজ। (স্বগত) জগদীশ্বর! তাঁদের না বলে এসেছি, তারি শাস্তি।

১ম মা। তুরে তোরা তিন চারটে রইচিস্, ও ভয় পাবে যে? তোরা সব এখান থেকে যা।

৩য় মা। ছত্তি! কি মজারি কথা গো, আমরা সব চলে যাই, আর উনি ওকে নিয়ে একলা থাকুন্। বলে পাগলা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা!

১ম মা। আরে, নারে না। (কর্ণে কথন)।

২য় মা। সত্যি ত? দেখ, বাবা, ফাঁকি দিওনা। নীতিবোধে পড়েচ, বাবা, প্রবঞ্চনা বড় পাপ।

[প্রথম মাতাল ও সরোজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মা। ভয় কি, প্রেয়সি? আমরা তোমাকে খুব ভাল বাসব। কোত্থেকে আস্‌চ, সুন্দরি?

সরোজ। দেখুন্ আমি অনেক দূর থেকে আস্‌ছি। আমার বড় খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খাবার এনে দিতে পারেন্?

মা। এ আর পারি নি, সুন্দরি? কি খাবে, প্রিয়ে?

সরোজ। যা হয়। (চিন্তা পূর্ব্বক) দেখুন্, আমি পেঁপে বড় ভাল বাসি। পেঁপে একটা এনে দিতে পারেন্ কি?

মা। একটা ছেড়ে কুড়িটে দিতে পারি, সুন্দরি। মালি বেটা আজই সব পেঁপে পেড়েচে। তোমাকে কি না দিতে পারি, প্রাণেশ্বরি?

সরোজ। তবে অনুগ্রহ করে কিছু খাবার আর দুটো পেঁপে এনে দিন্। আর দেখুন্, আমি পরের হাতে ছাড়ান কোন ফল টল খেতে পারি নি। খেতে কেমন প্রবৃত্তি হয় না। অনুগ্রহ করে যদি অমনি এক খানা বঁটি কি বড় ছুরী নিয়ে আস্‌তে পারেন্ ত বড় ভাল হয়।

মা। এ যে বাগান বাড়ি, এখানে ত বঁটি নেই, সুন্দরি। ছুরী আচে। পাঁচ ইয়ারে বসে আমোদ করবার সময়, কার্ক্‌স্ক্রু দিয়ে মদের বোতলের ছিপি খোলবার দেরি সয় না। ছুরীর বাঁট্ দিয়ে টক্ করে বোতলের মাথাটা ভেঙ্গে ফেলে অমনি—(দর্শায়ন)। তা সেই ছুরী এনে দেব?

সরোজ। আনুন্ না, ক্ষতি কি?

মা। একটু মদ খাবে, প্রিয়ে?

সরোজ। আচ্ছা, আপনি খাবার আনুন্ আগে, তার পর যা হয় হবে।

মাতালের প্রস্থান, এবং ছুরী, খাবার, পেঁপে, ইত্যাদি লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

মা। এই নাও, সুন্দরি, যা যা চেয়েছিলে সব এনেচি।

সরোজ। আচ্ছা আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে একটু সরে যান্। আমার পুরুষ মানুষের সুমুকে খেতে লজ্জা করে।

মা। এইত, যুবতি, বেরসিকের মত কথা বল্লে। অধীনকে প্রসাদ না দিয়ে সব একলা খাবে, সুন্দরি ?

সরোজ। না আমার লজ্জা করে, আপনি একটু ওদিকে যান্, আমার এখনি খাওয়া হবে।

মা। আচ্ছা, সুন্দরি, তোমারই কথা সই। কথাটা না রাখলে তুমি আবার উল্‌টে আমাকে বেরসিক বলবে। বাবা, মেয়েমানুষের কথা প্রাণ দিয়ে পর্য্যন্ত রাখতে হয়। আচ্ছা, প্রেয়সি, আমি যাচ্চি, তুমি খাও।

মাতালের প্রস্থান ও সরোজ কর্ত্তৃক গৃহদ্বারে অর্গলপ্রদান।

নেপথ্যে মা। ওকি, সুন্দরি, দরজা বন্ধ কল্লে কেন ?

সরোজ। না, ও কিছু নয়। আমার খাবার সময় কেউ যদি এসে পড়ে, তা হলে আমার খাওয়া হবে না, এই জন্য দরজা বন্ধ করলেম। আপনি একটু যান্, আমার এখনই হবে।

নেপথ্যে মা। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, সুন্দরি। কেউ তোমার খাবার বিঘ্ন করবে না। তোমাকে বড় ভাল বাসি, যুবতি, দয়া করে দাসের জন্যে কিছু প্রসাদ রেখ।

সরোজ। (ছুরী লইয়া) খেদ করবারও সময় নেই! শরৎ, মরবার সময় তোমার মুখ একবার দেখতে পেলেম না, এই দুঃখ রইল। মাগো, তোমার দুঃখিনী কন্যা চলল। আত্মহত্যা মহাপাপ তা জানি, কিন্তু স্ত্রীলোকের সতীত্ব প্রাণের চেয়েও বড়—অনেক বড়। বড়টা রক্ষা করবার জন্য ছোটটা ত্যাগ করতে হয়। জগদীশ্বর, নির্ব্বোধ বালিকার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন্। (ক্রন্দন করিতে করিতে) শরৎ, তোমাকে বড় ভাল বাসতেম। কত ভাল বাসতেম তা বলতে পারিনি। একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি দেখা পেতেম! আর দুঃখ করে কি হবে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক—চক্ষু মুছিয়া) দেখরে,

মাতাল সব, নৃশংস, পামর, নিষ্ঠুর পেঁপে খাওয়া দেখে যা,—তোদের কীর্ত্তির পতাকা দেখে যা।

[গলদেশে ছুরিকাঘাত ও পতন্।

নেপথ্যে মা। (দ্বারে আঘাত করিয়া) দরজা খোলনা, সুন্দরি, এখনও খাওয়া হয় নি?—বাহবা, উত্তর দেওনা যে? কি বাবা, মদ মেরে নেশা করেচ না কি? চুপ করে রৈলে যে?—আরে মলো, পালাল নাকি? (দ্বারে সবলে আঘাত)। আরে পালিয়েচে দেখ্‌চি! যাঃ, যাঃ, বড় মালটাই হাত ছাড়া হয়েচে। (দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশ)। ওকি, শুয়ে রয়েচ কেন, সুন্দরি? মান্ হয়েচে?—(সভয়ে) বাবারে, রক্ত গড়াচ্চে যে! সর্ব্বনাশ করেচে রে, সর্ব্বনাশ করেচে!

ত্বরিতে প্রস্থান ও অন্য সকল মাতালদিগের সহিত পুনঃপ্রবেশ।

সকলে। ইঃ তাইত, কি হবে, কি হবে? থানার লোকে একটু গন্ধ পেলে এখনি আমাদের খুনি আসামি বলে গ্রেপ্তার করবে। কি হবে?

৩য় মা। আরে লাসটা পুড়িয়ে ফেলি আয়, কেউ কিছু টের পাবে না।

২য় মা। আরে দূর বেটা বোকা, সে কি শিগ্‌গিরের কাজ? গন্ধ বেরবে যে? আর এত পোড়ানি কাঠই বা পাবি কোথা?

৪র্থ মা। কে'ন মদ ঢেলে দেব, শিগ্‌গির শিগ্‌গির পুড়ে যাবে?

২য় মা। আরে বোকা, কাঠ পাবি কোথা রে? গাছ কেটে কাঠ নিয়ে আসবি না কি?

৩য় মা। তবে কি করা যাবে? ছুঁড়িটেকে এখানে এনেত ভারি বিপদে আমরা পড়লুম দেখচি। কি হবে?

১ম মা। আরে এক কর্ম্ম কর্। লাস্‌টা নিয়ে গিয়ে একটা খানায় টানায় ফেলে দিয়ে আসিগে চল্। কে মেরেচে ত কে মেরেচে।

২য় মা। বেশ্, বেশ্, সেই ভাল। চল্ এই বেলা ফেলে দিয়ে আসি। খুব অন্ধকার, কি নেযাচ্চি ত, কি নেযাচ্চি, কেউ বুঝতে পারবে না।

[সরোজের শরীর লইয়া সকলের প্রস্থান।

———.———

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজমহলসন্নিকটস্থ পাহাড়ময় প্রদেশ।

হরিদাস বাবুর কতকগুলি কুলি লইয়া প্রবেশ।

হরি। পূর্ব্বে সমুদ্র এই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং মৃত্তিকার কোন কোন স্তরে সামুদ্রিক জন্তুর অস্থিকঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে। সেই অনুসন্ধানেই আমার এখানে আসা, (কুলিদিগের প্রতি) তোরা সব মাটি খোঁড়্, কোন হাড় টাড় পেলে আমাকে এনে দিস্।

(কুলিদিগের তথাকরণ)।

১জন কুলি। এই নেন্ একখানা হাড়।

হরি। (গ্রহণ পূর্ব্বক) এত দেখছি হাতের আঙ্গুলের হাড়। মানুষের বলে বোধ হয় না। থাক্, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করা যাবে। খোঁড়্, খোঁড়্, আরও খোঁড়্।

২য় কুলি। এই খানটার মাটিটে ফাঁপা বলে ঠেক্‌চে। মশাই, খুঁড়ব কি?

হরি। খোঁড়্, খোঁড়্। দেখ, ওর ভিতর কি আছে।

২য় কুলি। মশাই, এখানে একখানা মস্ত পাথর চাপা রয়েচে।

হরি। ধর, দু তিন জনে ধরে তুলে ফেল্।

(কুলিদিগের তথাকরণ)।

ভিতর হইতে। একি, হঠাৎ আলো এল কোন খান দিয়ে!

কুলিগণ। ওরে, কথা কয় কি সে রে?

ভিতর হইতে। এত সূর্য্যের আল দেখছি। এতদিনে বুঝি এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেম। প্রাণ গত প্রায় হয়েছিল।

(গর্ত্তের ভিতর হইতে শরতের উত্থানের চেষ্টা)

কুলিগণ। ওরে বাবা, ভুঁইফোড় ভূত রে—বাবারে, মাথাটা কত বড় দেখ। পালা, পালা! (কুলিদিগের পলায়ন)।

হরি। (ভয় ও কুতূহলের সহিত) একি প্রকৃতির আবর্ত্তনে ভূমধ্যে কোন নূতন জীবের সৃষ্টি হল না কি? যদি তাই হয়, আমার, নাম চিরস্মরণীয় হবে, আমি প্রথম আবিস্কার করেছি। কিন্তু একটু সরে ডাঁড়ান ভাল, কি জানি যদি হিংস্র জন্তু হয়। বিজ্ঞানের জন্য কি আমার বহুমূল্য মনুষ্য জীবন হারাব?

(কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্গমন)।

শরৎ। (উঠিয়া) আঃ, অনেক দিনের পর—এই যে একজন মানুষ দেখ্‌তে পাচ্চি! মহাশয়——

হরি। (সভয়ে আরও কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্গমন পূর্ব্বক) আরে মল, মানুষের মত কথা কয় যে! খপরদার কাছে আসিস্‌নে, খপরদার কাছে আসিস্‌নে।

শরৎ। (আহ্লাদে) একি হরিদাস বাবু যে, আমাকে চিন্তে পাচ্ছেন্ না?

হরি। বাঃ, বেশ কথা কইতে পারে দেখ্‌ছি, মানুষ না কি? নাঃ, একটা আদ্‌টা প্রমাণে কিছু বিশ্বাস করা উচিত নয়। যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ। হাত পা গুল মানুষের চেয়ে লম্বা লম্বা বলে বোধ হচ্ছে। লাঙ্গূল আছে কি না দেখলেই টের পাওয়া যাবে। পেছন ফের, তোমার নেজ আছে কি না, আমি দেখতে চাই।

শরৎ। আপনি পাগল হয়েছেন্ না কি? আমি শরৎকুমার দত্ত, আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন্ না?

হরি। আরে মলো, আবার এগিয়ে আসে? (কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্গমন)। খবরদার বলছি। বাঙ্গালির মত কথা কচ্চে, যদি মানুষ হয় ত অবশ্য বাঙ্গালা বর্ণমালা জানে। আচ্ছা তুমি ক খ গ ঘ সব বলে যাও দেখি।

শরৎ। ভাল আপদে পড়িছি। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ ——

হরি। আচ্ছা থাক্। ফাঁকি দিয়ে দাঁত দেখে নিইছি। দাঁত গুল ঠিক্ মানুষের মত। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) তুমি আমাকে কামড়াবে না ত?

শরৎ। তোমার মুণ্ডটা চিবিয়ে খাব।

হরি। ও বাবা, বিজ্ঞান মাথায় রইল!

[পলায়ন।

শরৎ। অ হরিদাস বাবু, শুনুন্, শুনুন,—কামড়াব না, কামড়াব না।

হরিদাসের পুনঃপ্রবেশ।

শরৎ। আপনি কি পাগল হয়েছেন্ না কি?

হরি। আচ্ছা তুমি আগেকার কোন একটা কথা বল, তবে আমি বিশ্বাস করব।

শরৎ। বিজ্ঞানালোকবিস্তারিণী সভাতে আপনি একদিন "মনুষ্য-কপি-বংশোদ্ভূত" এই নামে একটা বক্তৃতা করেছিলেন্। (স্বগত) অন্ততঃ তুমি নিজে যে তাই, তার আর কোন সন্দেহ নাই।

হরি। হয়েছে, হয়েছে। আপনি শরৎ বাবু বটে! (সবিষাদে) কিন্তু আপনি আমার বড় ক্ষতি করলেন্। আমি আপনাকে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড আবিষ্ক্রিয়া করছিলেম্। তা যাক্, আপনি এর ভিতর ঢুকে ছিলেন্ কেন?

শরৎ। কতক গুল দুষ্ট মুসলমান ধরে রেখে ছিল। সে সব পরে বলব। আমার বাড়ির খবর কি বলুন্।

হরি। বড় মন্দ। মতিলাল দে দ্বারা আপনাদের সমস্ত বিষয় হরণ—আপনার ভগ্নী আর বিনয় বাবুর তিরোধান—অনন্তপুরের জজের উপর মিথ্যা-দোষারোপ অপরাধে আপনার তিন মাস কারাবাসের আজ্ঞা।

শরৎ। বড় আপ্যায়িত হলেম্। সুসংবাদের বৃষ্টি! আমার অনুপস্থিতিতে বিচার হল?

হরি। তাতে আর গবর্ণমেণ্টের বা বিচারকদের দোষ কি? আপনার নাম ডাক্ হলে কেউ আপনার হয়ে দাঁড়াল না। আপনার কোন সন্ধানও কেউ বলতে পারলে না।

শরৎ। বিদ্রোহ উত্তেজনা অপরাধের কি হল?

হরি। না, শুদ্ধ ঐ জজের নামে মিথ্যাদোষারোপ অপরাধে অভিযোগ ও বিচার হয়।

শরৎ। হুগলিতেই হয়েছিল?

হরি। হাঁ।

শরৎ। সরোজিনীর কোন সন্ধান পাওয়া গেছে ?

হরি। আমি বলতে পারি নে। বোধ হয় না।

শরৎ। আমার ভগ্নী কোথায় ?

হরি। কেউ জানে না। গুজব, মতিলাল কোথায় ধরে নিয়ে গিয়ে রেখেছে।

শরৎ। অ্যাঁ, বলেন্ কি ?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনরপুর। মতিলাল বাবুর বাটীর একটি গৃহ।

বিনয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, মতিলাল নিকটে দণ্ডায়মান।

মতি। দুট-কর্ম্ম কল্লে, তোর জীবন রক্ষা হয়।

বিনয়। কি, কি ?

মতি। এক, তুই আমাকে তোর সমস্ত সম্পত্তি দান কল্লি বলে লিখে দিবি।

বিনয়। আচ্ছা স্বীকার আছি। বেঁচে থাকি ত আমি নিজের সংস্থান করতে পারব। আর কি ?

মতি। আর, একমাস আগেকার তারিখ দিয়ে এই মর্ম্মে একখানা চিঠি লিখে দিবি—যেন তোর মাকে (আমার স্ত্রীকে) লিখ্‌ছিস্ যে শরৎবাবুর ভগ্নীর উপর তোর সন্দেহ হয়।

বিনয়। (সক্রোধে) সরলতার, নির্দ্দোষিতার, প্রতিমূর্ত্তি, রাজকুমারীর উপর সন্দেহ হয় ? বলতে তোর মুখ খসে পড়ল না।—তাতে তোর লাভ কি ?

মতি। লাভ এই। একটা কাঁচা মেয়েকে বের করা, আর তার গুপ্ত প্রণয়

বিতরণ করা অভ্যাস আছে তাকে বের করা,—ইংরিজি আইনে এ দুয়ের মধ্যে অনেক বিভেদ করে।

বিনয়। (স্বগত) উঁঃ, আমার যদি হাত পা বাঁধা না থাক্‌ত, ওর মাথাটা আছ্‌ড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌তেম। (প্রকাশ্যে) আমি প্রাণান্তেও এমন লিখে দেব না।

মতি। (সক্রোধে) তোকে দুখানাই লিখে দিতে হবে। (দন্তঘর্ষণ পূর্ব্বক) না দিস্‌ ত তোকে এই দণ্ডেই যমালয়ে পাঠাব।

বিনয়। (অসহ্যক্রোধে) নরাধম, নারকি, তুই মনে করিস্‌ নে যে তুই আমার হাত পা বেঁধে রেখেছিস্‌ বলে, আমার মন তোর বশ হয়েছে,—কি কোন কালে হবে। আর তুই এটা ঠিক জানিস্‌ যে শরৎবাবু এই অত্যাচারের প্রতিফল দেবেন্‌ই দেবেন্‌।

মতি। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) তোর শরৎ এখন কোথা, তা জানিস্‌?

বিনয়। কোথায়?

মতি। জেলে। রাজমহলে না কোথায় পালিয়ে গিছ্‌ল, সেখান থেকে ধরে এনে গবর্ণমেণ্ট্‌ তাকে কয়েদ করেছে।

বিনয়। তাঁর মুক্তির জন্য কোন চেষ্টা হচ্ছে না?

মতি। এখন কি আর তার টাকা আছে, যে সকলে তার হয়ে লড়বে? সে দফা আমি রফা করে দিইচি।

বিনয়। সুকুমারী কোথায়?

মতি। সে খবরে তোর কাজ কি? নিজেরই সামলা আগে, তার পর পরের কথা। মিছে সময় নষ্ট হচ্ছে। তুই এখন, যা বল্লেম, তা করবি কি না তাই বল্‌।

বিনয়। কখন না। বাঙ্গালিরা কাপুরুষের জাত, কিন্তু কৃতঘ্ন নয়। উপকারকের জন্য সকল ক্ষতি স্বীকার করতে পারে। যে শরৎবাবু বিপদের সময় আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, তাঁরি ভগ্নীর নামে আমি মিথ্যাপবাদ তুলব? আবার মিথ্যাপবাদ বলে মিথ্যাপবাদ নয়, দুরপনেয় অসতীত্ব কলঙ্কের অপবাদ? সকলেই কি মতিলাল দে?

মতি। তবে রে পাজি! (বিনয়ের বক্ষোপরি দক্ষিণপদ স্থাপন পূর্ব্বক)

তুই লিখে দিবি কি না বল্। এখনই তোকে আমি মেরে ফেলতে পারি। বল্, সই করবি কি না।

ভুবনমোহিনীর ছদ্মবেশে বেগে প্রবেশ, মতিলালকে আঘাত পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ ও প্রস্থান।

মতি। (সভয়ে) ও বাবা! ও বাবা! কি গো! (উত্থানপূর্ব্বক স্বগত) ভয় পেয়েছি দেখালে চলবে না। (প্রকাশ্যে) সই করে দে এটায়, এখনি দে, তা না হলে তোর ভাল হবে না বলচি,—দেখ্ এখন বলচি।

(দ্বারে আঘাত)।

মতি। ও আবার কি? কেও?

(পুনরায় দ্বারে আঘাত)।

মতি। আরে কেও? উত্তর দেয় না কেন?

নেপথ্যে। আজ্ঞে আমি দোয়ারি।

মতি। চাস্ কি?

নেপথ্যে। আজ্ঞে এক খানা পত্তর।

মতি। বঠক্খানায় রেখে দিগে যা।

নেপথ্যে। যে এনেচে, সে বলচে এখনি পড়ে এর জবাব দিতে হবে। বলে, তা না হলে আপনার মন্দ হবে।

মতি। ভাল আপদেই পড়িচি।

[প্রস্থান।

বিনয়। আর আমার আশা নেই। শরৎবাবুর বিষয় এর হস্তগত, তিনি নিজে কারাগারে, দিদি আর সুকুমারী নিরুদ্দেশ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) এঁদের জন্যই বেশি ভাবনা হচ্ছে।

পত্রহস্তে মতিলালের পুনঃপ্রবেশ।

মতি। এ চিঠি খানা কে লিখলে? কিছু ত বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

খুলেই দেখি। (পত্রের দুই এক পংক্তি পড়িয়াই গুরুতর কম্পন।) সর্ব্বনাশ! গঙ্গায় ডুবে মরেছিল যে! এইবারেই গিছি! না গেলেও নয়! কি করি?

কম্পন ও প্রস্থান।

বিনয়। এ আবার কিসের পালা আরম্ভ হল? কিছু সুলক্ষণ বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু কোন খান্ দিয়ে যে কি হচ্ছে কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছি নে।

ভুবনমোহিনীর পুনঃপ্রবেশ।

ভুবন। তালা বন্ধ কত্তে ভুলে গিয়েচে। আমি তোমার শেকল খুলে দিচ্চি। (বন্ধমোচনের চেষ্টা)। (ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক) ও মা, এ কেমন শেকল গো, চাবি দেওয়া। আচ্ছা, তোমার কোন ভয় নেই, আমি যেমন করে হোক্, তোমাকে বাঁচাব।

[প্রস্থানের উপক্রম।

বিনয়। একটা কথা শুনুন্, একটা কথা শুনুন্। সুকুমারীর কোন সন্ধান করতে পেরেছেন্?

ভুবন। পেরেছি। তার মাথার এক গাছা চুলও ক্ষয় যাবে না। ভয় নেই।

ভুবনমোহিনীর প্রস্থান ও মতিলালের পুনঃপ্রবেশ।

মতি। তোকে এ ঘরে রেখে যাওয়া হবে না। চল্, ভেতরের ঘরে চল্।

বিনয়। আমার হাত পা বাঁধা, আমি কেমন করে যাব?

মতি। হাত পা বাঁধা থাক্লে কেমন করে যেতে হয় তা জানিস্ নে বুঝি? এই দেখ্।

[পদাঘাত দ্বারা বিনয়কে গড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।

——০০——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ঋষড়া, একটি সামান্য গৃহ।

একজন স্ত্রীলোক ও একটি বালকের প্রবেশ।

বালক। মা, আমার এ বেশে বড় লজ্জা করে।

স্ত্রীলোক। (ঈসৎহাস্য পূর্ব্বক) নাচ্‌তে বশে আর ঘোমটা কেন? এতদূর এসে এখন লজ্জা করলে চলবে কেন? তোমার জন্যেই ত আমার এতদূর আসা? তুমি একেবারে——

বালক। (লজ্জিতভাবে) আর আমাকে লজ্জা দিও,না, মা। আমাদের আর কতদূর যেতে হবে?

স্ত্রী। বোধ হয় এই খানেই বাসা পাব এখন। এ বাড়ীতে কে আছে গা?

ভুবনমোহিনীর প্রবেশ।

ভুবন। (আহ্লাদে) এই যে!—

স্ত্রী। (ভুবনমোহিনীর প্রতি সঙ্কেত) আমরা এইখানে কিছু দিন থাকব। একটা ঘর ভাড়া পেতে পারি কি? (পুনরায় সঙ্কেত)।

ভুবন। হ্যাঁ পাওয়া যাবে না কেন? কিন্তু আগাম্‌ ভাড়া চাই। তোমাদের ত, বাছা, আমি চিনি নে।

বালক। (স্ত্রীলোকটির প্রতি জনান্তিকে) মা, ভাড়া যেন বড় বেশি না হয়, আমার কাছে অল্পই টাকা আছে।

স্ত্রী। কৈ ঘর দেখাও দেখি, তার পর ভাড়া ঠিক হবে এখন।

ভুবন। আচ্ছা, ঘর দেখাচ্চি, এস।

স্ত্রী। (জনান্তিকে ভুবনমোহিনীর প্রতি) তোমাকে ও চেনে না। চিনলে আস্‌ত না। ভগবান্‌ এসেছে?

ভুবন। (জনান্তিকে) এসেছে।

সকলের প্রস্থান ও কিয়দ্বিলম্বে ভগবানের সহিত উক্ত স্ত্রীলোকটীর পুনঃপ্রবেশ।

ভগ। ছেলেটি কে আপনাকে বলতেই হবে।

স্ত্রী। পরে টের পাবে। এখন জানতে চেষ্টা কর না। কারণ আছে।

ভগ। ছেলেটিকে যেন কোথায় দেখেচি দেখেচি বলে বোধ হচ্চে। আপনার কে হয়?

স্ত্রী। কেউ নয়। ছেলেটি বড় ভাল। আমি ওর একবার একটু উপকার করেছিলেম, সেই অবধি আমাকে মা বলে ডাকে। সে কথা এখন থাক্, এদিক্‌কার খবর কি বল দেখি। কাগজ পত্র সব তয়েরি হয়েছে?

ভগ। সব।

স্ত্রী শরৎ?

ভগ। জেলে।

স্ত্রী। বলি কলকাতায় আপীল করা হয়েচে?

ভগ। যে দিন আপনার চিঠি পাই সেই দিনই। আর দেশের সব খবরের কাগজওলারা তাঁর হয়ে লেগেচে। আজ কালের মধ্যেই যা হয় একটা নিষ্পত্তি হবে। উকিলেরা ত অনেক ভরসা দিচ্চে। বলে বড় জোর হাজার খানেক টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেবে।——তিনি নিজের গের নিজেই টেনে আনেন্। সেই কালে একবার চোক কান বুজে দোষ মানলেই হত। তা না বল্লেন্ কি না "উৎপীড়িত স্বদেশীয়দিগকে ধবলমূর্ত্তিদের অত্যাচার হতে রক্ষা করবার জন্য যদি আমার জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয় তাও দেব"।

স্ত্রী। দেখ আমি যে এর ভিতর আছি, তা যেন শরৎ ঘুণাক্ষরেও না টের পান্। তাঁর কতকগুলি বন্ধু নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে মকর্দ্দমার খরচ চালাচ্চেন্, এইটে রটিয়ে দিও।

ভগ। যে আজ্ঞে।

স্ত্রী। মতিলালকে আস্‌তে বলা হয়েছে?

ভগ। এল বলে। যে চিঠি লেখা হয়েচে, সে ছেড়ে তার বাপ্ আস্‌বে।

স্ত্রী। দেরি হচ্ছে, ফের লোক পাঠাও।

[ভগবানের প্রস্থান।

স্ত্রী। শক্ত খেলা। (করলগ্নবদনে চিন্তিতভাবে স্থিতি)।

মতিলালের প্রবেশ।

মতি। আ—পূ—নি, আ—প—নি, আ—মা—কে, কে—ন—(কম্পন)।

স্ত্রী। (সক্রোধে) কুলাঙ্গার, কৃতঘ্ন, পাজি, কেন ডাকিয়েছি আবার জিগেস্ কচ্চিস্?

মতি। আ—মি, আ—মি, আ—প—নি, গ—ঙ্গা (কম্পন)।

রমা। আমি গঙ্গায় ডুবে মরেছি মনে করেছিলি?

ভগবানের পুনঃপ্রবেশ।

রমা। (ভগবানের প্রতি) কাগজ গুল নিয়ে এস।

ভগ। এই যে এনেচি।

রমা। (মতিলালের প্রতি) সই কর্।

মতি। (সভয়ে) কি সই করব? ওতে কি লেখা আছে?

ভগ। এই খানায় লেখা আচে, "শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঠাকুরাণী আমাকে তাঁহার বিষয় কখন দান করেন্ নাই,—এক কর্পর্দ্দকও না। বিচারালয়ে তাঁহার স্বাক্ষরিত বলিয়া যে দান পত্র দেখাইয়াছিলাম, তাহা কৃত্রিম। মিথ্যা অভিযোগ করিয়া শরৎ বাবুকে অন্যায় কষ্ট দিয়াছি"।

মতি। শরৎ আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিছ্‌ল। আপনি তার জন্য এত কচ্চেন্ কেন?

রমা। শরৎ আমাকে তাড়িয়ে দেয় নি। আমি নিজের ইচ্ছেয় গিছ্‌লেম। (ভগবানের প্রতি) ওখানায় কি লেখা আছে, পড়।

ভগ। (পাঠ)। "শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঠাকুরাণীর অসতীত্বাপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। ভুবনমোহিনীর সহিত তাঁহার শৈশবাবধি অতিশয় সৌহৃদ্য ও প্রণয় ছিল। সন ১২৭৮ সালে ভুবনমোহিনীর এক উৎকট পীড়া হয়। সেই সময়ে পূর্ব্বকার সৌহৃদ্য ও প্রণয়ের অনুরোধে রমাসুন্দরী তাঁহার নিকট

দিবসচতুষ্টয় গতায়াত করেন। ইহা হইতেই উল্লিখিত অপবাদের উৎপত্তি। তৃণমাত্রও অন্য কারণ নাই। তাঁহার পবিত্র দেহে পাপের ছায়ামাত্র কথন পতিত হয় নাই।”

রমা। দে, সই করে দে।

মতি। (স্বগত) যা আছে কপালে, একবার খেলে দেখি। এই শেষ চাল্। (প্রকাশ্যে) মনে করুন্ আমি যদি এতে সই না করি? সাক্ষীত যোগাড় করতে পারব?

রমা। মিথ্যা সাক্ষী?

মতি। আচ্ছা, একটা কথা নিয়ে ঝগড়া করবার দরকার নেই। আমি যাকে সাক্ষী বলব, আপনি না হয় তাকে মিথ্যা সাক্ষী বলবেন্, তাতে আমার কিছুই আপত্তি নেই, কিন্তু প্রমাণ ত হবে? ইঁদুর ধরতে পারলেই হল, কাঠের বেরাল হল ত কি বয়ে গেল?

রমা। ভুবনমোহিনীর মুখ কেমন করে বন্ধ করবি?

মতি। সে আমাকে ভাল বাসে। আর সে কুলটা, তার কথা কে বিশ্বাস করবে? চার বছর ধরে আমি তার প্রসাদ ভোগ করচি, এ সকলেই জানে।

রমা। (কষ্টে ক্রোধসম্বরণ পূর্ব্বক) তোর স্ত্রীর?

মতি। সে সতীলক্ষ্মী, স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু বলবে না।

রমা। আমার সর্ব্বনাশ করবে?

মতি। তাতে হানি কি? স্বামীর জন্য হিন্দু স্ত্রীরা সব কত্তে পারে। আজ কালের নবীন চুগ্রিত নয়। তিন আইনে রেজিষ্টরি করা মাগও নয়, অবলাবান্ধব বাবুদের “বনকুসম”ও নয়।

রমা। ভগবান্, দরজায় দরোয়ান্ আছে?

ভগ। দুজন।

রমা। এই পাপিষ্ঠকে একজনের জিম্মে করে দাও, আর একজনকে থানায় খবর দিতে বল।

মতি। (সভয়ে) কেন, কেন?

রমা। নরাধম, কীট, তোকে আমি অনেক দিন ক্ষমা করেছি। পৃথিবী আর তোর ভার বহন করতে পারে না। (উঠিয়া) তোর মনে নেই, কত্তা

বেঁচে থাকতে তাঁর নাম একবার জাল করেছিলি, তোর স্ত্রীর কান্নায় আমি তোকে বাঁচিয়ে দিই, সে সব কাগজ এখনও আছে। আর একবার——

মতি। (রমাসুন্দরীর পদযুগল বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া) মা, আপনি আমার মা, আমাকে এই বারটা ছেড়ে দিন্। আমি বুঝতে পারিনি। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।

রমা। আচ্ছা, দে সই করে দে।

(মতিলালের তথাকরণ)।

মতি। কিন্তু শরৎ যদি উল্টে আমার নামে নালিস করে?

রমা। যাতে না করে তার উপায় করা যাবে। তোর মুখ আমি আর দেখতে চাইনে। আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা।

মতি। (স্বগত) আচ্ছা, এর একটা আমি শোধ নেব।

[অধোবদনে প্রস্থান।

রমা। কাগজ দুখানা সাবধান করে রেখ। শরৎ খালাস্ হলেই প্রথম খানা তাঁর হাতে দিও। আর ওখানা আমাকে দাও।

ভঁগ। না, দুখানাই আমার কাছে থাক্।

[ভঁগবানের প্রস্থান।

ভুবনমোহিনীর পুনঃপ্রবেশ।

ভুবন। কল্লে কি দিদি? ওকে ছেড়ে দিলে?

রমা। কেন, কেন?

ভুবন। ও যে বিনয়কে আর সুকুমারীকে ধরে রেখেচে।

রমা। সর্ব্বনাশ, তাত আমি জানি নি! তুমি ত আমাকে সেসব কিছু বল নি?

ভুবন। বলবার সময় পেলেম্ কই?

রমা। এখন উপায়?

ভুবন। উপায় আর এখন কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু, শিগ্‌গির গিয়ে ওকে ধরা। আমার বড় ভয় হচ্চে। আমি এগিয়ে যাই, তুমি থানায় খবর পাঠাও। আজ একটা খুন টুন করবে। আমি ওকে বেশ জানি।

রমা। চল, চল, আমার প্রাণটা ধড়ফড় কচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আনরপুর। মতিলালবাবুর বাটী।

বিনয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

বিনয়। কদিন অবধি মারব মারব কচ্ছে, একেবারে মেরে ফেল্লেই বাঁচি। আর সহ্য হয় না, প্রাণ যায়।

কিরীচহস্তে মতিলালের প্রবেশ।

মতি। এ অপমানের শোধ তুলতেই হবে। সব দরজায় চাঁবি দিইচি। যা করবার তা করে, কোথাও পালিয়ে যাব। টাকায় কি না হয়? দুহাতে টাকা ছড়াব। নানাসাহেব এতদিন কি করে রয়েচে? (বিনয়ের প্রতি) তুই গান গাইতে জানিস্?

বিনয়। (আশ্চর্য্যভাবে) কেন?

মতি। গেয়ে নে। গাইতে গাইতে স্বর্গে চলে যাবি। তোর আজ পৃথিবীতে শেষ দিন।

বিনয়। ফেল্, একেবারে মেরে ফেল্, এরকম করে দগ্ধে মারার চেয়ে সে ভাল। কিন্তু এখানেই হোক্, আর অন্যত্রই হোক্, একদিন নিজের সুকৃতের ফল ভোগ করতে হবে, তা যেন মনে থাকে।

মতি। তবে এই নাও। (মারিতে উদ্যত।) নাঃ, দাঁড়া, সেটা দেখে মর্। কত্তে বসেছি ত পূরপূরই করব। কিরীচ এইখানে থাক্।

প্রস্থান ও সুকুমারীকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

সুকু। বিনয় এখানে! (সরোদনে) বিনয় আমাকে রক্ষা কর, বিনয়

আমাকে রক্ষা কর। (মতিলালের প্রতি) আমাকে ক্ষমা করুন্, ছেড়ে দিন্।

মতি। (হাস্যপূর্ব্বক) তোমাকে কি ছেড়ে দিতে পারি, সুন্দরি! বে কত্তে চেয়েছিলেম, এতদিন সাধাসাধি করেছি, স্বীকার হও নি যে? তোমার মধু পান করব। (সুকুমারীকে চুম্বনের চেষ্টা)।

সুকু। কেউ নেই যে আমাকে রক্ষা করে? (সুকুমারীর আঘাতে মতি-লালের পতন)।

মতি। (উঠিয়া) তবে রে হারামজাদি। (সুকুমারীকে আক্রমণ।)

বিনয়। (অত্যুচ্চস্বরে) নরাধম! কে আছ দৌড়ে এস। একজন স্ত্রীলো-কের সর্ব্বনাশ হয়। (শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার প্রয়াস)।

ভুবনমোহিনীর রুদ্রমূর্ত্তিতে বেগে প্রবেশ।

ভুবন। (কিরীচ দেখিয়া) বাঃ, আজ আমার জন্ম সফল। (কিরীচ দ্বারা মতিলালকে আঘাত)। পূবদিকের লাল দরজা যে বাইরে থেকে খোলা যায়, তা বুঝি ভুলে গিছ্‌লি? (মতিলালকে পুনঃ পুনঃ আঘাত)। (সুকুমারী ও বিনয়ের মূর্চ্ছা। অতিশয় রক্তক্ষরণে মতিলালের সংজ্ঞাত্যাগ)।

ভুবন। (কিরীচহস্তে, ক্ষিপ্তভাবে উচ্চহাস্য ও সর্ব্বাঙ্গকম্পন)। হাঃ, হাঃ, হাঃ, কি মজা! আর এক মজা দেখ সকলে। (নিজের বক্ষে কিরীচ-প্রবেশ, পতন ও মৃত্যু।)

একজন ফিরিঙ্গি ও একজন বাঙ্গালি সার্জ্জনের প্রবেশ।

ফি—সা। বাই জোভ্, পক্ষী পলাইয়া গিয়াছে। যম আমাডিগের পূর্ব্বে আসিয়াছেন্। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন পূর্ব্বক্) পুরা ফসল্। অনেক গুলি ডেখিটে পাইটেছি।

বা—সা। আ হা হা, একটু আগে খবর পেলেই হত।—অনেক টাকা মারতে পারতেম। বড় দাঁওটাই হাত ছাড়া হয়েছে।——বলাৎকার আর হত্যা?

ফি—সা। হা।—টোমাডিগের অসভ্য বাঙ্গালিরা এ সকল বিষয়ের উট্টম, উট্টম উপায় জানে না। ডেখ, মটু——

বা—সা। মটু, মট করে হাড় জ্বালালে বাবু। "ধ" কি সোনার মুখে উচ্চা-রণ হয় না, সাহেব?

ফি—সা। কেন, আমি কি মণ্ড বলিটেছি? আমরা সাহেব, আমরা টোমাডের মট উচ্চারণ করিটে পারি না।

বা—সা। (স্বগত) হ্যাঁ, সাহেব যত, তা এক রঙ্গেতেই প্রকাশ।

ফি—সা। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, (হগ্ সাহেবের সঙ্গে গিয়াছিলাম), লর্ড হণ্টিংডনের বাড়ি কর্ম্ম করিটাম।

বা—সা। কি কর্ম্ম করতে?

ফি—সা। কাহাকেও বলিও না। (মৃদুস্বরে) টাঁহার জুতা সাফ্ করিটাম।

বা—সা। (স্বগত) এখন মস্ত সাহেব হয়েছ। মাটীতে পা পড়ে না। আত্তর, ফিরিঙ্গির জাতরে। কোট্ প্যাণ্টালুনের কি গুণ, বলি হারি যাই।

ফি—সা। লর্ড হণ্টিংডন্ মট্যে মট্যে ভীনস্‌ডেবীর পূজা করিটেন্। বুঝিটে পার? হাঃ, হাঃ, হাঃ। টাঁহার বাড়িটে এক রকম বড় মজার চেয়ার ও সোফা ডেখিয়াছি। টাহাটে একবার বসিলে কিম্বা শয়ন করিলে আর উঠা যায়না,——কল আছে।

বা—সা। সে আবার কেমন?

ফি—সা। হাঃ, হাঃ, হাঃ! নারাজ্ সুণ্ডরীডিগের জন্য। হাঃ, হাঃ, হাঃ। টোম্‌রা এখন টটডূর সভ্যটা না শিখিয়াছ।

বা—সা। বিবিদের মধ্যে আবার নারাজ্!

ফি—সা। এ টোমার বড় অন্যায় কঠা আছে। আমাডের সব বিবিই কি মণ্ড? আমার মেমকে ৫০ টাকা ডিলেও সে টোমার হইবে না।

বা—সা। (স্বগত) বেটার স্ত্রীর সতীত্বর কি দাম রে!

ফি—সা। বিবিডের মট্যে অনেকে আপনার ঢর্ম্ম বাঁচাইবার জন্য আট্মহত্যা করিয়াছে, টাহা টুমি জান? আমি নিজে ডেখিয়াছি। লর্ড হণ্টিংডন্ একবার—— (সুকুমারীকে দেখিয়া) আমার চক্ষু! আমি কি ডেখিটেছি! (অগ্রসরণ।) আমি যাইটেছি না, আমাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইটেছে। একবার আস্বাড্ গ্রহণ করিটে চাই, বড় মিষ্ট বলিয়া বোঢ হইটেছে। (সুকুমারীকে চুম্বনের চেষ্টা)।

বা—সা। (বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়া) আরে কর কি, সাহেব ? খবরের কাগজওলারা টের পেলে একেবারে ফেউ লাগিয়ে দেবে যে ?

ফি—সা। ড্যাম্ টোমার খবরের কাগজ। উহারা আমাডিগের কি করিটে পারে ? রাস্কালডিগকে শূন্যে নাচ্ করিটে শিক্ষা ডেওয়া উচিত।

বা—সা। "চল, সাহেব, আমরা এখন এঘর থেকে যাই, আমাদের আবার রিপোর্ট করে পাঠাতে হবে।

ফি—সা। ড্যাম খবরের কাগজ, আস্বাড্ লইটে ডেবেনা ? শুড্ঢ চুম্বন করিলে স্ত্রীলোকের কি ক্ষটি হয় ? আমরা চুম্বন করাকে ডোষ বলিয়া বিবেচনা করি না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মতিলালের সংজ্ঞাপ্রাপ্তি ও আর্ত্তনাদ।)

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। 'ওমা একি গো ! (ক্রন্দন।) আমার কপাল পুড়েচে বুঝি। এরি জন্যে তুমি আমাকে ওবাড়িতে যেতে বলেছিলে ? (রোদন)।

মতি। বড় কষ্ট হচ্চে।—কথা কইতে পারি নে।—মলেম, মলেম।

বিন্দু। (সরোদনে) তুমি অমন কথা বল না, আমার বুক ফেটে যায়। তুমি বাঁচবে, অবিশ্যি বাঁচবে। সস্তেন্ টস্তেন করাব—ভাল ডাক্তার দেখাব, অবিশ্যি বাঁচবে।

মতি। পাগল—পাগল।—দেখে বুঝতে পাচ্চে না।—সে আশা নেই।—কর্ম্মের ফলভোগ করচি।—ঠকাতে গিছ্লেম,. নিজে ঠক্লেম—প্রাণে ঠক্লেম। —আর বাঁচব না, আর বাঁচব না।

বিন্দু। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ওসব কথা মুখে এন না। (বিনয়কে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।) ওগো মাগো, আমার কি দশা হল গো। (বিনয়ের হস্ত ধরিয়া) অ বাবা বিনয়, ওঁকে বাঁচিয়ে দে, বাবা বাঁচিয়ে দে।—ওমা, নড়ে চড়ে না কেন গো ? এ আবার কি হল ? (রোদন।)

(বিনয় ও সুকুমারীর সংজ্ঞালাভ।)

মতি। আমার বগ্লিতে শেকলের চাবি আছে—খুলে দাও।

(বিন্দুবাসিনীর তথাকরণ ও ক্রন্দন।)

মতি। আমি মরি,—আমি মরি। (বিনয়ের প্রতি) বাবা, ক্ষমা কর। (সুকুমারীর প্রতি) মা, ক্ষমা কর। ইহকালটা ত গেছেই—তোমাদের শাপে যেন পরকালটাও না যায়।—ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

বিনয়। (দুঃখিতস্বরে) আপনি আমার প্রতিপালক, একপ্রকার পিতা। আমার কাছে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়। যিনি ক্ষমা করতে পারেন, যিনি করুণাময়, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুণ।

বিন্দু। অরে বাবা বিনয়, তুইও অমনতর কথা বল্‌তে লাগলি রে? অরে তবে কি আশা নেই রে বাবা, আশা নেই?

বিনয়। মা, সকলই ঈশ্বরের হাতে।

মতি। বাবা, তুমি তোমার ৮০০০ টাকা ফিরে পাবে। সুকুমারীকে ৪০০০ টাকা দিয়ে গেলেম। বাকী সব তোমার মার নামে রইল।

বিন্দু। (ক্রন্দনের সহিত) ওগো, আমি তোমার টাকা চাইনে। তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

মতি। বাবা, যাতে আমার আত্মার সদ্গতি হয়, করণ। (যাতনাবৃদ্ধি।) (বিন্দুবাসিনীর প্রতি) ওগো, আর বাঁচি নে।—তোমার উপর অনেক কুব্যবহার করেছি—না বুঝে করেছি—অন্যায় করেছি।

বিন্দু। ওগো তুমি আরও হাজারবার কর। আমাকে ফেলে যেও না, সঙ্গে নিয়ে চল।

মতি। বি—ন—য়, ক্ষ—মা। বি—ন্দু—বা—সি——

(যাতনাভোগ ও মৃত্যু। বিন্দুবাসিনীর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে হঠাৎ মুখ হইতে রক্ত উদ্গীরণ, মতিলালের শরীরের উপর পতন ও মৃত্যু)।

বিনয়। (বিন্দুবাসিনীর শরীর পরীক্ষা করিয়া, সকরুণে) স্বামীর মৃত্যুজনিত শোকে সতীর হৃদয়তন্ত্রীচ্ছেদ এবং সহমরণ। এ প্রকার ঘটনা অবনীমণ্ডলে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মা, সতীত্ব নারীর শিরোভূষণ। আপনি পৃথিবীতে সেই সতীত্বের আদর্শ। স্বামী নিষ্ঠুর ও নির্গুণ হলেও যিনি তাঁকে আপনার মত সেবাভক্তি করতে পারেন, তিনিই যথার্থ সতী।

দাস দাসী ইত্যাদির প্রবেশ।

সকলে। একি! একি! (খেদপ্রকাশ।)

বিনয়। চল, ঘর থেকে বার করি।

[মৃতদেহত্রয় লইয়া সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

খড়দা। শরৎবাবুর বাটী।

ভগবানের প্রবেশ।

ভগ। (সানন্দে) আত্তর দিব্বির নিকচ করেচে! আমি জীব কেটেচি! বলে ত ফেলি, তার পর যা হয় হবে! হাবীর মা শুনে আহ্লাদে কেঁদে ফেল্লে। মেয়েমানুষগুণ কেমন এক রকম, আহ্লাদ হলেও কাঁদে, দুঃক্ষ হলেও কাঁদে। (অশ্রুমুছন)। বাবুর বের সময় এইবারে হাবীর মাকে এক গাছা সাতনলী গড়িয়ে দিতে হবে।

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। মশাই——।

ভগ। আরে মল, আমি হাবীর মার জন্যে সাত্‌নলী গড়াব মনে আঁটচি, বেটা এসে মশাই, মশাই, আরম্ভ কল্লে। যা, যা, যা, এখন যা।

বেচা। (কৃত্রিম ভয় প্রকাশ পূর্ব্বক) অরে বাবারে, সরকার মশা-ইকে কিছুতে পেয়েচে নাকি! রাম, রাম, দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।

ভগ। এমন ফচ্‌কে চাকর কখন দেখি নে! চাকর না, চাকরের ছানা! হাস্‌চিস্ আবার দাঁত বের করে? ডাঁড়াত রে আবাগের বেটা ভূত——

বেচারামের পলায়ণ ও ভগবানের তৎপশ্চাদ্ধাবন।

ভগ। কাছাটা ছাই আবার খুলে গেল। ডাঁড়া বেটা, ডাঁড়া।

[কাছাহস্তে প্রস্থান।

শরৎ, সুকুমারী ও বিনয়ের প্রবেশ।

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) বিনয়, সরোজের কোন সন্ধান করতে পারলে না? কোন সন্ধান না?

বিনয়। সমস্ত ভারতবর্ষে লোক পাঠিয়েছি। সকল স্থানে তারে খবর দিয়েছি। জেলা, গ্রাম, সহর, ফাঁড়ি, থানা, রেলওয়ে ষ্টেষন্, স্নানের ঘাট, বাজার, হাট: এমন স্থান নেই যেখানে কোন না কোন প্রকারে অনুসন্ধান করা হয়েছে। শুদ্ধ তাই নয়, ছোট বড় সকল কাগজে—বঙ্গদর্শন, অমৃতবাজার-পত্রিকা, ন্যাসন্যাল পেপর, মিরর, ভারত সংস্কারক, সুলভ সমচার, সাপ্তাহিক সমাচার, সহচর, বেঙ্গলি, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, হিন্দু পেট্রিয়ট্—আর কত নাম করব, সকল কাগজে যে কেউ তাঁর বিষয়ে কোন সংবাদ এনে দিতে পারবে তাকে ২০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাবে বলে বিজ্ঞাপন করা হয়েছে। কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হল না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

সুকু। (সরোজকে উদ্দেশ পূর্ব্বক সরোদনে) কি দোষে আমাদের ত্যাগ করে গেলে, দিদি? আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া কত্তেম বলে গেলে, দিদি? দিদি, সে আদরের ঝগড়া, ভালবাসার ঝগড়া, তা কি বুঝতে পার নি? দাদারই বা কি দোষ? তুমি গিয়ে অবধি তাঁর ব্যারাম আর বিপদ, তাঁর উপরও কি একটু দয়া হল না? আমি যেন পাগল, যা তাই বকতেম, তিনি ত তোমাকে কোন দিন একটি কথাও বলেন্ নি?

শরৎ। (বিনয়ের প্রতি) "স—জ শ—ৎ বাবুর বড় ব্যারাম, যে স্থানেই থাক, একবার অনুগ্রহ করিয়া আসিবে" বিজ্ঞাপন দিতে বলেছিলেম, তা কি দেওয়া হয়েছে?

বিনয়। আজ্ঞা হাঁ, তাও ত আজ কদিন দেওয়া হচ্ছে, তা কই, তাতেও ত কিছু হল না।

শরৎ। বিনয়, আমার বোধ হচ্ছে, সরোজিনী আর পৃথিবীতে নেই। আমাদের বৃথা চেষ্টা হচ্ছে।—বিনয়, আমি সরোজকে কি রকম ভাল বাসতেম, তা আগে বুঝতে পারি নি। নিজের মন নিজে বুঝতে পারি নে। আর দেখ, সরোজও বুঝি আমাকে সেই রকম ভাল বাসত। ইদানীং আমার কাছে বসত না, আপনি বলে কথা কইত, মুখের বাগে চাইলে মুখ নাবিয়ে নিত, আর যেন কত সময়ে কি বলব বলব বলে আসত, অথচ এসে বলতে পারত না।

বিনয়। সে ভাব থাকলে যাবেন্ কেন?

শরৎ। কেমন করে বলব? বোধ হয় লজ্জায়।—আমি কি অন্ধ ছিলেম, তখন এসব দেখে শুনেও কিছু বুঝতে পারি নি। কিন্তু ভাই, সরোজ আর নিশ্চয়ই জীবিত নেই। তা হলে ভাল বাসুক আর না বাসুক্, আমার ব্যারামের কথা শুনে একবার আসতই আসত।

একজন ভৃত্যের একখানা সম্বাদপত্র লইয়া প্রবেশ।

ভৃ। এই খবরের কাগজ খানা একজন ডাক্ হরকরা দিয়ে গেল।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

বিনয়। (সংবাদপত্রের এক স্থান দৃষ্টি করিয়া) অ্যাঁ, একি! (পাঠ)।

শরৎ। কি? কি?

বিনয়। না এমন কিছু নয়, একটা ছেলে পাৎকোয় পড়ে মরে গেছে।

শরৎ। না ভাই, তোমার মুখ দেখে সন্দেহ হয়। তা নয়, আর কিছু। আমাকে দাও, আমি দেখি।

বিনয়। নাঃ, ও আর আপনি কি দেখ্‌বেন্।

শরৎ। আঃ, দেও না। (বিনয়ের হস্ত হইতে সম্বাদপত্র কাড়িয়া লওন, পাঠ ও মূর্চ্ছা)।

বিনয় ও সুকু। অ্যাঁ, কি হল, কি হল?

(মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা।)

সুকু। (অশ্রুপূর্ণনয়নে) অ দাদা, অ দাদা? কই কোন উত্তর দেন না যে? (ক্রন্দন)।

বিনয়। ভয় নেই, ভয় নেই। বেঁচে আছেন্।

(শরতের চক্ষুরুন্মীলন ও ক্রমে সংজ্ঞালাভ)।

শরৎ। ভাই, আমি তখনই জানি সরোজ এ পৃথিবীতে নেই। তা না হলে তিনি এতদিন অবশ্যই ফিরে আসতেন্ (সংবাদপত্র পাঠ।) "শুক্রবার বেলা আটটার সময় সরোজিনী নামে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ একটি কূপের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হত্যাকারীরা এখনও ধৃত হয় নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেব শবদাহন করিবার অনুমতি দিয়াছেন"।

সুকু। দিদিগো, আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলে। বুক ফেটে যায়, দিদি। (সুকুমারীর অতিশয় রোদন।)

শরৎ। বিনয়, সুকুমারীকে একটু ওদিকে নিয়ে যাও, সান্ত্বনা করগে। আমি আর সহ্য করতে পারি নি।

[বিনয়ের সুকুমারীকে লইয়া প্রস্থান।

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) মনটা কেমন উদাসীনের মত হয়েছে, জগৎ শূন্যময় বোধ হচ্ছে।—একবার দেশভ্রমণে বেরব।—তা হলেই যে অন্তঃকরণ স্থির হবে তা নয়। সে আশা বৃথা। তবে এখানে থাক্‌লে দিবারাত্র সরোজকে মনে পড়ধে, আর ক্রমেই ক্লেশ অসহ্য হয়ে উঠবে। বিদেশে বিদেশে ঘুরলে অনেক সময়ে মনের দুঃখ ভুলে থাকৃতে পারব।—এমন শান্ত, এমন নম্র-স্বভাব, এমন বুদ্ধিমতী।—সরোজ, তোমাকে আমি ভাল বাসতেম, প্রাণের চেয়েও ভাল বাসতেম।—তুমি যদি আর দিন কতক থাক্‌তে।—তা আর ভেবে কি হবে। কিছু ভাল লাগছে না। দেশভ্রমণেই বেরণ যাক্। আজই, এখনই যাব। এদের না বলে যেতে হবে। (উঠিয়া বস্ত্রপরিধান)।—কিন্তু সুকুমারীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে——

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। মশাই, একজন লোক এসেচে, বলচে আপনার সঙ্গে কি কথা আছে।

শরৎ। আঃ, যা, যা, বিনয়ের কাছে নে যা।

ভৃত্যের প্রস্থান ও কিঞ্চিৎ বিলম্বে পুনঃ প্রবেশ।

ভৃত্য। না, মশাই, সে বলচে বড় দরকারি কথা, আপনি ছাড়া আর কারও কাছে বলবে না।

শরৎ। কি আপদ্। যা নিয়ে আয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

একটি লোকের প্রবেশ।

শরৎ। কি প্রয়োজন, শীঘ্র বলুন্।

লোক। মহাশয়, আমি অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছি। হাঁপিয়ে গিছি। অত তাড়াতাড়ি বলতে পারব না।

শরৎ। আচ্ছা, বলুন্, যত সংক্ষেপে পারেন্ বলুন্।

লোক। ঐত আবার তাড়া দিলেন্।

শরৎ। আচ্ছা, বলুন্, কি বলবেন্ বলুন্।

লোক। (একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিয়া) আপনারা কি এই কাগজে কোন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন্?

শরৎ। হ্যাঁ।

লোক। কোন স্ত্রীলোকের বিষয়?

শরৎ। হ্যাঁ, বলুন্ না,—যা বলবেন্ শীঘ্র করে বলুন্।

লোক। ঐ আবার তাড়া দিচ্ছেন্।

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ও অশ্রুমোচন।) আমরা তাঁর বিষয় সমস্ত অবগত হয়েছি।

লোক। কি অবগত হয়েছেন্?

শরৎ। (ভৃত্যকর্তৃক পূর্ব্বে আনীত সংবাদ পত্র খানি দিয়া) এই দেখুন্। (অশ্রুত্যাগ।)

লোক। (পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) মহাশয়, ও সংবাদটা সত্য নয়। বোধ হয় সম্পাদকের কল্পনা মাত্র। সংবাদের অনাটন হলে, সম্পাদকেরা মধ্যে মধ্যে দু একটা সংবাদ রচনা করেও দিয়ে থাকেন্।

শরৎ। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি, মহাশয়, ওটা মিথ্যা? আপনি কেমন করে জানলেন্?

লোক। মিথ্যা নাও হতে পারে। আপনারা যে সরোজিনীকে হারিয়েছেন্, ও হয়ত সে সরোজিনীর কথা নয়।

শরৎ। আপনি কি আমাদের সরোজিনীকে দেখেছেন্? হ্যাঁ, মহাশয়, তিনি কি বেঁচে আছেন্? কোথায় আছেন্?

লোক। (উত্থান পূর্ব্বক) না, মহাশয়, আমি চল্লেম। আমি অত তাড়াতাড়ি বল্‌তে পারি নে। আপনি একেবারে পঞ্চাশটে কথা জিজ্ঞাসা করে ফেল্লেন্, আমি তার কোন্‌টার উত্তর দিই?

শরৎ। (লোকের হস্ত ধরিয়া) মহাশয়, আপনি যা চাইবেন্ তাই দেব। আপনি কি তাঁকে দেখেছেন্? আপনি আমার এই একটা কথার উত্তর দিন্।

লোক। আচ্ছা, টাকা দিন্ আগে। যা চাই তাই দিতে হবে না, যে দু হাজার টাকা দেবেন্ বলে বিজ্ঞাপন করেছেন্, তাই দিন্।

শরৎ। এখানে ত অত টাকা নেই? আপনার কি এখনই চাই?

লোক। হ্যাঁ, মহাশয়, এখনই চাই। কথায় বলে, "কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরুলে প্যাজি"।

শরৎ। আচ্ছা, মহাশয়, তাই সই।—অত টাকা এখানে নেই।—কিন্তু আমি এক রকম করে করে দিচ্ছি। (শীঘ্র বাক্স খুলিয়া) এই নিন্ আমার সোনার ঘড়ি আর চেন্। এ দুইএর দাম ৮০০ টাকা। এই নিন্ এক খান্ ৫০০ টাকার নোট্, এই নিন্ এক খান্ ২০০ টাকার নোট্। এই নিন্ খুচ্‌রা নোট্ ১৩০ টাকার। এই হল ১৬৩০। এই নিন্ নগদ টাকা, ২০০। ১৮৩০।—আর কি দিই, এখানে ত আর কিছু নেই? (চিন্তা পূর্ব্বক) আচ্ছা, দাঁড়ান্। (আল্‌মায়্‌রার ভিতর হইতে একটি ছোট বাক্স বাহির করিয়া) কলেজে চারটে মেডেল পেয়েছিলেম। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ।) ছাড়তে মায়া হয়।—নাঃ, সরোজকেই যখন হারিয়েছি, তখন আর চারটে মেডেল নিয়ে কি হবে? নিন, মহাশয়, এই মেডেল কটার দাম ২০০ টাকা হবে। আপনার দু হাজার টাকার উপর হয়ে গেছে। এখন বলুন্, সরোজের বিষয় কি জানেন।—আচ্ছা, যা বলবেন্, তা সত্য কি না কেমন করে জানব?

লোক। অবশ্য, সত্য যে তার প্রমাণ দেব। না দিতে পারি, আপনার টাকা ফিরিয়ে নেবেন্। আমি ত আর আপনার টাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি নে?

শরৎ। আচ্ছা, বলুন্, বলুন্।

লোক। তিনি ত এখান থেকে বেরিয়ে, অনেক ঘুরে টুরে, একদিন, রাত্ আটটা নটা হবে, বড় বৃষ্টি হচ্ছে, এমন সময় এক বাবুদের বাগানবাড়ির কাছে পৌঁছিলেন্। সেখানে দেখেন্ কি না জনকতক লোক বসে মদ খাচ্ছে। দেখেই তিনি পালিয়ে গেলেন্। কিন্তু সেই মাতালেরা তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, তিনি অনেক দূর না পালাতে পালাতে, দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেল্লে।

শরৎ। তার পর, তার পর?

লোক। তাঁকে ধরে নিয়ে এসে, তাঁকে——অনেক মন্দ কথা বল্লে।

শরৎ। (উঠিয়া) মহাশয়, হয়েছে, হয়েছে, আর শুনতে চাই নে। সে মাতালদের বাড়ি কোথায় বলুন্। শীঘ্র বলুন্, রাগে আমার গা কাঁপছে।

লোক। শুনুন্ আগে শেষ পর্য্যন্ত। মাতালেরা তাঁর কিছু করতে পারে নি।

শরৎ। (আহ্লাদের সহিত) তিনি তাদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন্?

লোক। হুঁ—গলায় ছুরি দিয়ে।

শরৎ। (উপবেশন পূর্ব্বক) কি করে,—কি বল্লেন্?

লোক। তিনি কৌশল করে একখানা ছুরি আনিয়ে গলায় দিলেন্।

শরৎ। আত্মহত্যা করলেন্? (দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুমোচন।) আপনি যে ইতিপূর্ব্বে বলেছিলেন্ তিনি মরেন্ নি?

লোক। কই, তিনি মরেন্ নি, এ কথা ত আমি বলি নি?

শরৎ। আপনার কথার ভাবে বোধ হয়েছিল।

লোক। "বোধ" আপনি সবই করতে পারেন্। আপনি যদি চোক্ বুজিয়ে "বোধ" করেন্, যে সরোজিনী আপনার কাছে ডাঁড়িয়ে আছেন, তা বলে কি তাই হবে নাকি?—আচ্ছা, মহাশয়, সরোজিনী আপনার কে? একটা মেয়েমানুষের জন্য এত টাকা খরচ, আর এত খোঁজখবর!

শরৎ। (ক্রুদ্ধভাবে) মহাশয়, সে কথায় আপনার কাজ কি? আপনি যা বলতে এসেছেন্, তাই বলুন্।

লোক। তিনি ত গলায় ছুরি দিলেন।

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) সরোজ প্রাণত্যাগ করেছেন্। তা আর শুনে কি হবে। (হস্তদ্বারা মুখাবরণ।)

লোক। এই আবার আপনার আর এক ভ্রম। তিনি মরেছেন্ আপনাকে কে বল্লে?

শরৎ। (উঠিয়া—লোকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, ভাই, আমাকে একবারে বল, তিনি বেঁচে আছেন্, কি নেই।

লোক। না, মহাশয়, আমি একেবারে বলতে পারিব না। একেবারে বলা আমার অভ্যাস নেই। পর পর যদি শুনতে চান্ ত শুনুন্। না হয় আপনার টাকা এই রইল, আমি চল্লেম।

শরৎ। আচ্ছা বলুন্, আপনার যেমন করে ইচ্ছা তেমন করে বলুন্, আমি আর একটি কথাও কইব না।

লোক। তিনি গলায় ছুরি দেবার পর; মাতালেরা তাঁকে ধরাধরি করে একটা খানায় ফেলে দিয়ে এল। তার পর দিন, খুব সকালে, সেই খানাটার কাছ দিয়ে এক জন স্ত্রীলোক যাচ্ছিল। সে তাঁকে দেখতে পেয়ে, ভাল করে তাঁর বাগে চেয়ে, মনে ভাবলে, যে তাঁর শরীরে এখনও প্রাণ আছে। এই মনে করে, তাঁকে তুলে, তাঁর মুখে হাতে জল দিয়ে, অনেক করে তাঁকে চেতন করে, তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। আর সেখানে কিছু দিন ধরে সেবা শুশ্রুষা করে তাঁকে—বাঁচালে।——গলায় একটা চোট্ লেগেছিল মাত্র, সাংঘাতিক কাটে নি। রক্ত পড়ে ক্ষীণ হয়ে, আর ভয়ে, তিনি মূর্চ্ছা গিছ্‌লেন।

শরৎ। (উঠিয়া, আহ্লাদে গদ্গদ ভাবে) ভাই, তোমাকে যে কি দেব, তা বলতে পারি নি।

লোক। শেষ পর্য্যন্ত শুনুন্ আগে, তার পর মেরে না তাড়িয়ে দিলে বাঁচি। সেই স্ত্রীলোকটির রঞ্জন নামে একটী বেশ সুন্দর ছেলে আছে। বয়স প্রায় ২২।২৩ বৎসর হবে। সেই রঞ্জন আপনাদের সরোজিনীকে বে করব বলে খেপে উঠ্‌ল। তার মাকে বল্লে, "যদি তুমি ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার বে না দাও ত আমি গলায় দড়ি দে মরব"। তা তিনি কি করেন্, রঞ্জনের

পেড়াপিড়িতে আর তার মার অনুরোধে তাকে বে করতে স্বীকার হলেন্। আর বিশেষ, রঞ্জনের মা হতেই তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়েছিল।

শরৎ। তিনি তাকে বিবাহ করতে স্বীকার হলেন্ ?

লোক। হলেন্ না ত কি আর আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলছি? আমাকে সংবাদপত্র পেলেন্ না কি ?

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) বিবাহ কবে হল ?

লোক। এখনও হয় নি।

শরৎ। (উঠিয়া) এখনও হয় নি ? ভাই, আমি তোমাকে ১০,০০০ টাকা দেব, আমার যা আছে সব দেব, যদি একবার আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার, কি তিনি কোথা আছেন্ তা বলে দিতে পার।

লোক। (শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক) আমার সাধ্যাতীত!

শরৎ। (উপবেশন পূর্ব্বক সবিষাদে) কেন, কেন ?

লোক। এই পড়ুন্। (লিপিপ্রদান।)

শরৎ। এত আমার শিরোনামাঙ্কিত পত্র, আর তাঁরি হাতের লেখা দেখছি! (সত্বরে পত্র খুলিয়া পাঠ।)

"এই পত্রবাহকের নিকট আপনি আমার সকল সংবাদ জ্ঞাত হইবেন্। কিছু মনে করিবেন্ না। গতানুশোচনা বৃথা। সপ্তাহ মধ্যে আমার—বিবাহ হইবে। আমরা অদ্য নৌকারোহণে এক গ্রামান্তরে গমন করিব।—কোথায়, পত্রবাহক জ্ঞাত নহেন্। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন্। আর কি লিখিব!

চির অভাগিনী সরোজ।"

(অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক) চিঠিটে না পড়লেই হত। সরোজ, তুমি বড় নিষ্ঠুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও অধোবদনে অশ্রুমোচন।)

লোক। (উঠিয়া) তবে, মহাশয়, আমি এখন বিদায় হই। আমার উপর আপনি রাগ করবেন্ না। সংবাদটা বড় মন্দ, তা কি করি। পড়ে আপনি অত দুঃখিত হবেন্, জানলে আমি আপনাকে ও চিঠি খানা দিতেম না। তা টা—কা—গু—ল নে—ব কি ? আপনি না বলেন্ ত না নিই, আপনার দুঃখ দেখে আমার চকে জল আসছে। তবে অনেকদূর থেকে এসেছি, পথখরচও হয়েছে অনেক, যদি অনুগ্রহ করে কিছু দেন্—

শরৎ। (অশ্রু মুছিয়া) তা আপনার দোষ্ কি, আপনি নিয়ে যান্—সব নিয়ে যান্। যত পুরস্কার দেওয়া যাবে বলে বিজ্ঞাপন করা হয়েছিল, তা অবশ্য দিতে হবে।

লোক। তা না হয় ঐকটা সোনার গোল গোল,—কি মেডেল্ না কি বল্লেন্—যে গুল ছাড়্তে আপনার এত মায়া হচ্ছিল, না হয় ঐগুল রেখে দিন্। বাকী যা টাকা আছে, তাইতেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হবে।

শরৎ। (চক্ষু মুছিয়া) ছাড়তে মায়া হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আর হচ্ছে না! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।) সরোজিনী জীবিত আছেন্, এই যথেষ্ট সুসংবাদ, তার পক্ষে ২০০০ টাকা কিছু অধিক পুরস্কার নয়। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন্ বলে দিতে পারলে, আপনাকে এর চতুর্গুণ পুরস্কার দিতেম।

লোক। মহাশয়, আমরা দরিদ্র লোক, আপনার কথা শুনে আমার বড় লোভ হচ্ছে। আপনার মনের মত কোন সুসংবাদ এনে দিতে পারলে, আপনি কি আমাকে যথার্থই ৮০০০ টাকা দেন্? ৮০০০ টাকা, বড় কম নয়, একটু ভেবে বলুন্।

শরৎ। মহাশয়, ৮০০০ ছেড়ে ১০,০০০ দিতে পারতেম্। কিন্তু তাত আর সম্ভব নয়! (দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ।)

লোক। বাবারে, একটা মেয়েমানুষের দাম! অবাক্ করেছে! আপনারা বড়মানুষ কি না, আপনাদের সবই সাজে। আচ্ছা, মহাশয়, সরোজিনীর চেয়ে রূপে গুণে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ একটি মেয়ে এনে দিতে পারলে কি আপনি আমাকে আট দশ হাজার টাকা দেন্? কখন ঘটকালী করিনি, কিন্তু আপনার জন্য না হয় একবার করে দেখি। আর তাতে আপনার ক্ষতিই বা কি? পুরণ ছেড়ে নূতন পাবেন্। কথায় বলে, "নূতন পেলে পুরাতনে কে করে যতন"।

শরৎ। (অতিশয় ক্রোধের সহিত) লোভী, পাপিষ্ঠ, তুই কি আপনার মত সকলকে বিবেচনা করিস্? তোর পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রীলোক একত্র করলে একটা সরোজিনী হয় না। (কিঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক) যাও, তোমার টাকা নিয়ে চলে যাও, আমাকে আর রাগিওনা। (স্বগত) অতটা রাগ করে ভাল করি নি, ওর চক্ ছল ছল কচ্ছে। (লোকের হস্ত ধরিয়া)

ভাই, কিছু মনে কর না। বড় রাগ হয়েছিল, মুখ দিয়ে কত কি বেরিয়ে গেছে। ভাই, আমি সরোজকে কত ভাল বাসতেম—এখনও বাসি—তা তুমি জান না। (অশ্রুত্যাগ।)

লোক। (অশ্রু মুছিয়া) আজ্ঞা না, আমি দুঃখী মানুষ, আমাকে বকেছেন্, তার আর কি। তবে মহাশয়, আমি এখন যাই। (গমনের উপক্রম।) হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল, ভাগ্যে ভুলে যাই নি। তিনি এই আর এক খানা কি চিঠি দিয়েছেন্, দেখুন্। (লিপিপ্রদান।)

শরৎ। আর একখানা চিঠি? (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) না, এখানা আর পড়ব না। আমার সাহস হয় না। এখানায় হয়ত বা অন্য কোন একটা অশুভ সংবাদ আছে।

লোক। পড়েই দেখুন্ না কেন একবার।

শরৎ। আ—চ্ছা দে—খি। (লিপিপাঠ।)

"প্রিয়তম শরৎ,

আমি তোমারই আছি। তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। আমি শীঘ্রই যাইব, চিন্তিত হইও না। সুকুমারী আর বিনয় কেমন আছে?

তোমার সরোজ।"

(অধোবদনে) আমার মাথাটা ঘুরছে।—আমি এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। আমি কি জেগে না ঘুমিয়ে?

লোক। (অন্যস্বরে) তবে, মহাশয়, আমি যাই। আপনি ত আমাকে তাড়িয়েই দিচ্ছিলেন্।

শরৎ। (লোকের মুখের প্রতি একবারমাত্র নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় অধোবদনে) আমি একেবারে পাগল হয়ে গিছি। আমার পদে পদে ভ্রম হচ্ছে। ঠিক্ যেন বোধ হল, সরোজের গলা শুন্‌লেম।

লোকের ছদ্মবেশপরিত্যাগ ও সরোজিনী মূর্ত্তিধারণ।

সরোজ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) তবে, মহাশয়, আমি যাই।

শরৎ। আবার সেই স্বর! (মুখোত্তোলন পূর্ব্বক) একি! (সরোজকে বাহুদ্বয় দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক) রাক্ষসি, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর রাক্ষসি! (অশ্রুমোচন।)

সরোজ। (অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক) শরৎ, প্রাণনাথ, আমি তোমারই,—তোমারই সরোজ।

শরৎ। তিন ঘণ্টা ধরে জ্বালাচ্ছিলে কেন, রাক্ষসি? পাঠশালের গুরু-মহাশয়ের মত "ওঠবস্" করাচ্ছিলে কেন, রাক্ষসি?

সরোজ। (সহাস্যে) তোমাকে আবার "ওঠবস" করালেম কখন। গুরুমহাশয় বা হলেম কখন!

শরৎ। কেন এই এতক্ষণ কি হচ্ছিল? এক একবার আশা দিয়ে স্বর্গে তোলা হচ্ছিল, এক একবার বা নীরাশসমুদ্রে নিমগ্ন করা হচ্ছিল, আবার এক একবার ক্রোধে অন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল।—(সরোজের হস্ত ধরিয়া) সরোজ, না জেনে বকেছিলেম, আমার উপর কি রাগ করেছ?

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) হ্যাঁ, বড়!

শরৎ। তবে কাঁদলে কেন?

সরোজ। (স্নেহস্বরে) তুমি আমাকে এত ভাল বাস তাই জান্‌তে পেরে।

শরৎ। তার পরেও তবে তুমি আমাকে জ্বালালে কেন, বল। (মুখ ফিরাইয়া) যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কইব না।

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক, উঠিয়া) আচ্ছা, তবে আমি যাই, সেই রঞ্জনকে বে করিগে।

শরৎ। (সরোজকে নিকটে বসাইয়া, স্মিতবদনে) খুব উপকথা বলতে শিখেছ যা হোক্। আচ্ছা, যা যা বল্লে, তার কতদূর সত্য, আর কতদূর মিথ্যা?

সরোজ। সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে আমাকে বাঁচালেন, ঐ পর্য্যন্ত সত্য। তাঁর রঞ্জন বলে ছেলেও নেই, (সস্মিতে) আমাকে বে করতেও চায় নি।

শরৎ। (সস্নেহ অনুযোগের সহিত) তোমার জন্য এত কষ্ট পেয়েছি, এত অন্বেষণ করেছি, এত দিন এস নি কেন, সরোজ?

সরোজ। (বাষ্পনয়নে) শরৎ, না জেনে অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর। তোমাদের এমন বিপদ্ হয়েছিল, তা আমি কিছুই টের পাই নে। সেই স্ত্রীলোকটির বাড়িতে এক রকম সেরে উঠেছি, এমন সময় এক দিন এক খানা

মসলা বাঁধা খবরের কাগজে তোমার বিজ্ঞাপন দেখতে পেলেম। দেখে আর থাকতে পারলেম না, তখনই চলে এলেম।

শরৎ। পুরুষের বেশে এলে কেন?

সরোজ। সেই স্ত্রীলোকটির পরামর্শে।—কতকটা নিজের ইচ্ছায়ও বটে।

শরৎ। তা এখানে এসে আবার এত রঙ্গ করলে কেন?

সরোজ। এক, তোমায় মন বোঝ্‌বার জন্য।—যদি তেমন তেমন দেখ্‌তেম ত চলে যেতেম।

শরৎ। এখন বুঝেছ কি? না, আবার কোন দিন পালিয়ে যাবে?

সরোজ। (সহাস্যে) আজই যাব। আর মনে ভাবলেম, যদি সত্যই তোমার কঠিন পীড়া হয়ে থাকে, তা হলে একেবারে দেখা দেওয়া ভাল নয়। হঠাৎ অত্যন্ত আহ্লাদে ব্যারাম বাড়তে পারে। হিতে বিপরীত হবে। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) আচ্ছা সে কথা এখন থাক্, সুসংবাদ এনে দিতে পারলে যে চতুর্গুণ দেবে বলেছিলে, তা কি দেবে দাও।

শরৎ। (সস্নেহে সরোজের হস্ত ধরিয়া) সরোজ, সুসংবাদ এনে দিতে পারলে চতুর্গুণ দেব বলেছিলেম, তোমাকে পেলে চতুর্গুণ দেব, তা ত বলি নি। তুমি ত আমারই, নিজের জিনিস্ আবার টাকা দিয়ে কেনে কে?

সুকুমারীর প্রবেশ।

সরোজ। (শরতের প্রতি) তুমি ওকে কিছু বল না, দেখি কি করে। (একপার্শ্বে স্থিতি।)

সুকু। দাদা, সরকার মহাশয় বল্লেন, যে দিদি বেঁচে আছেন, আর তাঁর খবর নিয়ে না কি কে এক জন লোক তোমার কাছে এসেছে।

শরৎ। (বিষণ্ণভাবে) বড় মন্দ খবর। ঐ স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছ্ থেকে এসেছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর।

সুকু। (সরোজের নিকট গমন করিয়া) হ্যাঁগা বাছা——ওমা, দিদি যে! দিদি, আমায় ধর, আমায় ধর, আমার গা কেমন কচ্ছে, আমি ঠিক করে তোমার মুখের বাগে চাইতে পাচ্ছি নে।—(কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া, সরোজকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) তুই দন এতিকাথা ছিলি, দিদি? আমাদের কি এমন

করে কাঁদিয়ে যেতে হয়? আমি তোর ছোট বন্, আমাকে ছেড়ে যেতে তোর মায়া হয় নি, দিদি?" (অশ্রুত্যাগ।)

সরোজ। (সুকুমারীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) আর লজ্জা দিস্‌নে, বন্। আমি এমন কাজ আর কখন করব না।

সুকু। হুঁ, তোকে নাকি করতে দিচ্ছি! দিনরাত চকে চকে রাখব। একগাছা শিকলি গড়াতে দেব?

সরোজ। (শরতের প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া, অস্ফুটস্বরে) শিকলি আর গড়াতে হবে না, আপনিই পায়ে পড়েছে।

সুকু। (আহ্লাদে) সত্য না কি! (পুনরায় সরোজকে আলিঙ্গন।) সকলকে বলি গে।

[প্রস্থান।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) সকলকে মানে বিনয়কে।

শরৎ। তুমি কেমন করে জানলে?

সরোজ। আমি জানি।

বিনয়ের সহিত সুকুমারীর পুনঃপ্রবেশ।

বিনয়। দণ্ডবৎ হই গো, দিদিঠাকরুণ্! চিন্‌তে পারেন্ কি? (সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত।)

সরোজ। (বিনয়কে উঠাইয়া ও তাঁহার হস্ত ধরিয়া) ভাই বিনয়, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর লজ্জা দিও না। যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছি।— লজ্জাও পেয়েছি, কষ্টও পেয়েছি। (অশ্রুত্যাগ।)

বিনয়। (দুঃখিতস্বরে) দিদি, নিজেও কষ্ট পেলেন্, আমাদেরও কষ্ট দিলেন্।—(সস্মিতে) আর একটা যে কি শুনছি, তা সে কবে?

(সরোজিনী লজ্জাবনতমুখী।)

শরৎ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) তা তোমাতে আমাতে পরামর্শ করব এখন।

বিনয়। (সুকুমারীর প্রতি) আমিই একটা হত'ভাগা জন্মেছি আর কি। কেউ আমাকে দেখতে পারে না।

সুকু। (সক্রূভঙ্গে) অ আমি কি জানি? (জনান্তিকে সরোজের প্রতি— উৎকণ্ঠিত ভাবে) অ দিদি?

সরোজ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) কি হল আবার?

সুকু। (জনান্তিকে) বলি তোকে ত বরাবর দিদি বলে এসেছি, আর দাদা ত দাদা। আচ্ছা, লোকে যখন জিজ্ঞাসা করবে, "তোমার দাদার কার সঙ্গে বে," তখন কি বলব "দিদির সঙ্গে দাদার বে"?

সরোজ। পোড়ার মুখি,—তোমার মুখ বন্ধ করছি, দাঁড়াও। (শরতের প্রতি জনান্তিকে কথন) ।

শরৎ। (আহ্লাদে) আচ্ছা! (বিনয় ও সুকুমারীর হস্ত পরস্পরসংলগ্ন করিয়া) ভাই বিনয়, সুকুমারীকে তোমায় দিলেম। সুখে রেখ, সুখে থেক।

সুকু। (অধোবদনে—সরোজিনীর প্রতি) আমি যেন এক খানা বই কি কাপড়। "সুকুমারীকে তোমায় দিলেম"।

সরোজ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) আচ্ছা, তুই সত্য করে বল্ দেখি, বিনয়কে ভাল বাসিস্ কি না। চুপ্ করে রইলি যে? (পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্ণের ঘড়ি ও চেন্ বিনয়ের গলায় দিয়া) ভাই বিনয়, তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি, এই তোমার বের যৌতুক দিলেম। (টাকা ও নোট্ সুকুমারীর হস্তে দিয়া) আর তোমাকে এই দিলেম।

সুকু। এ তুমি কোথা পেলে, দিদি?

সরোজ। (হাস্য পূর্ব্বক) তোমার দাদাকে সরোজিনীর সংবাদ এনে দিছ্‌লেম, তারই পুরস্কার।

বিনয়। তা ঘড়ি চেন্ এল কোত্থেকে?

সরোজ। জান্‌বার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে ছিলেন্। ঘরে নগদ ২০০০ টাকা ছিল না।

বিনয়। (মেডেল চারিটি লইয়া) তবে এ কটা বাকী থাকে কেন? এগুলও নিই।

সরোজ। (সহাস্যে) না ভাই, ওকটা থাক্। ওগুল ছাড়তে ওঁর বড় মায়া হয়েছিল। দেবার সময় চকে জল এসেছিল।

শরৎ। হ্যাঁ, চকে জল এয়েছিল? মিথ্যা কথা বল কেন?

বিনয়। (স্বগত) একটা মজা কচ্ছি, দাঁড়াও।

প্রস্থান ও এক খানা ক্ষুদ্র পুস্তী লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

বিনয়। (এক খানা চৌকীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া) আমি একটা বক্তৃতা করি, আপনারা শ্রবণ করুন্। (পাঠ।) "মূঢ়মতি অজ্ঞলোকে ভাবে যে বিশুদ্ধ প্রণয় নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয়, পরিষ্কৃত ধর্ম্মের সোপান।" "প্রণয়ে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে··· ···দেশহিতৈষিতাবৃত্তিকে একেবারে নিষ্পেষিত করে, অধিক আর কি বলিব"--(শরৎ কর্ত্তৃক পুস্তী কাড়িয়া লওন।) আচ্ছা, নিলেন্, নিলেন্, আমার মুখস্থ আছে। "প্রণয় মাত্রেই জঘন্য,—প্রণয় মাত্রেই কুৎসিত পঙ্ক। ইহার বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ নাই, সকলই অবিশুদ্ধ।" (চৌকী হইতে অবতরণ।)—এমন বক্তৃতা করলেম, কেউ একবার একটা হাততালিও দিলে না।

সরোজ। বিনয়, ওখানা কি বই, ভাই ?

বিনয়। আজ্ঞা, এমন কিছু নয়, একটা বক্তৃতা মাত্র।

সরোজ। কার বক্তৃতা, ভাই ?

বিনয়। (শরৎকে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া) জিজ্ঞাসা করুন্ না কার।

শরৎ। (ঈষৎ লজ্জিত ভাবে) ও আমারই এক সময়ের বিদ্যাপ্রকাশ। বিশ্ব-বিদ্যালয়োত্তীর্ণ, জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত অনেক যুবকই মধ্যে মধ্যে এ রকম বক্তৃতা করে থাকেন্। তবে আমিই চোর দায়ে ধরা পড়ে গিছি, এই পর্য্যন্ত।

সরোজ। (সহাস্যে) এখন কি মত, শরৎ?

শরৎ। (সরোজের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সস্নেহে) এই যে তুমি তার সাক্ষী।

বিনয়। জগতে অনেকেরই এই রকম সংস্কার আছে যে কুলস্ত্রীরা আমাদের নিঃস্বার্থযত্নের, দেশহিতৈষব্রতের, সমাজসংস্করণচেষ্টার প্রধান অন্তরায়। সংস্কারটি সম্পূর্ণ সত্য নয়——সমুদয় ইতিহাস প্রমাণ। কিন্তু নিতান্ত অলীকও নয়। বাস্তবিকই গৃহকামিনীরা অনেক সময়ে সাতিশয় ক্ষুদ্রহৃদয়তার পরিচয় দিয়ে থাকেন্। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানাভাব বা কুশিক্ষাই এর মূল কারণ। বলতে সাহস হয় না, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, যত দিন না শিক্ষার সমতা দ্বারা

নরনারীর মনের ভাব একতা প্রাপ্ত হয়—ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এক পথে চালিত হয়——ততদিন ভারতের মুখমালিন্য দূর হওয়া দুষ্কর।

সরোজ। ভাই, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক্। আমাদের অভাগা জাতের হয়ে দুকথা বলে, এমন লোকের সংখ্যা অল্প।

নেপথ্যে। এক জন মেয়েমানুষ এয়েচে, বড়দিদিঠাকুরুণের সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

সরোজ। (কৃতাঞ্জলিপুটে—অত্যন্ত বিনীতভাবে) শরৎ, একটা কথা তোমার কাছে আমি গোপন করেছি. তোমাকে ক্ষমা করতে হবে।

শরৎ। (সরোজের হস্ত ধরিয়া) কি গোপন করেছ, সরোজ ? আর তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করাই বা কেন ? একবার সুধু বল্লেইত হত ?

রমাসুন্দরীর প্রবেশ।

সুকু। মা ! (চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিতি।)

সরোজ। (রমাসুন্দরীর নিকট গমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া) মা, আপনা হতেই সব পেয়েছি। (অশ্রুমোচন।)

শরৎ। (হতবুদ্ধি ভাবে) মা কি, সরোজ ?—তুমি কি সব ভুলে গেছ ?

সরোজ। (অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক) আমি সে সব কিছু বিশ্বাস করি নে। উনিই সেই স্ত্রীলোক, উনিই আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন্।

সুকু। আমিও বিশ্বাস করি না। (রমাসুন্দরীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক, তাঁহার চরণে হস্ত দিয়া) মা, আমি তোমার মেয়ে।

রমা। মা, অনেক দিন তোদের মুখে মা শুনি নে। (অশ্রুত্যাগ ও সুকুমারীকে উঠাইয়া তাঁহার মুখচুম্বন।)

বিনয়। মতিলাল বাবুর বিষয় আমি কতকটা জানি। আমিও বিশ্বাস করি না।

ভগবানের প্রবেশ।

ভগ। বিশ্বাস করবার কোন বিশেষ হেতুও দেখিনে। (মতিলালের স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় পত্রখানি শরতের হস্তে প্রদান।) (শরতের পাঠ।) উনিই জরি-

মানার টাকা দিয়ে আপনাকে জেল থেকে খালাস করেন্। মতিলালের গ্রাস থেকে বিষয় উদ্ধার করেন্ও উনি।

শরৎ। (ভগবানের প্রতি—মৃদুস্বরে) তুমি আমাকে আগে এসব বল নি কেন?

ভগ। (বদ্ধাঞ্জলিকরে) উনি আমাকে বারণ করেছিলেন।

শরৎ। (রমাসুন্দরীর সম্মুখে নতজানু ও গললগ্নবস্ত্র হইয়া) মা, আমি আপনার কুসন্তান। ক্ষমা চাইতে আমার সাহস হয় না। তবে মা বলে যদি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করেন্।—(অশ্রুদ্বারা বাক্ রোধ।)

রমা। (শরৎকে উঠাইয়া, অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক) বাবা! তোমার মত ছেলে তপস্যা করে পাওয়া যায় না। আমারই দোষে সব হয়েছে। আমি সে সময়ে রাগ করে না চলে গেলেই হত।—ভাল ভালয় যে ফের তোমাদের মুখ দেখতে পেলেম, এই আমার সৌভাগ্য। (সরোজের হস্ত ধরিয়া) বাবা, আবার যেন হারিও না। এমন রত্ন পৃথিবীতে নিত্য পাওয়া যায় না। মার মনের কথা আমি সব জানি। (শরতের হস্তে সমর্পণ।) মার এখন লজ্জা হচ্ছে!

শরৎ। (সরোজকে গ্রহণ পূর্ব্বক) আপনার আজ্ঞা আমি কখন লঙ্ঘন করব না।

বিনয়। (জনান্তিকে সরোজিনীর প্রতি) উঃ, দাদাবাবুর কি মাতৃভক্তি গো! মা দিলেন্ বলেই যেন আপনাকে হাত বাড়িয়ে নিলেন্! আমাকে অমন করে কেউ কিছু দিলে, আমিও নিতে পারি।

সরোজ। (ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক—জনান্তিকে বিনয়ের প্রতি) কেন ভাই, দোকর না কি? আচ্ছা, আমি সুকুমারীকে বলে দেব।

রমা। (বিনয়ের প্রতি) বাবা, আমি সবই জানি। (সুকুমারীকে বিনয়ের হস্তে প্রদান।) কিন্তু, বাবা, আমার মাকে নিয়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না। তোমাকে এইখানে থাক্‌তে হবে।

বিনয়। যে আজ্ঞা।

রমা। (যুগলদ্বয়ের প্রতি অবলোকন করিয়া) বাবা, লোকে বলে, না

মলে স্বর্গ দেখা যায় না। কিন্তু, বাবা, যার এমন দুই ছেলে আর দুই মেয়ে আছে, তার এই খানেই স্বর্গ।

ভগ। স্বর্গ না হোক্, পরীস্থান দেখুন্। (ভূমিতে পদাঘাত।)

পরীস্থান ও পরীনৃত্য।

পরীদিগের গীত।

রাগিণী ললিত, তাল আড়া।

আজি কিবা শুভ দিন উদয় হইল।
দম্পতিদ্বয়েতে সবে অনুক্রমে মিলিল॥
কিন্তু হে সন্তানগণে, বারেক ভাবহে মনে,
সকলের অযতনে, মাতার কি দশা ঘটিল॥
তোমাদের নিজ দোষে, আছ সবে পরবশে,
হীনবল অপযশে, ত্রিজগত পূরিল—
নরনারী পরস্পরে, দেশের উন্নতিতরে,
উদ্যোগী হও যত্নভরে, হওনা তায় শিথিল॥

শরৎ। "তোমাদের নিজ দোষে, আছ সবে পরবশে,
হীনবলে অপযশে, ত্রিজগত পূরিল।"

বজ্রধ্বনিতে ভারতের দৈর্ঘ্যে বিস্তারে কথাটি প্রতিধ্বনিত হউক্।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত।

উৎসর্গ।

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত বাবু

হেমন্তকুমার ঘোষ,

অমৃতবাজারপত্রিকাসম্পাদক-

মহাশয়বরাবরেষু।

ভাই হেম,

তোমার আর শিশিরের ঋণ ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিলাম না। নিদারুণ ব্যাধি চিকিৎসকদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। জীবন-গ্রন্থি শীঘ্রই ছিন্ন হইবে। ভ্রাতুষ্পুত্রী সরোজিনীকে স্নেহের চক্ষে দেখিও। তোমাদের উপর এবং উপেন্দ্র বাবুর উপর তাহার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া গেলাম।

চিরবাধিত,

শ্রীদুর্গাদাস দাস।

বিজ্ঞাপন।

"শরৎ-সরোজিনী" সময়চিত্রের একদেশমাত্র। তাহাও তূলিকাবিন্যাসদোষে অসম—কোনস্থলে বা হীনপ্রভ, কোনস্থানে বা অতিরঞ্জিত। অধিক কিছু বলিতে চাহি না——চিত্রকর মৃত——কিন্তু আলেখ্যটি সূর্য্যালোকে আনীত না হইলেই ভাল হইত। প্রথম তৃতীয়াংশ একেবারে নীরস, অবশিষ্ট অশ্লীলতাদিকলঙ্কপরিপ্লুত। ধর্ম্মবিগর্হিত রাজনিন্দারও অসদ্ভাব নাই। স্বর্গীয় দুর্গাদাস বাবুর বন্ধুবিশেষের অনুরোধে চিত্রখানি জনসমাজে প্রকাশিত হইল। পাঠকমহাশয়গণ, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি একবার বঙ্কিমবাবুকে দেখাইব মনে করিয়াছিলাম—যদি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া দেন। কিন্তু পরলোকগত দুর্গাদাসবাবুর পূর্ব্বোক্ত বন্ধু নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু আমাদের দেশের একজন নিতান্ত অপকৃষ্ট লেখক নহেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রসূত গ্রন্থনিচয়ের একটি মহৎ দোষ আছে। একবার একখানি হস্তে লইলে, তাহার শেষ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তির শেষ অক্ষরটি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন না করিলে পরিত্রাণ নাই। যাঁহার রচনা স্বভাবদত্ত ক্ষুৎপিপাসাদিবৃত্তির প্রতিরোধ করে, পাঠককে আত্মবিস্মৃত করে, তিনি কি প্রকারে উচ্চশ্রেণীর লেখক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? আমার বিবেচনায় 'শরৎ-সরোজিনী' অতি উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে——এক বা অর্দ্ধপৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়া অক্লেশে ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারা যায়। সর্ব্বত্র সমভূমি। আর দুর্গাদাস বাবুর লেখনীর বিশেষ চমৎকারিত্ব এই যে দুই চারি পংক্তি পড়িলেই উত্তম নিদ্রাকর্ষণ হয়। বঙ্কিমবাবু দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইবার কোন প্রয়োজন নাই"। আমি নিরুত্তর হইলাম।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস।

পুনঃ চঃ। পাঠকমহাশয়দিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতের বলে ষষ্ঠ অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কটি হারাইয়া গিয়াছে। অপরগুলিও সেই মার্গ অনুসরণ করিলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

১৭ নং নিমুখানসামার গলি,
পটলডাঙ্গা, কলিকাতা। ২৯এ
অগ্রহায়ণ, সন ১২৮১ সাল।

শ্রীউঃ

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২২	সরচ্ছে	সরছে
৬	৮	একতানে	ঐকতানে
৮	১৪	মকট	মর্কট
১১	১৫	কিরে	কি করে
১৫	২	পড়ক্	পড়ুক্
১৯	২১	ছুটি	ছুটি
৩০	৩	ওরা	ওরে
৩১	২৫	কথন	কথন
৩২	১৩	ময়	নয়
৫৬	২২	থাকাতে	থাক্‌তে
৬২	৬	ছুম্বক	চুম্বক
৬২	১৭	ভয় না ?	ভয় হয় না ?
৭৪	২৪	কিছ	কিছু
৮৮	১৩	পাপাভারে	পাপভরে
৯১	৫	লজ্জ্বা	লজ্জা
১০৩	১৬	স্ত্রীর	স্ত্রীর
১০৩	২১	বনকুশম	বনকুসুম
১১৭	১৬	তাবলে	ভাবলে
১২৮	৯	ভাবহে	ভেবহে
১২৮	১০	মাতার	দেশের
১২৮	১৩	দেশের উন্নতি	ভারত উদ্ধার

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শরৎকুমার দত্ত	...	...	জমীদার।
মতিলাল দে	...	...	ঐ।
ভগবান্	...	...	শরৎকুমারের সরকার।
বিশ্বম্ভর	...	...	মতিলালের মোক্তার।
বিনয়	...	...	মতিলালের আশ্রিত যুবক।
নন্দ	...	...	শরৎকুমারের বন্ধু।
বিপিন	...	...	ঐ।
হরিদাস	...	...	ঐ। (বৈজ্ঞানিক।)
বেচারাম	...	...	শরৎকুমারের ভৃত্য (বালক)।
গোপীনাথ	...	...	মতিলালের লাঠিয়াল।
কেনারাম	...	...	গোপীনাথের বন্ধু (চোর)।

স্ত্রী।

সরোজিনী	...	...	শরৎকুমারের গৃহে পালিতা কন্যা।
সকুমারী	...	...	শরৎকুমারের ভগ্নী।
রমাসুন্দরী	...	...	শরৎকুমারের বিমাতা।
বিন্দুবাসিনী	...	...	মতিলালের স্ত্রী।
ভুবনমোহিনী	...	...	মতিলালের বিধবা ভ্রাতৃবধূ।

দাসদাসী, সার্জ্জন, গোরা, ঘটকী, ইনস্পেক্টর ইত্যাদি।